উন্নয়নের ৭ বছর

২০০৯-২০১৬

অর্থ-বছর

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশনায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদ

মোহাম্মদ নাসিম এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাহিদ মালেক এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহ-সার্বিক তত্ত্বাবধান

বিমান কুমার সাহা, এনডিসি
সাবেক অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল ভোগরত)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পুস্তিকা প্রকাশনা আহ্বায়ক পরিষদ

আঃ গাফ্‌ফার খান
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ড. মোঃ এনামুল হক
উপ-সচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

মনোজ কুমার রায়
উপ-সচিব (প্রশাসন-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
উপ-সচিব (প্রশাসন-৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী
উপ-সচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম
প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
শরীফা বেগম, সাবেক প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ

ফয়েজ আহম্মদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বাসুদেব গাঙ্গুলী, সাবেক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
আঃ গাফ্‌ফার খান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মনোজ কুমার রায়, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ড. মোঃ এনামুল হক, উপ-সচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, উপ-সচিব (প্রশাসন-৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
নাহিদ সুলতানা মল্লিক, উপ-সচিব (মানব সম্পদ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
দিলসাদ বেগম, উপ-সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মোঃ রেজাউল আলম, উপ সচিব (প্রশাসন-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহযোগী সম্পাদনা
শেখ মোঃ রজব আলী, পরিসংখ্যানবিদ (প্রশাসন-৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

কম্পিউটার ও সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ রেজাউল করিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন-৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মোঃ মাকসুদুর রহমান, অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপারেটর (প্রশাসন-৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
এস.এম. আলমগীর হোসাইন, প্রডাকশন টেকনিশিয়ান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাণী	
আহ্বায়কের কথা	
এক নজরে ৭ বছরের সাফল্য	
এক্রোনিম	
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১
প্রশাসন অনুবিভাগ	৪
উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ	১১
জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ	১৮
পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ	২৫
হাসপাতাল অনুবিভাগ	২৮
শৃংখলা ও নার্সিং অনুবিভাগ	৩১
আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ	৩৩
প্রকল্প বাস্তবায়ন অনুবিভাগ	৩৫
পরিকল্পনা অনুবিভাগ	৩৭
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	৪১
কমিউনিটি ক্লিনিক	৪৩
অটিজম	৪৮
স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচী	৫১
কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট	৫৫
ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা	৫৬
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৬৩
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৭৭
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৮৭
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৯
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৯৪
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	১০৩
ন্যাশনালইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউএন্ডটিসি)	১০৬
যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	১০৮

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকারের ২০০৯ হতে ২০১৬ অর্থ-বছর পর্যন্ত সাত বছরের সাফল্যের উপর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাস্থ্যসেবা সংবিধানের একটি মূল উপাদান। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ সময়কালে সরকার কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম জোরদার করেছে। জাতীয় ই-হেলথ নীতিমালা এবং ই-হেলথ কৌশল তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

সরকার বিগত বছরসমূহে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার কমিয়ে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। শিশুদের জীবন রক্ষার্থে যুগোপযোগী মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য (বিএমএস) আইন প্রণয়ন করেছে। ২০১১ সাল থেকে জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএসএস) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ ছাড়াও সরকার প্রথমবার স্বতন্ত্রভাবে 'জাতীয় পুষ্টিনীতি- ২০১৫' প্রণয়ন করেছে।

সরকার ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন প্রণয়ন করেছে। খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। ৪২৪টি জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশু বান্ধব হাসপাতাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

সরকারের ২০০৯ হতে ২০১৬ অর্থ-বছর মেয়াদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সম্পর্কিত প্রকাশনা প্রণয়নের সংগে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম

জাহিদ মালেক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের (২০০৯ হতে ২০১৬ অর্থ-বছর) কার্যক্রমের উপর 'সাফল্যের সাত বছর' শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের গণমানুষের পক্ষে এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমাদের সরকার দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্য খাতকে বরাবরই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে স্বাস্থ্য খাত বিশ্ব নেতৃত্বের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরা এটিকে সাফল্যের রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করেছে। বর্তমান সরকার এ খাতে যুগোপযোগী ও বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করায় মাতৃমৃত্যু হার ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসসহ বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া আরো আবশ্যকীয় কিছু নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করে এ খাতকে আরো গতিশীল করেছে। সরকার হাসপাতালসমূহের উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সংস্কার করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবাকে দেশের প্রতিটি মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশনেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তার ফসল হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশ বিদেশে নন্দিত বর্তমান ১৩৩২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণ হাতের নাগালে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিসেবা পাচ্ছেন। এছাড়া সারাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ের ৩৯২৪টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য তৈরি হয়েছে অটিজম সেল।

আমি আশাকরি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবাকে নিশ্চিত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আগামীতে নতুন নতুন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলায় আরো নতুন নতুন অর্জনের ফলক যুক্ত করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Zahid Malek
(জাহিদ মালেক, এমপি)

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য খাতে সরকারের (২০০৯ হতে ২০১৬ অর্থ-বছর পর্যন্ত) ধারাবাহিক সাফল্যের বাস্তব দলিল এই 'সাফল্যের সাত বছর' প্রকাশনাটি। এটি জনগণের নিকট সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্ব নেতৃত্ব এর স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের ফলে স্বাস্থ্য খাতের যে সকল বিষয়ে সাফল্য অজর্ন সম্ভব হয়েছে সেগুলো হলো: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, স্বাস্থ্য খাতের ডিজিটাল কার্যক্রম এবং দেশের উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থা। দেশব্যাপী একটি ব্যাপক ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে যা একটি সুস্থ জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। যক্ষ্মাসহ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়া ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত অটিজম মোকাবেলায় বাংলাদেশে ব্যাপক সফলতা এসেছে। এ বিষয়ে নীতিমালা ও আইন প্রণীত হয়েছে। মানুষ এখন অটিজম সংক্রান্ত ধারণা অর্জন করেছে এবং সামাজিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। চিকিৎসক, নার্স ও সংশ্লিষ্টদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে স্বাস্থ্য খাতের এ অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল সহকর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মো: সিরাজুল ইসলাম

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্তমান সরকারের **উন্নয়নের ৭ বছর** গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত শুভ ও সময়োচিত। গ্রন্থটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের নির্ভরযোগ্য দলিল।

সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অন্যতম নিয়ামক সুস্থ সবল জনগোষ্ঠী। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ মহৎ লক্ষ্য সামনে রেখেই জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও আধুনিকায়ন, সময়মত ঔষধ, উপযুক্ত সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ, জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ করে তোলা এবং একটি টেকসই ও সুষম স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের বিগত ৭ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসুচির প্রসার, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, পোলিও নির্মূল ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের ব্যাপক উন্নয়ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা প্রবর্তনের ফলে দ্রুত স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ এবং সে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায়ও ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচক-অগ্রগতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রসংশিতও হয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এমডিজি ৪ ও ৫ সূচকগুলোতে আশাতীত সাফল্য লাভ হয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃতও হয়েছে। এসডিজি সামনে রেখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪র্থ Health, Nutrition, Population Sector program: HEALTH, NUTRITION AND POPULATION STRATEGIC INVESMENT PLAN (HNPSIP) 2016-21 প্রণয়ন করেছে।

আমি আশা করি, **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** সুমহান ও গতিশীল নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সকল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত, গতিশীল ও উন্নত করতে সক্ষম হবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরসমূহের সকল সহকর্মীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

মোঃ সিরাজুল হক খান

আহবায়কের কথা

স্বাস্থ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার "সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই নীতিকে বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ যে কয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে তার অধিকাংশই এসেছে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে। স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য পুস্তক আকারে প্রকাশের মাধ্যমে যেমন দেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, তেমনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন এবং কর্মচারীগণও তাদের কাজের স্বীকৃতি পাবে। ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নে অগ্রনী ভূমিকা রাখতে তারা আরো উৎসাহিতবোধ করবে।

ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের উপর আলোর মিছিল নামক পুস্তক প্রকাশ করেছে। স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান সরকারের সাত বছরের সাফল্য তুলে ধরার এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। ভবিষ্যতে এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি এবং জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং মোঃ সিরাজুল হক খান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় বইটি প্রকাশ করা সহজ হয়েছে।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অত্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন গুলোর অনেক সহায়তা নিয়েছি। এ জন্য প্রতিবেদনগুলো তৈরী করতে পূর্বে যারা অবদান রেখেছেন তাদের নিকটও কৃতজ্ঞ।

সম্পাদনা পরিষদকে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনার প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এ পুস্তকটি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাভুক্ত দপ্তর/অধিদপ্তর, সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ পুস্তকটি। বিশেষ করে সম্পাদনা পর্ষদ পুস্তকটি প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তকটিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও তথ্যের উৎস হিসেবে কাজে আসবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি সম্পর্কে জনগণ অবগত হবে। পুস্তকটি নির্ভুল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভুল-ত্রুটিগুলো সম্মানীত পাঠকদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

পাঠকদের নিকট থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে এ পুস্তকটি আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা থাকবে।

আঃ গাফ্‌ফার খান
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

এক নজরে

স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান সরকারের গত ৭ বছরের সাফল্য

◆ শিশু মৃত্যু (৫ বছরের নিচে) হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে ৩৬ এ দাঁড়িয়েছে (SVRS 2015)। ২০০৭ সালে যা ছিল ৬৫। মাতৃমৃত্যু বর্তমানে প্রতি লক্ষে জীবিত জন্মে ১৭৬-এ দাঁড়িয়েছে (২০১৫ সনে, বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট ২০১৬)। ২০০১ সালে তা ছিল ৩২০। অর্থাৎ বাংলাদেশ শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে

◆ শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি অসামান্য সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ সালে এবং ২০১২ সালে গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিন এন্ড ইমুনাইজেশন (GAVI) শ্রেষ্ঠ এওয়ার্ড লাভ করেছে

◆ বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.৩৭। ২০০৮ সালে তা ছিল ১.৪১। বাংলাদেশে মহিলা প্রতি গড় সন্তান গ্রহণের হার বর্তমানে ২.৩ (BDHS 2014)। ২০০৭ সালে তা ছিল ২.৭

◆ বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭১.৮ বছর হয়েছে। (২০১৫ সনে, বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট ২০১৬)

◆ গর্ভবতী মায়েদের মোবাইল প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় গর্ভ ও প্রসূতি সেবা প্রদান চালু করা হয়েছে

◆ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ প্রণয়ন

◆ বিসিএস এর মাধ্যমে ৯,৯৪৪ জন চিকিৎসকসহ এ সরকারের আমলে ১৪,০৭৭ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত ৭ বছরে হাসপাতালে সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৩,৭১৬ জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে

◆ নতুন ১৪টি সরকারী মেডিকেল কলেজ, ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ, ৬টি সরকারী ডেন্টাল কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। এছাড়াও ৩০টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এবং ১৪টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিটের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন ১৬টি বেসরকারী হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ এবং ৪টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

◆ বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন হাসপাতালে ৩০১টি এম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে৷ এর মধ্যে দুর্গম হাওর অঞ্চলের জন্য ১০টি নৌ এম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে

◆ ক্রমান্বয়ে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতালসমূহকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে (২০০৯- ডিসেম্বর ২০১৬) ৩৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মোট সংখ্যা বর্তমানে ৪৪১টি

◆ মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে প্রায় ২,৫০০ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে

◆ ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইউনিট-২, তেজগাঁও এ জাতীয় নাক, কান, গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, আগারগাঁও এ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া গোপালগঞ্জে ২০১৫ সালে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে

◆ জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা হাসপাতালসহ মোট ৪২১টি হাসপাতলে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে

◆ ১৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে, এর দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন

◆ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে

◆ চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫ এবং রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে

- নার্সিং জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ১২টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। নার্সিং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।
- নতুন করে জনবল কাঠামোসহ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ-বিধি, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কমিউনিটি পর্যায়ে ১৩,৩৬৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণসহ ১৩,৩২৬টি বর্তমানে চালু আছে। (ডিসেম্বর ২০১৬)
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ১৩,৮৬১ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে
- পুষ্টির মান উন্নয়নের জন্য পুষ্টি সেবাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুলস্রোতে আনা হয়েছে । কমিউনিটি ক্লিনিককে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী মিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর হার ৯৫% এ উন্নীত হয়েছে
- দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে উৎপন্ন ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে
- সারা দেশে এ পর্যন্ত ৬৭ টি মডেল ফার্মেসী এবং ২৬টি মডেল মেডিসিন শপ চালু করা হয়েছে
- খাদ্যে ভেজাল নিরূপনের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১৫ জারি
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে
- সরকারী ক্রয়ে ই-টেন্ডারিং চালু করা হয়েছে
- স্বাস্থ্য সেবায় ২৪/৭ কলসেন্টার চালু
- ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ দেশের ১৫টি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে
- দেশের মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
- শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, ঢাকার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ৫০০ বেডের এ হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর এমএস (বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী) ও এফসিপিএস (বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী) কোর্সে ২০ জন করে মোট ৪০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে। এককভাবে বেড সংখ্যা বিবেচনায় এটি বিশ্বের বৃহত্তম বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী হাসপাতাল
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর আওতায় ৯০টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজীতে ১ম পর্যায়ে ১৪টি এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩১টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিন চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিন ২য় পর্যায়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজীতে স্থাপনের কার্যক্রম চলছে
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাংগাইল জেলার তিনটি উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (ঝঝক) শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে
- সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যুহার কাঙ্খিত হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০১০ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরষ্কার গ্রহণ করেছেন
- স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সাউথ সাউথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

ACRONYMS

ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Program
AEFI	Adverse Events Following Immunization
AFP	Acute Flaccid Paralysis
AHI	Assistant Health Inspector
AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome
ALS	Average Length of Stay
AMC	Alternative Medical Care
ANC	Antenatal Care
APIR	Annual Program Implementation Report
APR	Annual Program Review
ARC	American Red Crescent
ARI	Acute Respiratory Infection
ART	Antiretroviral treatment /Antiretroviral therapy
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCC	Behavior Change Communication
BCG	Bacillus Calmette Guerin
BCPS	Bangladesh College of Physicians and Surgeons
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
BDS	Bachelor of Dental Surgery
BDT	Bangladeshi Taka
BEOC	Basic Emergency Obstetric Care
BGC	Bangladesh Geographic Survey
BHE	Bureau of Health Education
BIDS	Bangladesh Institute for Development Studies
BINP	Bangladesh Integrated Nutrition Project
BMA	Bangladesh Medical Association
BMI	Body Mass Index
BMMS	Bangladesh Maternal Mortality Survey
BMRC	Bangladesh Medical Research Council
BNC	Bangladesh Nursing Council
BNHA	Bangladesh National Health Accounts
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
BSA	Bangladesh Society of Anesthesiologists
BSMMU	Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
BST	Bangladesh Standard Time
BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
CBHC	Community-based Healthcare
CABG	Coronary Artery Bypass Grafting
CBN	Cost of Basic Needs (method)
CC	Community Clinic
CDC	Communicable Disease Control
CDD	Control of Diarrheal Diseases
CFP	Conceptual Framework Paper
CGA	Comptroller General of Accounts
CHCP	Community Healthcare Provider
CIDA	Canadian International Development Agency
CIDD	Control of Iodine Deficiency Disorder
CMCH	Chittagong Medical College Hospital
CME	Centre for Medical Education
CMMU	Construction, Maintenance and Management Unit
CMNS	Child and Mother Nutrition Survey
CMSD	Central Medical Stores Depot
CNP	Community Nutrition Promoter
CNS	Child Nutrition Survey
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease
CPR	Contraceptive Prevalence Rate
CRF	Chronic Renal Failure
CS	Civil Surgeon
C-section	Cesarean Section
CSO	Community Support Organization
DAB	Diabetic Association of Bangladesh
DBRH	Demand-based Reproductive Health
DCA	Development Credit Agreement
DCM	Dilated Cardiomyopathy
DDA	Directorate of Drug Administration
DDC&H	Dhaka Dental College & Hospital
DF	Dengue Fever
DFID	Department for International Development
DG	Director General
DGFP	Directorate General of Family Planning
DGHED	Directorate General of Health Engineering Department
DGHEU	Directorate General of Health Economics Unit
DGHS	Directorate General of Health Services
DH	District Hospital
DHF	Dengue Hemorrhagic Fever
DMC	Dhaka Medical College
DMCH	Dhaka Medical College Hospital
DNS	Directorate of Nursing Services
DOTS	Directly-observed Treatment-Short Course
DP	Development Partner
DPA	Direct Project Aid
DPHE	Department of Public Health Engineering
DSF	Demand-side Financing
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
EDPT	Early Diagnosis and Prompt Treatment
EmOC	Emergency Obstetric Care
EPI	Expanded Program on Immunization
EPI CES	Expanded Program on Immunization-Coverage Evaluation Survey
EPR	Emergency Preparedness
ERD	Economic Relations Division
ESD	Essential Service Delivery
ESP	Essential Service Packages
ETT	Exercise Tolerance Test
EU	European Union

FCPS	Fellow of College of Physicians and Surgeons
FEP	Filariasis Elimination Program
FMAU	Financial Management and Audit Unit
FMRP	Financial Management Reforms Project
FP	Family Planning
FSNSP	Food Security Nutritional Surveillance Project
FSW	Female Sex Worker
FWA	Family Welfare Assistant
FY	Financial Year
GAVI	Global Alliance for Vaccine and Immunization
GDP	Gross Domestic Product
GFTAM	Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosisand Malaria
GHDCH	Government Homeopathic Degree CollegeHospital
GO	Government Organization
GOB	Government of Bangladesh
GMT	Greenwich Mean Time
GTC	Government Tibbia College
GUADCH	Government Unani and Ayurvedic DegreeCollege & Hospital
HA	Health Assistant
HDI	Human Development Index
HDS	Health and Demographic Survey
HEB	Health Education Bureau
HEU	Health Economics Unit
HFWC	Health and Family Welfare Center
HI	Health Inspector
HIES	Household Income and Expenditure Survey
HIU	Health Information Unit
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HIV/AIDS	Human Immunodeficiencyvirus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome
HKI	Helen Keller International
HLIC	High-level Inter-ministerial Committee
HSM	Hospital Services Management
HMPD	Health Manpower Development
HNP	Health, Nutrition and Population
HNPSP	Health, Nutrition and Population Sector Program
HPNSDP	Health, Population and Nutrition Sector Development Program
HR	Human Resource
IAPB	International Association for Prevention of Blindness
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,10th Revision
ICMH	Institute of Child and Mother Health
ICOVED	Integrated Control of Vector-borneDiseases
ICT	Information and CommunicationTechnology
IDA	Iron-deficiency Anemia
IDD	Iodine-deficiency Disorder
IDH	Infectious Diseases Hospital
IEC	Information, Education and Communication
IEDCR	Institute of Epidemiology, Disease Controland Research
IHSM	Improved Hospital Services Management
IHT	Institute of Health Technology
IMCI	Integrated Management of Childhood Illness
IMED	Implementation, Monitoring and EvaluationDivision
IMF	International Monetary Fund
IMHR	Institute of Mental Health and Research
IMR	Infant Mortality Rate
IOL	Intraocular Lens
IPGMR	Institute of Postgraduate Medicine and Research
IPH	Institute of Public Health
IPHN	Institute of Public Health Nutrition
IPM	Individual Performance Management
i-PRSP	Interim Poverty Reduction Strategy Paper
IRS	Indoor Residual Spraying
ISP	Internet Service Provider
IST	In-service Training
IT	Information Technology
ITHC	Integrated Thana Health Complex
ITMN	Insecticide-treated Mosquito Net
IUD/IUCD	Intra-uterine Device/Intra-uterine Contraceptive Device
IVM	Integrated Vector Management
IYCF	Infant and Young Child Feeding
JICA	Japan International Cooperation Agency
KMCH	Khulna Medical College Hospital
KPI	Key Performance Indicator
LAN	Local Area Network
LBW	Low Birthweight
LD	Line Director
LHB	Local Health Bulletin
LLIN	Long-lasting Insecticidal Net
LLP	Local-level Planning
LTSO	Long-term Strategy Options
M&E	Monitoring & Evaluation
M/F	Male/Female Ratio
MATS	Medical Assistant Training School
MBDC	Mycobacterial Disease Control
MC	Medical College
MCH	Maternal and Child Health
MCH	Medical College Hospital
MCPS	Member of College of Physicians and Surgeons
MCWC	Maternal and Child Welfare Center
MDA	Mass Drug Administration
MDG	Millennium Development Goal
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MIS	Management Information System
MMR	Maternal Mortality Ratio

MNH	Maternal and Neonatal Health
MNHC	Maternal and Neonatal Healthcare
MO	Medical Officer
MOHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MOLGRDC	Ministry of Local Government, RuralDevelopment and Cooperatives
MoU	Memorandum of Understanding
MP	Member of Parliament
MSA	Management Support Agency
MSD	Medical Subdepot
MSM	Men who have sex with men
MSW	Male Sex Worker
MTR	Mid-term Review
MWM	Medical Waste Management
NCD	Non-communicable Diseases
NEMEW	National Equipment Maintenance andEngineering Workshop
NGO	Non-governmental Organization
NICRH	National Institute of Cancer Research andHospital
NICVD	National Institute of Cardiovascular Diseases
NID	National Immunization Day
NIDCH	National Institute of Diseases of Chest and Hospital
NIKDU	National Institute of Kidney Diseases andUrology
NICRH	National Institute of Cancer Research & Hospital
NIMHR	National Institute of Mental Health and Research
NINH	National Institute of Neurology & Hospital
NIO	National Institute of Ophthalmology
NIPORT	National Institute of Population Researchand Training
NIPSOM	National Institute of Preventive and **Social Medicine**
NITOR	National Institute of Traumatology, Orthopedics and Rehabilitation
NASP	National AIDS and STD Programnm Nautical mile
NMSS	National Micronutrients Status Survey
NNS	National Nutrition Services
NNP	National Nutrition Program
NTP	National TB Program
OP	Operational Plan
OPD	Outpatient Department
ORS	Oral Rehydration Salt
ORT	Oral Rehydration Therapy
OT	Operation Theater
PH	Public Health
PKDL	Post Kala-azar Dermal Leishmaniasis
PLIV	People living with HIV
PMIS	Personnel Management Information System
PMMU	Program Management & Monitoring Unit
PRSP	Poverty Reduction Strategy Paper
PSM	Preventive and Social Medicine
PSTN	Public Switched Telephone Network
PWID	People who inject drugs
QI	Quality Improvement
QIS	Quality Improvement Secretariat
RDU	Research and Development Unit
RADP	Revised Annual Development Program
RPA	Reimbursable Project Aid
RCHCIB	Revitalization of Community HealthcareInitiative in Bangladesh
RHC	Rural Health Center
SBTP	Safe Blood Transfusion Program
SDG	Sustainable Development Goals
SEARO	South-East Asian Regional Office
STD	Sexually Transmitted Diseases
SVRS	Sample Vital Registration System
TAST	Technical Assistance Support Team
TAG	Technical Advisory Group
TEMO	Transport & Equipment Maintenance Unit
TB	Tuberculosis
TT	Tetanus Toxoid
TTU	Technical Training Unit
UESDS	Utilization of Essential Service Delivery Survey
UHC	Upazila Health Complex
UHFPO	Upazila Health and Family Planning Officer
UHFWC	Union Health and Family Welfare Center
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNFPA	United Nations Population Fund
UNAIDS	Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNGASS	United Nations General Assembly Special Session
USC	Union Subcenter
USD	United States Dollar
USI	Universal Salt Iodization
VAC	Vitamin A Capsule
VAD	Vitamin A Deficiency
WAZ	Weight-for-age z-score
WB	World Bank
WCBA	Women of Childbearing Age
WHO	World Health Organization
WiMAX	Worldwide Interoperability for MicrowaveAccess

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা ঃ

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম স্বাস্থ্যসেবা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। আর এই অন্যতম দায়িত্বের প্রধান অংশীদার হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সবার জন্য স্বাস্থ্য এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখেই তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলন, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন- এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ২০৩০ সালের মধ্যেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিগত ৭ বছরের দেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার হ্রাস, অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ আনয়ন, অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন এ ও ফলিক এসিড বিতরণ - এ সবই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র।

জনগনের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত করণে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা ও রাজস্ব ব্যয় ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকা) ব্যয় সম্বলিত "Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP)" বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচি জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্থ জাতি তৈরী করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নূতন অবকাঠামো স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা ও সরকারি সম্পদের সর্বোচ্চ ও সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাসপাতাল সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করা হচ্ছে ।

স্বাস্থ্য খাতে বিবিধ উন্নতি ও সফলতার পাশাপাশি রয়েছে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। নারীর অকাল প্রজনন, প্রসব ও প্রসবোত্তর জটিলতা, অঞ্চলভেদে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে সমস্যা, দেশের কতিপয় অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার, ধূমপান ও মাদকাসক্তি, অপরিকল্পিত খাদ্যাভাসজনিত রোগের প্রকোপ, বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি, অব্যাহত নদীভাঙ্গন ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাব, নগরমুখীনতার ফলে শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত বস্তিবাসীর মধ্যে নিরাপদ খাবার পানির অভাব, নিম্নমানের পয়:নিষ্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ/ব্যাধি ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। এসব প্রতিকূলতা সত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি সর্বোপরি প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্যসেবার চিত্র । দেশে ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে টেকসই, আধুনিক, স্থিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন ঃ

ভিশন (Vision) ঃ

জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।

মিশন (Mission) ঃ

সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গ্রাহক কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মান উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার, পুনঃবন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয়সাধন।

কর্মপরিধি ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর Allocation of Business among the Different Ministries & Divisions (Schedule-1) অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ

২. মেডিকেল, নার্সিং, ডেন্টাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, প্যারা-মেডিকেল এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনা

৩. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের

উৎপাদন এবং মাননির্ধারণ
৪. ঔষধ আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ
৫. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ
৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত
৭. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় / আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন / সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত, যেমন-টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান।
৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি
ক) জনস্বাস্থ্য
খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ
ঘ) মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ
ঙ) স্বাস্থ্য বীমা
চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ
ছ) ধূমপান প্রতিরোধ
জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ
ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি
৯. নিম্নোক্ত বিষয়াদি
ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন
খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত
গ) মানসিক ব্যাধি
১০. মাদক নিয়ন্ত্রণ
১১. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ
১২. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান
১৩. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
১৪. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি
১৫. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ
১৬. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা
১৭. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা
১৮. হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ
১৯. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন
২০. সহায়ক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পুনর্বাসন
২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারিদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র
ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারি
খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারি এবং
গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন
২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts
২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী থাকেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ০৮ (আট) টি সংস্থার কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে থাকেন। এছাড়া সচিব প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহ ঃ

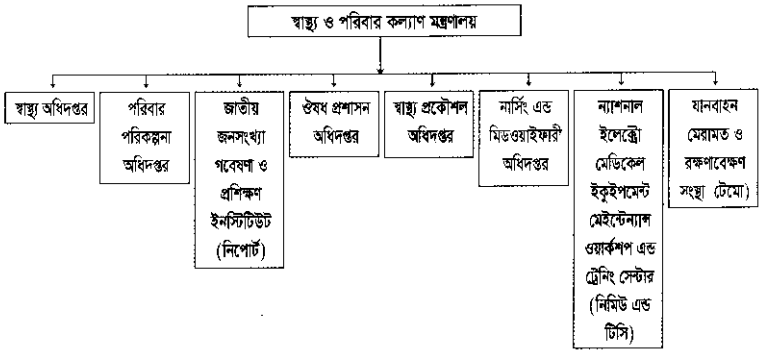

রেগুলেটরি বডি ঃ

নিচে রেগুলেটরি বোর্ডের চিত্র দেয়া হলো ঃ

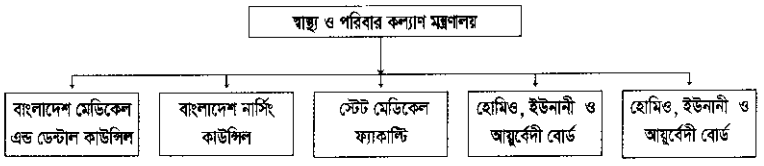

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

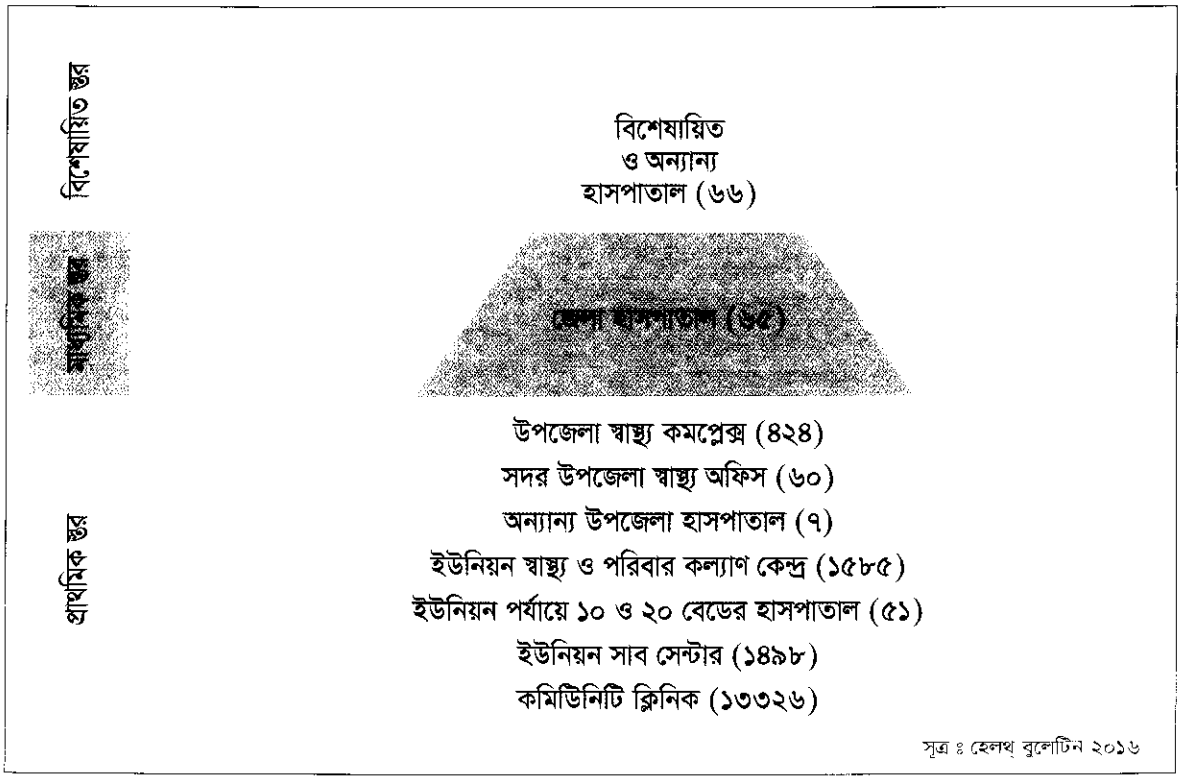

সূত্র ঃ হেলথ্ বুলেটিন ২০১৬

বাংলাদেশের তিন স্তর বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক স্তর বা তৃণমূল পর্যায়ে রয়েছে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC) এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ৪২৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। তুলনামূলক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে দ্বিতীয় স্তরে জেলা পর্যায়ে আছে ৬৫টি জেলা হাসপাতাল। এখানে সাধারণ চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি অল্প পরিসরে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তৃতীয় স্তর বা জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে বিশেষায়িত ও অন্যান্য হাসপাতাল, যার সংখ্যা ৬৬টি। বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য খাতে জনবল ঃ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনবলের পরিসংখ্যান

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৭৩	২৬১	১১২
(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১০০৭৫৭	৭৯৩৩৩	২১৪২৪
(গ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৫২২৪৮	৪৩৭১৬	৮৫৩২
(ঘ) জাতীয় জনসংখ্যা ও গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮১৫	৫৭৯	২৩৬
(ঙ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৩৭০	২৮৪	৮৬
(চ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)	৬১৯	৩৭৬	২৪৩
(ছ) নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর	৩২২০০	২৮৩৪৬	৩৮৫৪
(জ) ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৫	৬৭	২৮
(ঝ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৭৫	৫১	২৪
(ঞ) স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	২৯	২৫	০৪
মোট =	১,৮৭,৫৮১	১,৫৩,০৩৮	৩৪,৫৪৩

সূত্র ঃ কেবিনেট রিপোর্ট ডিসেম্বর ২০১৬

বর্তমানে Registered professionals সংখ্যাঃ

Dental Surgeons and Physicians

(BMDC 28 জুলাই, ২০১৬)

- রেজিস্ট্রেশনকৃত চিকিৎসক (এমবিবিএস) ৭৮৫৭২
- রেজিস্ট্রেশনকৃত ডেন্টাল সার্জন (বিডিএস) ৭০১৫

Nurses and paramedics

(BNC, ৩০ জুন, ২০১৬)

- রেজিস্ট্রেশনকৃত বিএসসি নার্সেস ঃ ৪৬০০
- রেজিস্ট্রেশনকৃত ডিপ্লোমা নার্সেস ঃ ৪১৯০৭
- রেজিস্ট্রেশনকৃত এ্যাসিটেন্ট নার্সেস ঃ ২৪২৫
- রেজিস্ট্রেশনকৃত ডিপ্লোমা এন্ড কার্ডিয়াক নার্সেস ঃ ২১০
- রেজিস্ট্রেশনকৃত ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার ভিজিটর ঃ ৬৩৬৪
- রেজিস্ট্রেশনকৃত জুনিয়র মিডওয়াইভজ্ ঃ ২১২৫
- রেজিস্ট্রেশনকৃত স্কীলড্ বাথ এটেনডেন্টস্ ঃ ৭৮৫৮

সূত্র ঃ হেলথ্ বুলেটিন ২০১৬

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৭ বছরের সাফল্য ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন সংক্রান্ত ঃ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠনের নিমিত্ত প্রণীত সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) অনুমোদন প্রদানের জন্য এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য/কাগজপত্রাদি ১৩/০৪/২০১৬ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে (৩৩২+২৪৪)=৫৭৬ (পাঁচশত ছিয়াত্তর) টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্রের শর্ত অনুযায়ী ৫৭৬ (পাঁচশত ছিয়াত্তর) টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ব্যয়নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ হতে বিভাগ দুটির জন্য রাজস্বখাতে (৩০৯+২২৬) = ৫৩৫ (পাঁচশত পঁয়ত্রিশ) টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করেছে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের শর্ত অনুযায়ী সৃজিতব্য পদসমূহের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক যাচাই/ভেটিংঅন্তে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাশের পর বিষয়টি প্রজ্ঞাপন জারীর অপেক্ষায় রয়েছে ।

১. প্রশাসন অনুবিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮ (আট) টি অনুবিভাগের মধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ অন্যতম। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা এবং পার অধিশাখার সার্বিক কার্যক্রম তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। তাঁর অধীনে ০৭(সাত) টি অধিশাখা ও ০৪ (চার) টি শাখা রয়েছে। উল্লেখ্য, দাপ্তরিক প্রয়োজনে ৫ (পাঁচ) টি শাখাকে অধিশাখায় রুপান্তর করা হয়েছে। অধিশাখায় যুগ্মসচিব এবং শাখায় উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সেল, হিসাব শাখা ও লাইব্রেরি শাখা এ অনুবিভাগের আওতাধীন।

কর্মপরিধি ঃ

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;
- জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ ;
- মন্ত্রণালয়ের অফিস স্থান বরাদ্দ ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ও সচিবালয় প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা ;
- মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কার্যাবলি ;
- মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসমূহের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন;
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, উচ্চ শিক্ষাকোর্সে শিক্ষা ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ;
- ডিডিও নিয়োগসহ হিসাবরক্ষণ শাখা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- TEMO এবং NEMEW এর প্রশাসন ;
- এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)'র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সমন্বয়সাধন ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ;

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), বিধি-প্রবিধান (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;

১.১ প্রশাসন-১ অধিশাখা ঃ

মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং রুটিন কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, শৃংখলা প্রেষণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের জন্য সৃজনকৃত বিভিন শ্রেণির মোট ১৮ টি নতুন পদের মধ্যে সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার এবং ৩০/০৮/২০১৬ তারিখে সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার পদের স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। অন্যান্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদের মধ্যে দুই ক্যাটাগরির ১৯(উনিশ) টি পদে ০২/১২/২০১৩ তারিখে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের জন্য সৃজনকৃত বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১৮টি নতুন পদের মধ্যে ৩০/১১/২০১৪ তারিখে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর এর ১টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের ৩৬টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদের মধ্যে দুই ক্যাটাগরির ০৮(আট) টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদসমূহে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর / পরিদপ্তর / দপ্তরের মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা /কর্মচারীদের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট যাচাইপূর্বক তাঁদের চাকুরিতে পুনঃর্বহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী এ শাখা হতে সম্পাদিত হচ্ছে।
- ৩১/১০/২০১৩ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানের ২৯ জন ৯ম গ্রেডভুক্ত জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারকে ৭ম গ্রেডভুক্ত সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার পদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ০৬/০১/২০১৫ তারিখে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১ জন লেকচারার অব ফিজিওথেরাপীকে ৮ম গ্রেডভুক্ত সিনিয়র লেকচারার অব ফিজিথেরাপী পদে এবং ৯ম গ্রেডভুক্ত ১ জন সহকারী প্রোগ্রামারকে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত প্রোগ্রামার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়া কর্ম কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক ৩ জনকে সহকারী প্রোগ্রামার (৯ম গ্রেড) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। একজন কোল্ড চেইন ইঞ্জিনিয়ার (৯ম গ্রেড) সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৩ জন কর্মচারীকে ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ /হাসপাতাল/ প্রতিষ্টানের ১১ হতে ২০ গ্রেড পর্যন্ত ২৯৯৫টি পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৮০৬টি আউট সোর্সিং পদে জনবল নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- সচিবালয় ক্লিনিকে অটোমেশন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১৫ টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৪ টি পদ ২৩/০২/২০১৫ তারিখে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজন করা হয়েছে।
- লাইব্রেরিয়ান পদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এ মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের জন্য সৃজনকৃত বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১৮ টি নতুন পদের মধ্যে ২৩/০৬/২০১৪ তারিখে প্রোগ্রামার এবং ২১/০৮/২০১৩ তারিখে সহকারী প্রোগ্রামার পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- এ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে ২৩/০২/২০১৫

তারিখে ১৪ টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজন করা হয়েছে।

- ❖ এ মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ৫ (পাঁচ)জন অফিস সহায়ককে ১২/০৪/২০১৫ তারিখে ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ এ মন্ত্রণালয়ের ৩য় শ্রেণির ৫ (পাঁচ)জন সার্ট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে ১৭/০১/২০১৬ তারিখে ২য় শ্রেণির ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিমিউ এন্ড টিসিতে নবম গ্রেডভুক্ত দুজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে ২৮/১২/২০১৬ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

১.২ প্রশাসন-২ অধিশাখা ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসস্থান বরাদ্দসহ কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যক্রম, কর্মপরিবেশ সংরক্ষণ, স্টেশনারি দ্রব্য ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ, প্রটোকল ও যানবহন ব্যবস্থাপনা, সভা/অনুষ্ঠান আপ্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট (R&I) তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রশাসন-২ অধিশাখার কর্মবন্টনকৃত বিষয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিও এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

১.৩ প্রশাসন-৩ অধিশাখাঃ

প্রশাসন-৩ অধিশাখার কার্যক্রমের অগ্রগতি/সাফল্যের তথ্য নিম্নরূপঃ

এ অধিশাখাটি মন্ত্রণালয়ের কাউন্সিল অধিশাখা। এ অধিশাখা হতে জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

১.৪ প্রশাসন-৪ অধিশাখাঃ

এ অধিশাখাটি সমন্বয় ও মনিটরিং অধিশাখা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মাসিক ও বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার আয়োজন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, আন্তঃদপ্তর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান, মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম, হ্যালো ডাক্তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ডাক্তারদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শন টিম সংক্রান্ত কার্যাবলি নিয়মিতভাবে সম্পাদন করে থাকে।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যসম্পাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং বিষয় নিষ্পত্তিকরণে বিলম্ব প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাখা/অধিশাখার নথি ব্যবস্থাপনা Note to Successor পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম ১১.০৩.২০১৫ তারিখে পূর্নগঠন করা হয়।

৩. স্বাস্থ্য সেবাখাতে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে পাঠচক্র ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে গঠন করা হয়।

৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের দীর্ঘমেয়াদি অর্জিত ছুটি সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ সংশোধন পরিপত্র ২৬.০৪.২০১৫ তারিখে জারি করা হয়।

৫. হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে দালাল প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিপত্র ০৪.০৬.২০১৫ তারিখে জারি করা হয়।

৬. সরকারি হাসপাতালসহ সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য ২১.০৭.২০১৫ তারিখে পরিপত্র জারি করা হয়।

৭. দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত পরিবীক্ষণের কার্যক্রমে 'হ্যালো ডাক্তার' কর্মসূচি গ্রহণে অফিস আদেশ ০৬.০৭.২০১৫ তারিখে জারি করা হয়।

৮. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান/মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে সার্বিক মনিটরিং এর জন্য ১৩.০৮.২০১৫ তারিখে মনিটরিং সেল গঠন সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।

৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনায় 'নীতি কথা স্বাস্থ্য কথা' বিষয়ক ছন্দবদ্ধ বানী/বার্তার সংকলন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা-২০১৫ (১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক ১১.০২.২০১৬ তারিখে জারি করা হয়।

১.৫ পার-১ অধিশাখা ঃ

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদিত পদ কাঠামো, কর্মরত শিক্ষকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যাদি পার-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যাক্ষ ইত্যাদি পদের নিয়োগ, বদলি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয় পার-১ অধিশাখা হতে।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের জন্য ২০১১ সালে Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎকদের পদোন্নতি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোপূর্বে পিএসসি কর্তৃক পদোন্নতি প্রদান করা হতো।

উল্লেখ্য, অক্টোবর/২০১১ হতে নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ/ইনস্টিটিউট চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে ২৭৫৬ জন, সহযোগী অধ্যাপক পদে ১১৫৫ এবং অধ্যাপক পদে ৩৭১ জন কর্মকর্তাকে পার-১ অধিশাখা হতে পদোন্নতি দেয়া হয়। যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

গ্রাফ চিত্র ১: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির চিত্র

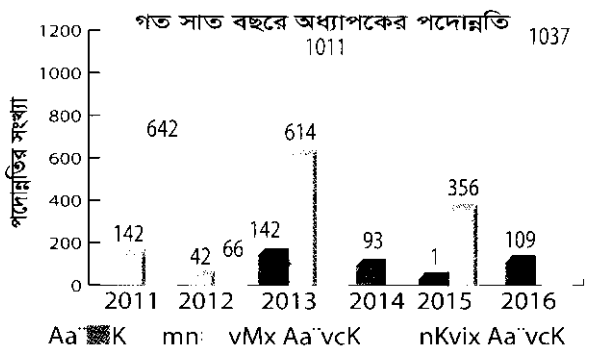

১.৬ পার-২ অধিশাখা ঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক, অতিরিক্ত মহা-পরিচালক, পরিচালকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি পার-২ অধিশাখার আওতাভূক্ত। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয় এবং বিভাগীয় পদোন্নতি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদিত হয় এই অধিশাখা হতে। সারাদেশে সিভিল সার্জনদের পদায়ন, নিয়মিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাও এর আওতাভুক্ত।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

গত ২০১১ হতে নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অধিদপ্তর/মেডিকেল কলেজ/ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৯০ জন অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/ অধ্যাপক পদের কর্মকর্তাদের ২য় গ্রেডে, ৩৬ জন পরিচালক/সমমান পদে, ৩৬২ জনকে উপ পরিচালক পদে এবং ৮১১ জনকে সহকারী পরিচালক পদে পার-২ অধিশাখা হতে পদোন্নতি দেয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল, সিনিয়র গ্রেড, সহকারী সার্জন নিয়োগ ও স্থায়ীকরণ করা হয়। যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

বিভিন্ন পদে পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল, সিনিয়র স্কেল প্রদান ও নিয়োগের চিত্র

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/ অধ্যাপক পদের কর্মকর্তাদের ২য় গ্রেড প্রদান ।						৯০		
২	পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি					২৬	১		৯
৩	উপ পরিচালক পদে পদোন্নতি	২৯	৬৫		৩২	৬৭	৭৭	৬৩	২৯
৪	সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি	৫১	৭৭	১০৪	১৫০	১০৮	৭৫	১৫৮	৬৮
৫	টাইমস্কেল (৪র্থ গ্রেড)					৭৭৬	৭৪৩	১১৫৯	২২৫
৬	মামলার প্রেক্ষিতে ৪র্থ গ্রেডে টাইমস্কেল প্রদান					৬৯৯			৪১১
৭	সিলেকশন গ্রেড (৫ম গ্রেড)	৬৯৩			৫০৮	৯৫৩	৭২৮	৮৬৮	৫৪১
৮	সিনিয়র স্কেল (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে পদোন্নতি	১৭৫		৯৩২		৫২৯	৩০৭	২৯৩	
৯	সিলেকশন গ্রেড (৭ম গ্রেড)		২৮০		১৭৪৭	১০৯৭	৫৫৩	৯১১	৩৯৯
১০	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকরি স্থায়ীকরণ	৪১২	৭২৩	১৩৮২	১৩০৯	৭৯৪	৪০০	১৫১৯	৯৭৯
১১	এডহক কর্মকর্তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ							৫৩৪	১০৩৭
১২	এডহক কর্মকর্তাদের স্থায়ী (কনফার্ম)করণ								১৪০১
১৩	বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন/ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ	১৫১৮ (২৭তম)	৮০৩ (২৮তম)	২১২ (২৯তম)	৫৬৮ (৩০তম) + ৩৬০ (৩১তম) = ৯২৮	৩০৮ (৩২তম)	৬২৩৩ (৩৩তম)		২২০ (৩৪তম)
১৪	এডহক ভিত্তিক সহকারী সার্জন নিয়োগ	৩০০১		৫৮২					

১.৭ পার-৩ অধিশাখা ঃ

স্বাস্থ্য সার্ভিসের সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, পদায়ন/বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এই অধিশাখার কাজ। সহকারী সার্জন, সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের

পদায়ন, চাকুরীর ধারাবাহিকতা ও বেতন সংরক্ষণ, চাকুরির অনিয়মিত সময়কাল নিয়মিতকরণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-৩ অধিশাখায় ২০০৯ হতে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিনিয়র কনসালট্যান্ট পদে মোট ৮২৮ জন কর্মকর্তা এবং জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে মোট ২৬২২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

বিভিন্ন বিষয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতির পরিসংখ্যান

পদের নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	মোট
সিনিয়র কনসালট্যান্ট	১৫	-	১১৩	৮৬	১৪৫	১৪২	-	৩২৭	৮২৮
জুনিয়র কনসালট্যান্ট	-	-	১৩	৬৩১	১৩৮১	-	৫৯৭	-	২৬২২
সর্বমোট	১৫	-	১২৬	৭১৭	১৫২৬	১৪২	৫৯৭	৩২৭	৩৪৫০

১.৮ পার-৪ অধিশাখা ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে পার-৪ অধিশাখা। এ অধিশাখায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট, জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন ও পদ সংরক্ষণ এবং পদ স্থায়ীকরণের কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

গত ৭ বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সৃজিত পদের বিবরণ ঃ

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গত ৭ বছরে সৃজিত পদের পরিসংখ্যান

ক্রমং	সন	১ম শ্রেণী ক্যাডার	১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার	১ম শ্রেণী মেডি: ব্যতীত	১ম শ্রেণী নার্সিং	২য় শ্রেণী নার্সিং	২য় শ্রেণী নন-নার্সিং	৩য় শ্রেণী মেডি:	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	আউট সোর্সিং	মোট সৃজিত পদ
১	২০০৯	১৮৭০	১৫৫	২	১৩	১০৩৪	১৭	৬৭৫	৮৭২	৩৩১	১১২৮	৩০৯১
২	২০১০	২৩১	৩	১	৮	২৩৩	১৩	৫৪	১০৪	২৭	১১৭	১১২৮
৩	২০১১	৪০৩	-	৫	১	১১২	৩	৩৩	৫২	১৩	১২৩	৭৯১
৪	২০১২	৪৯৩	-	৩	২	৪২৩	১২	৬৩	১০৭	৭২	৪০৫	১১৬৯
৫	২০১৩	৭৮৪	৭২	৩০	২	৫২২৩	১৯	১১৩	৩০৭	১০৮	৭৮৩	৭৪৯৪
৬	২০১৪	৪০৪	১৪	৭	২	৪৮৯	১২	১২১	১১১	৫৩	৩৭২	১৩০৯
৭	২০১৫	৪২৩	৩৩	১	৩	২৫৭	১৩	১০৮	১০৮	৫৮	৪২৯	১৪৭২
৮	২০১৬*	২৭	২১	-	১	৭০১২	৩৯	৩৩	২৪	৩	-	৭২২৯
	মোট	৩১১৬	৩১৫	৫২	৩৩	১৪৮২৪	১২৯	৯১৯	১৭৭৯	৮৮৭	৩০৪০	২৭৫০১

* (৩০.০৬.২০১৬ পর্যন্ত)

১.৯ পার-৫ শাখা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-৫ শাখা হতে মূলত চিকিৎসকদের ছুটি বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি এই শাখার কার্যক্রমের তালিকায় যুক্ত হয়েছে চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম। এ শাখা হতে বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ প্রায়শঃই আয়োজিত হয়। এতে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকবৃন্দ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। চিকিৎসকদের প্রার্থিত ছুটি বিষয়ক সেবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

গত ৭ বছরে পার-৫ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

বিভিন্ন পদে চিকিৎসকদের বহিঃ বাংলাদেশ ও ঐচ্ছিক ছুটির চিত্র

ক্রঃ নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১০-১১	২০০৯-১০
১	বহিঃ বাংলাদেশ সেমিনার ও বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটির প্রদান	৫০৯৯	৪১৩৮	২৩৫১	৮৫৮	৭৮০	৭৪৫	৭০৮
২	অর্জিত ছুটি প্রদান	২৭২	১৪৮	১৭৫	৫০	৭৫	১৩৩	৯৮
৩	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি প্রদান	১২১	৫২৯	১১৫	৯০	১৩৫	২০৩	১৫০
৪	বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটির প্রদান	১৫	১৯	৮	৫	১২	৯	৭
৫	লিয়েন মঞ্জুর/বর্ধিতকরণ	৮০	১৩০	৪০	৩০	২২	২৫	২৮
৬	ওএসডি	১৫	১৫	৭			২৭	২০

১.১০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (HRM) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র ইউনিট। সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ থেকে চতুর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীনে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি এনালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (HEU) কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও সম্প্রসারিত করে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট (HRDU) সমন্বয়ে পলিসি এন্ড রিসার্চ ইউনিট সৃষ্টি হয় এবং ২০০৩-২০১১ সালের HNPSP-এর আওতায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট-কে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM)-এর অপারেশনাল প্লানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করে আসছে।

মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্ম কৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে। বর্তমানে এই ইউনিট ২০১১-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSDP'র অধীনে গৃহীত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে গত ৭ বছরের কর্মকান্ডের চিত্র

No	Title	Years
1.	Report on Human Resources for Health in SAARC Countries-2009	2009
2.	Qualitative Assessment of Nursing Institutes in Bangladesh -2009	2009
3.	Health Workforce in the Community Clinics of Bangladesh	2010
4.	নিয়োগবিধির সংকলন	2010
5.	Gradation list	2010
6.	Source Book	2011
7.	Data Sheet	2009, 2010, 2011, 2012, 2014
8.	HRH Country Profile	2013
9.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঠিক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য Health Workforce Strategy 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে	২০১৫
10.	স্বাস্থ্য খাতের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি Central Human Resource Information (HRIS) প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে	২০১৪
11.	মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫৬৭ জন এবং ২২০ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	২০১১-২০১৬

১.১১ লাইব্রেরি শাখা ঃ

লাইব্রেরি শাখায় অফিস কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বই, HPNSDP, Bangladesh Code, Dictionary, ADP, PPR, MDG, PRSP, চাকুরির বিধি-বিধান, আইন-কানুন, রুলস-রেগুলেশন্স, প্রশাসনিক, অফিস ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ গেজেটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী এবং তিনটি বিদেশী ম্যাগাজিন ও সাতটি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সব সময়ই লাইব্রেরিতে এসে থাকেন। দাপ্তরিক প্রয়োজনে লাইব্রেরির এসকল তথ্য সম্পদ ব্যবহার করা হয়।

১.১২ কম্পিউটার সেল ঃ

কম্পিউটার সেল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে থাকে। সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওর্য়াক সম্প্রসারণে উন্নততর ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম; পিএমআইএস ডাটাবেজের রিপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম; ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ ও তদারকি এবং সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণ; মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ; মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, ডাটাবেজ তৈরি ও রিপোর্ট প্রদান, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, সফটওয়্যার ইনস্টলেশন এবং কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ; কম্পিউটার ও প্রিন্টার ইনস্টলেশন, রিবন ও কার্টিজের সংযোগ, প্রিন্টার কেবল এবং কম্পিউটার ও প্রিন্টার সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার সেলের কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। কম্পিউটার সেলে বর্তমানে একজন সিস্টেম এনালিস্টের তত্ত্বাবধানে একজন প্রোগ্রামার, একজন মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, একজন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, দুইজন সহকারি প্রোগ্রামার ও একজন ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল সুপারভাইজার কর্মরত আছেন।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল ও উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছে ঃ

- ইতোমধ্যে CAT-৫ বেজড নেটওয়ার্ক ব্যাকবোনটি ফাইবার অপটিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করার ফলে দেশে-বিদেশে ই-মেইল আদান-প্রদান ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সরকারের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে উন্নততর ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম; ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ ও তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ করা হচ্ছে (www.mohfw.gov.bd)।
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, ডাটাবেজ তৈরি ও রিপোর্ট প্রদান, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, সফটওয়্যার ইনস্টলেশন এবং কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম সাফল্যের সাথে চলমান রাখায় মন্ত্রণালয়ের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্যান্য সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেইজের লিংক এর মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও এইচপিএনএসডিপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি, প্রেষণ নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে এবং ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেট করা হয়।

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল ঃ**

  সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টালটি একটি ওয়েব বেইজড পোর্টাল। এটি মন্ত্রণালয়, প্রকিউরিং এনটিটিস, লাইন ডাইরেক্টরস, ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন, হাসপাতালসমূহ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ ব্যবহার করতে পারবেন। পোর্টালটির মাধ্যমে এনটিটিস, লাইন ডাইরেক্টরগণ অনলাইনে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অনলাইনে অনুমোদন ও অন্যান্য বার্তা প্রেরণ করতে পারবেন। পোর্টালটির মধ্যে প্রোডাক্ট ক্যাটালগ রয়েছে। পোর্টালের মাধ্যমে গুডস এন্ড সার্ভিস প্ল্যান তৈরী, প্যাকেজ তৈরী এবং প্রকিউরমেন্টের প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। পোর্টালটির সাথে ড্রাগ নিবন্ধন ডাটাবেজের সংযোগ রয়েছে।

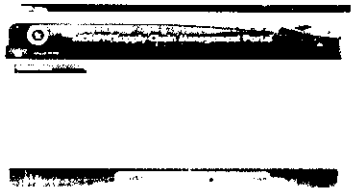

- **ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা (অনলাইন লিভ) ঃ** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চিকিৎসকদের ছুটি ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে "Online Leave Management" নামে একটি সফটওয়্যারের পাইলটিং কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

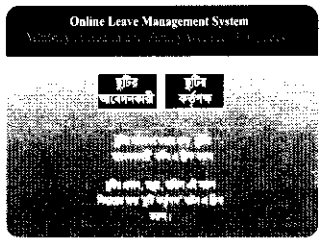

- **তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ ব্যবস্থাপনা ঃ** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেষণ ব্যবস্থাপনার জন্য 'Online Deputation Management' সফটওয়্যারটির পাইলটিং কার্যক্রম শেষ করেছে।

- **শৃংখলা শাখার বিভাগীয় মামলার ডাটাবেজ ঃ** বিভাগীয় মামলার তথ্যসমূহকে সংরক্ষণ এবং সহজলভ্য করার নিমিত্তে শৃংখলা শাখায় বিভাগীয় মামলার ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। এই ডাটাবেজে নতুন মামলা এন্ট্রি করা যায় এবং পূর্ববর্তী এন্ট্রিকৃত মামলাসমূহের যেকোন মুহূর্তের অবস্থা জানা যায়। এছাড়া ডাটাবেজটির মাধ্যমে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুত করা যায়।

- **আইন অধিশাখার মামলাসমূহের ডাটাবেজ ঃ** আইন অধিশাখায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মামলাসমূহের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ডাটাবেজের মাধ্যমে সহজেই মামলাসমূহের সার্বিক অবস্থান এবং গতিবিধি সহজেই নিরূপন করা সম্ভব হয়। এখানে নতুন মামলার তথ্য এন্ট্রি দেওয়া যায়। এন্ট্রিকৃত মামলাসমূহের অবস্থান জানা যাবে। মামলার রায়ের কপি আপলোড এবং ডাউনলোড করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট রয়েছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী দেখা ও প্রিন্ট করা যায়।

- **টেলি কনফারেন্স সিস্টেম ঃ** মন্ত্রণালয়ে টেলি কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

- **মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করা এই ফেসবুক পেজের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ ও ছবি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী পোষ্ট করা হয়। ফেসবুক পেজটির লিংকটি ঃ
  https://www.facebook.com/mohfwbd

- **Web Portal সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) প্রকল্প সরকারের "Digital Bangladesh" রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তরসমূহকে একই প্লাটফর্মে আনয়নের নিমিত্তে প্রায় ২৫,০০০ ওয়েবপোর্টাল নির্মাণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি নতুন ওয়েব পোর্টাল নির্মাণ করা হয়। এই নতুন ওয়েব পোর্টালের লিংক- mohfw.portal.gov.bd

- **সেন্ট্রাল এ্যান্টি ভাইরাস সিস্টেম ঃ** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আইটি সেটআপ (কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক সিস্টেম) কে ভাইরাসমুক্ত রাখার জন্য সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ সিস্টেমে কেন্দ্রীয়ভাবে ইউজার লেভেলে এন্টিভাইরাস ইনস্টল, আপডেট এবং কম্পিউটারে ভাইরাস স্ক্যান করা হয়। সেন্ট্রাল এন্টিভাইরাস এর

মাধ্যমে অনলাইন এবং অফলাইন ভাইরাসসমূহ প্রতিরোধ করা যায়। boots virus, warm virus, clone virus, crash virus, shortcut virus ইত্যাদি ভাইরাসসহ নিত্যনতুন ভাইরাসকে disinfect করতে সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস সিস্টেম কাজ করছে।

- ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমঃ একই সময়ে যুগপৎভাবে সভা করার জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ। স্কাইপি ও অন্যান্য ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়ারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সভার ভিডিও কনফারেন্স করা হয়। এছাড়াও ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-২ (ইনফো-সরকার) প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ে Video Conference সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান ঃ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ০৯ টি ওয়াই-ফাই সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- **কম্পিউটার প্রশিক্ষণ** ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ দিন ব্যাপী বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ১১/০৫/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ১৭/০৬/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ০৫ টি ব্যাচে মোট ৭৫ জনকে প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **PDS ডাটাবেজ** ঃ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরীর জন্য সফটওয়ার তৈরীর কাজ চলছে। এই ডাটাবেজে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। নতুন কর্মকর্তা যোগদান করলে তার তথ্য এন্ট্রি করা হবে এবং কোন কর্মকর্তার ডেস্ক পরিবর্তনসহ ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদকরণের প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করা হবে।

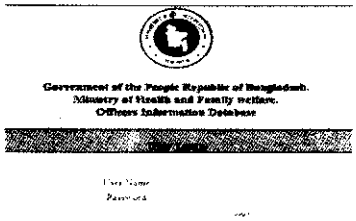

- **বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ** ঃ বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়েছে। এর ফলে বৈদিশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

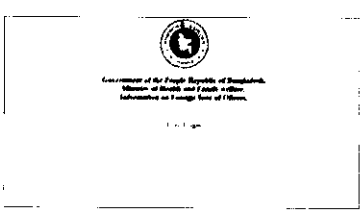

২. উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে ০৪ টি অধিশাখা এবং ০২ টি শাখা। এ অনুবিভাগে ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা, নির্মাণ অধিশাখা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা এবং চিকিৎসা শিক্ষা ১ ও ২ শাখা রয়েছে।

কর্মপরিধি ঃ

- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- "The Public Procurement Rules 2008" এর আওতায় স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সম্পর্কিত উন্নয়ন খাতের সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- "The Public Procurement Rules 2008" এর আওতায় বিভিন্ন দরপত্র মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক/আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
- এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য স্থাপনা সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- সারাদেশে এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
- দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থপুষ্ট পূর্ত প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে চাহিদা অনুসারে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বেসরকারি খাতে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদন;

- বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসনসংখ্যা নির্ধারণ;
- বেসরকারি চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/ চাকুরি গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান;
- বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত তালিকাভুক্তির কার্যক্রম সমন্বয়;
- বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা গঠন ও কার্যাবলি তদারকি;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সৃজনসহ যাবতীয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিসহ অন্যান্য বিকল্প ও দেশজ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নবায়ন, আসনসংখ্যা নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ভেষজ চিকিৎসাসহ বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, বাংলাদেশ ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- মন্ত্রণালয়ের কার্য সম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান।

২.১ চিশিজ-১ শাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- ☆ বাংলাদেশের সকল সরকারি/ বেসরকরি মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/ বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়।
- ☆ Web Portal ব্যবহার করে টেলিটকের মাধ্যমে ২০১১-২০১২ সেশন থেকে মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস/ বিডিএস কোর্সে ভর্তির আবেদন ও ফল প্রকাশ করা হয়।
- ☆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়।
- ☆ দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সংশোধিত প্রেষণ নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।
- ☆ ১০ জানুয়ারি, ২০১৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ০৬ (ছয়)টি সরকারি মেডিকেল কলেজ (জামালপুর, পটুয়াখালী, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও রাংগামাটি এবং ০৫ (পাঁচ) টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (রংপুর, বগুড়া, যশোর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়।
- ☆ ০৫/০৫/২০১৬ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ পাশ হয়।
- ☆ ০৫/০৫/২০১৬ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ পাশ হয়।
- ☆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক ভিসি, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ, সিন্ডিকেট সদস্য নিয়োগ করা সহ সকল কাজ।
- ☆ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৪০০ জন চিকিৎসক-কে উচ্চ শিক্ষার্থে প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়।
- ☆ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লিনিক্যাল শিক্ষা এবং ইন্টার্নী চিকিৎসকদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে আগত রোগীদের সকল প্রকার চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ১৮/১০/২০১৫ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

২.২ চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত সরকারি মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাল
০১.	যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর	২০১০
০২.	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা	২০১১
০৩.	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	২০১১
০৪.	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া	২০১১
০৫.	শেখ শায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ	২০১১
০৬.	শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	২০১৩
০৭.	টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল	২০১৪
০৮.	জামালপুর মেডিকেল কলেজ, জামালপুর	২০১৪
০৯.	মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	২০১৪
১০.	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	২০১৪
১১.	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী	২০১৪
১২.	রাংগামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি	২০১৪
১৩.	মুন্সীগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, মুন্সীগঞ্জ	২০১৫
১৪.	হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ	২০১৫

বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত সরকারি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাল
০১.	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	২০১১
০২.	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা	২০১১
০৩.	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ময়মনসিংহ	২০১১
০৪	এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, সিলেট	২০১১
০৫	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, বরিশাল	২০১১
০৬	রংপুর মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, রংপুর	২০১১

বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত আর্মি মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাল
০১.	আর্মি মেডিকেল কলেজ, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর	২০১৪
০২.	আর্মি মেডিকেল কলেজ, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া	২০১৪
০৩.	আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম	২০১৪
০৪	আর্মি মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা	২০১৪
০৫	আর্মি মেডিকেল কলেজ, যশোর সেনানিবাস, যশোর	২০১৪

বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাল
০১.	ফরিদপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ, ঝিলটুলি, ফরিদপুর	২০১০
০২.	গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, বীর উত্তম কে এম শফিউল্লাহ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	২০১০
০৩.	এম এইচ শমরিতা মেডিকেল কলেজ, ১৩/এ, পান্থপথ, ঢাকা	২০১১
০৪.	পপুলার মেডিকেল কলেজ, রোড-২, হাউস-২৫, ধানমন্ডি, ঢাকা	২০১০
০৫.	মুন্নু মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	২০১১
০৬.	ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ২/১, রিংরোড, শ্যামলী, ঢাকা	২০১১
০৭.	ডাঃ সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, মগবাজার, ঢাকা	২০১১
০৮.	মার্কস মেডিকেল কলেজ, মিরপুর-১৪, ঢাকা	২০১১
০৯.	ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, বড়পাড়া, কুমিল্লা	২০১২
১০.	গাজী মেডিকেল কলেজ, সোনাডাঙ্গা, খুলনা	২০১২
১১.	বারিন্দ মেডিকেল কলেজ, শেরশাহ রোড, লকসামপুর, রাজশাহী	২০১২
১২.	সিটি মেডিকেল কলেজ, ইটাহাটা, ব্লক-বি, টাঙ্গাইল রোড, গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর	২০১২
১৩.	আদ-দ্বীন সখিনা মেডিকেল কলেজ, ১৫ রেল রোড, যশোর	২০১২
১৪.	অর্শিয়ান মেডিকেল কলেজ, খিলক্ষেত, ঢাকা	২০১৩
১৫.	আইচি মেডিকেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা	২০১৩
১৬.	আদ-দ্বীন বসুন্ধরা মেডিকেল কলেজ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	২০১৩
১৭.	সিআইএমসিএইচ মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম	২০১৪
১৮.	আদ-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজ, খুলনা	২০১৪
১৯.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মেডিকেল কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	২০১৪
২০.	মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম	২০১৪
২১.	পার্কভিউ মেডিকেল কলেজ, তালতলা, সিলেট	২০১৪
২২.	ইউ এস বাংলা মেডিকেল কলেজ, রূপগঞ্জ	২০১৪
২৩.	কেয়ার মেডিকেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	২০১৪

বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাল
০১.	সাফেনা উইমেন্স ডেন্টাল কলেজ, ডিআইটি রোড, মালিবাগ, ঢাকা	২০১০
০২.	মেন্ডি ডেন্টাল কলেজ, হাজারীবাগ, ঢাকা	২০১০
০৩.	আল-আমিন ডেন্টাল কলেজ, সিলেট	
০৪.	কুমুদিনি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, টাংগাইল	২০১১
০৫.	এম এইচ সমরিতা মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১৩/এ, পান্থপথ, ঢাকা	২০১০
০৬.	টিএমএসএস মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ঠেঙ্গামারা, বগুড়া	২০১১
০৭.	হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১ বড় মগবাজার, ঢাকা	২০১২
০৮.	ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা	২০১৩
০৯.	গ্রীণ লাইফ মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ধানমন্ডি, ঢাকা	২০১৩
১০.	ডেলটা মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, মিরপুর, ঢাকা	২০১৩
১১.	ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, রাজশাহী	
১২.	নর্থ ইষ্ট মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট	
১৩.	ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ঢাকা	২০১৪
১৪.	কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ময়মনসিংহ	২০১৪
১৫.	ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট, ইব্রাহীম স্বরণী সেগুন বাগিচা, ঢাকা	২০১৫

বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাল
০১.	রহনপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০১০
০২.	বরগুনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরগুনা	২০১০
০৩.	পটুয়াখালী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পটুয়াখালী	২০১০
০৪.	চুয়াডাঙ্গা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চুয়াডাঙ্গা	২০১১
০৫.	শরীয়তপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শরীয়তপুর	২০১১
০৬.	কুড়িগ্রাম হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম	২০১১
০৭	ঠাকুরগাও হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঠাকুরগাও	২০১২
০৮	এইচ এম পার্বত্য হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, খাগড়াছড়ি	২০১২
০৯	শেখ কামাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মাদারীপুর	২০১৩
১০	লক্ষীপুর রোকেয়া-এন-ইসলাম হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, লক্ষীপুর	২০১২
১১	মানিকগঞ্জ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ	২০১৩
১২	টুংগীপাড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গিমাডাঙ্গা, টুংগীপাড়া	২০১৩
১৩	স্বরুপকাঠী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নেছারাবাদ, পিরোজপুর	২০১৩
১৪	উত্তরা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, আশুলিয়া, উত্তরা, ঢাকা	২০১৪
১৫	মোতাহার হোসেন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ	২০১৫
১৬	নওগাঁ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নওগাঁ	২০১৫

বিগত ০৭(সাত) বছরে নিম্নবর্ণিত বেসরকারি ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাল
০১	মহর্ষি ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, সাভার, ঢাকা	২০১৪
০২	টিএমএসএসে ফিরোজা বেগম ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, বগুড়া	২০১৪
০৩	ক্বারী আব্দুস সালাম ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, বাগেরহাট	২০১৪
০৪	ডাঃ আব্দুল গনি ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রংপুর	২০১২

- এছাড়া দেশের মেডিকেল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য উল্লিখিত সময়ে ১৭৩টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল এবং ৬৯টি ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক "বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৫ আইনটি নীতিগত অনুমোদনের পর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- দেশের দন্ত চিকিৎসাকে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- চিকিৎসা শিক্ষাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা, ২০১১ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য চিকিৎসকদের সহায়ক হিসেবে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট তৈরীর লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দক্ষ টেকনোলজিষ্ট তৈরীর লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

নবনির্মিত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ

নবনির্মিত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ছাত্রীদের ডরমেটরী (মহিলা)

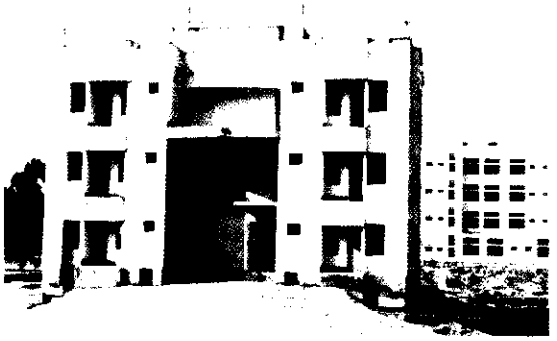

২.৩ ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- ০৯টি মডিউল বিশিষ্ট Webbased Supply Chain Managament Portal (SCMP) তৈরী করা হয়েছে। SCMP এর মাধ্যমে ৩২টি অপারেশনাল প্লানের প্রকিউরমেন্ট প্লান অনলাইনে মন্ত্রণালয়ে দাখিল এবং মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে, বিভিন্ন প্যাকেজের হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সামগ্রীর হালনাগাদ Stock Position অবহিত হওয়া যায়।
- ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৫০, ২৫০ এবং ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য Standard List of Equipment তৈরি করা হয়েছে।

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অগ্রগতি/সাফল্যের তথ্য

ক্রম নং	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়ের খাত
০১.	২০০৯-২০১০	৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা	বরাদ্দকৃত টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১০০ শয্যার ঊর্ধ্বে হাসপাতালগুলিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
		১২০.০০ (একশত বিশ) কোটি টাকা	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
০২.	২০১০-২০১১	৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা	বরাদ্দকৃত টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১০০ শয্যার ঊর্ধ্বে হাসপাতালগুলিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
		১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
০৩.	২০১১-২০১২	৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা	বরাদ্দকৃত টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১০০ শয্যার ঊর্ধ্বে হাসপাতালগুলিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
		১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
০৪.	২০১২-২০১৩	৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা	বরাদ্দকৃত টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১০০ শয্যার ঊর্ধ্বে হাসপাতালগুলিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
		১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
০৫.	২০১৩-২০১৪	৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা	বরাদ্দকৃত টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১০০ শয্যার ঊর্ধ্বে হাসপাতালগুলিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
		১২০.০০ (একশত বিশ) কোটি টাকা	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
০৬.	২০১৪-২০১৫	৭৫.০০ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা	গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১০০ শয্যার ঊর্ধ্বে হাসপাতালগুলিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
		১২০.০০ (একশত বিশ) কোটি টাকা	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
০৭.	২০১৫-২০১৬	৭৫.০০ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা	বরাদ্দকৃত টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১০০ শয্যার ঊর্ধ্বে হাসপাতালগুলিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়
		১২০.০০ (একশত বিশ) কোটি টাকা	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ প্রদান করা হয়

২.৪ নির্মাণ অধিশাখা ঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের বিগত ০৭ (সাত) বছরের উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের সার-সংক্ষেপ ঃ

প্রকল্প ঃ ডিপিপি এর মাধ্যমে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, গোপালগঞ্জ শীর্ষক কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	মাটি ভরাট কাজ	২০১৫ সালে সমাপ্ত
০২.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ কাজ	২০১৪ সালে সমাপ্ত
০৩.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের নবরূপায়ন কাজ	২০১৪ সালে সমাপ্ত
০৪.	HBB রাস্তা নির্মাণ কাজ	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ HPNSDP এর আওতায় সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ কাজ (১৭টি প্যাকেজ)

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (ফ্রন্ট ব্লক-এ) ও (ফ্রন্ট ব্লক-বি)	২০১৪ সালে সমাপ্ত
০২.	১৫০০ বর্গফুট সিনিয়র কনসালটেন্ট কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ (১০ ইউনিট)-১টি ভবন	২০১৩ সালে সমাপ্ত
০৩.	১০০০ বর্গফুট ডক্টরস কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ (২ ইউনিট)-১টি ভবন	২০১৩ সালে সমাপ্ত
০৪.	১২০০ বর্গফুট কনসালটেন্ট কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ (১০ ইউনিট)- ১টি ভবন	২০১৩ সালে সমাপ্ত
০৫.	৮০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ (১০ ইউনিট)- ১টি ভবন এবং ৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার (১০ ইউনিট)	২০১৩ সালে সমাপ্ত
০৬.	ডায়াগনোষ্টিক ব্লক, ক্যান্সার ওয়ার্ড, ডায়ালাইসিস ইউনিট ও আউটডোর নির্মাণ কাজ	২০১৪ সালে সমাপ্ত
০৭.	আবাসিক ভবনের জন্য ডিপ-টিউব ওয়েল	২০১৬ সালে সমাপ্ত
০৮.	হাসপাতালের জন্য ডিপ-টিউব ওয়েল	২০১৫ সালে সমাপ্ত
০৯.	ফুটপাত সহ এপ্রোচ রোড ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ কাজ	২০১৬ সালে সমাপ্ত
১০.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট (ফ্রন্ট ব্লক-এ) হাসপাতালের জন্য মার্বেল স্টোন ফ্লোরিং এর কাজ	২০১৫ সালে সমাপ্ত
১১.	গ্যারেজ, পার্কিং এরিয়া, ডিসপোজাল পিট, ডাস্টবিন, সাইকেল স্ট্যান্ড, মাস্টার ড্রেইন ইত্যাদি কাজ	২০১৬ সালে সমাপ্ত
১২.	৩১৫ কেভিএ আবাসিক ভবন এর সাব-স্টেশন স্থাপন	২০১৫ সালে সমাপ্ত
১৩.	হাসপাতালের সাব-স্টেশন স্থাপন	২০১৫ সালে সমাপ্ত
১৪.	২টি বেড লিফট ও ২টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	২০১৬ সালে সমাপ্ত
১৫.	আবাসিক ভবনে সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	২০১৬ সালে সমাপ্ত
১৬.	রেয়ার ব্লকে ২টি বেড লিফট ও ১টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	২০১৬ সালে সমাপ্ত
১৭.	রেয়ার ব্লকে ২টি ক্যাপসুল লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ কাজ (১ম পর্যায়) ঃ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	মহাখালী, ঢাকা	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ জেলা সদর হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	নড়াইল সদর হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১২ সালে সমাপ্ত
০২.	গাজীপুর সদর হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১২ সালে সমাপ্ত
০৩.	নেত্রকোণা সদর হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	সৈয়দপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নীলফামারী জেলা	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	সিলেট ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ	২০১১ সালে সমাপ্ত
০২.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ	২০১৫ সালে সমাপ্ত
০৩.	গাজীপুর ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অগ্রগতি
০১.	মোট ১৮৩টি কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	২০১০ -২০১৬ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	ধনবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টাংগাইল জেলা	২০১৪ সালে সমাপ্ত
০২.	জুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মৌলভীবাজার জেলা	২০১৬ সালে সমাপ্ত
০৩.	আশুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	২০১৬ সালে সমাপ্ত
০৪.	কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মৌলভীবাজার জেলা	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	২০১২ সালে সমাপ্ত
০২.	কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা	২০১৩ সালে সমাপ্ত
০৩.	মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	২০১৫ সালে সমাপ্ত
০৪.	খাদিমপাড়া, সিলেট	২০১৫ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	কলাপাড়া, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী	২০১০ সালে সমাপ্ত
০২.	দিরাই (জগদল), সুনামগঞ্জ	২০১৩ সালে সমাপ্ত
০৩.	মঙ্গলকান্দি, সোনাগাজী, ফেনী	২০১৩ সালে সমাপ্ত
০৪.	তারাবুনিয়া, ভেদেরগঞ্জ, শরিয়তপুর	২০১৪ সালে সমাপ্ত
০৫.	বাগমারা, লাকসাম, কুমিল্লা	২০১৫ সালে সমাপ্ত
০৬.	মালিগাঁও, দাউদকান্দি, কুমিল্লা	২০১৫ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	চট্টগ্রাম	২০১৫ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর নার্সিং কলেজ, গাজীপুর	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাট্স) নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর জেলা	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্পঃ এফডব্লিউভিটিআই নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর জেলা	২০১৬ সালে সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ ১০-শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	মোট ৪১টি কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত	২০১০-২০১৬ সাল পর্যন্ত

প্রকল্পঃ কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	১০৫৯৫ টি কেন্দ্রের মেরামত ও সংস্কার করে চালু করণ	২০১০-২০১১ অর্থ বছর পর্যন্ত সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	২৭৩৭ টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ	২০১০-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সমাপ্ত

প্রকল্প ঃ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
০১.	১৯৪ টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ	২০১০-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সমাপ্ত

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের বিগত ০৭ (সাত) বছরে উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের সার-সংক্ষেপ ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	ডিপিপি এর মাধ্যমে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, গোপালগঞ্জ শীর্ষক কাজ	০৪ টি	
২।	HPNSDP এর আওতায় সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ কাজ (১৭টি প্যাকেজ)	১৭ টি	
৩।	স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ কাজ (১ম পর্যায়)	০১ টি	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মন্তব্য
৪	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১০ সালে	৬৪ টি	
		২০১১ সালে	৪১ টি	
		২০১২ সালে	১৫ টি	
		২০১৩ সালে	০৬ টি	
		২০১৪ সালে	২১ টি	
		২০১৫ সালে	১৯ টি	
		২০১৬ সালে	১৬ টি	
	মোটঃ		১৮২ টি	
৫।	জেলা সদর হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ		০৩ টি	
৬।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ		০১ টি	
৭।	ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ		০৩ টি	
৮।	৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ		০৪ টি	
৯।	৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ		০৪ টি	
১০।	২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ		০৬ টি	
১১।	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ		০১ টি	
১২।	নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ		০১ টি	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	মন্তব্য
১৩।	মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) নির্মাণ	০১ টি	
১৪।	এফডব্লিউভিটিআই নির্মাণ	০১ টি	
১৫।	কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজ	১০৫৯৫ টি	
১৬।	নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ	২৭২৬ টি	
১৭।	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ	১৯৪ টি	

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে বর্তমান সরকারের বিগত ০৭ (সাত) বছরে নতুন পদ সৃষ্টি ও পদোন্নতির অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ ঃ

১। পদ সৃষ্টি/সৃজন ২৩৩ টি
২। পদোন্নতি ৮০ টি

পদ সৃষ্টি/সৃজনঃ

২০১০ সাল পর্যন্ত অনুমোদিত সৃজিত পদ = ৩৮৬টি
২২/০৩/২০১০ সালে অনুমোদিত সৃজিত পদ = ১০৫টি
০৭/০৪/২০১৬ সালে অনুমোদিত সৃজিত পদ = ১২৮টি
মোট অনুমোদিত পদ = ৬১৯ টি

পদোন্নতিঃ

২০১০ সালে = ০৩ টি
২০১১ সালে = ১৮ টি
২০১২, ২০১৩,২০১৪ সালে = নেই
২০১৫ সালে = ৫১ টি
২০১৬ সালে = ০৮ টি
মোট পদোন্নতি = ৮০ টি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩. জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) এর তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ১, ২, ৩ নামে তিনটি অধিশাখা রয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য অধিশাখার অধীনে বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা রয়েছে। এছাড়া এ অনুবিভাগে রয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা।

কার্যপরিধি ঃ

- ঔষধ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানির পরিচালনাসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ;
- সার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বায়োসেফটি, বায়োডাইভারসিটি, বায়োটেকনোলোজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবং জাতীয় পুষ্টি সার্ভিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলি এবং বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- ব্রেস্টফিডিং কর্মসূচি, ভিটামিন এ, আয়োডিন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভেজালমুক্ত খাদ্য ইত্যাদিসহ Nutrition Fortification সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- শিশু স্বাস্থ্য, ইমিউনাইজেশন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণঃ- ক) ইপিআই খ) ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস ও হেপাটাইটিস-বি গ) আইএমসিআই ঘ) বিসিসি ও আইইসি স্ট্র্যাটেজি ঙ) ইনজেকশন সেফটি চ) গ্যাভি এবং ছ) এআরআই
- মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ ঃ

  ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য খ) ম্যালেরিয়া গ) এনথ্রাক্স ঘ) ডেঙ্গু ঙ) সার্স চ) তামাক নিয়ন্ত্রণ ছ) আর্সেনিক জ) টিবি ঝ) ফাইলেরিয়াসিস ঞ) কৃমি নিধন ট) অন্যান্য Emerging & Re - emerging Diseases এবং ঠ) ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম;
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং WHO এর অর্থায়নে পরিচালিত Survey সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যসম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান।

৩.১ বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসডিপি'র আওতাধীন এবং দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার স্বল্প মেয়াদী/দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ/সেমিনার সিম্পোজিয়াম/ সভা/ফেলোশীপ/শিক্ষা সফরে প্রায় ৪১৫০ জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে (৩১ ডিসেম্বর ২০১৬)।
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটা- বেইজ তৈরী করা হয়েছে;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল আদেশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বাৎসরিক সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার ১০৯ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.২ বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

১. গত ৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার যোগজাকার্তা শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সদস্য দেশসমূহের আঞ্চলিক পরিষদের ৬৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় "কম্প্রিহেনসিভ এ্যান্ড কোঅর্ডিনেটেড এফোর্টস ফর দি ম্যানেজমেন্ট অফ অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (এএসডি) এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিজএবিলিটিজ" শীর্ষক একটি রেজোলিউশন গৃহীত হয়েছে। সফল স্বাস্থ্য কূটনীতির ফলস্বরূপ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে অটিজম রেজোলিউশনটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে। এই রেজোলিউশন অনুমোদনের ফলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয় বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক সদস্যসমূহকে অটিজম বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গত ০৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ সৌদি আরব এবং ১০-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় Joint Inter-Ministerial Policy on Standardization and 2nd WHO For UN on E-Health Standardization and Interoperability বিষয়ক ওয়ার্কশপ এবং Global Fund for AIDS, TB & Malaria (GFATM) কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সৌদি আরব ও সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

✱ সৌদি সরকার বাংলাদেশের নার্স ও ডাক্তারদের MD, MS, FCPS ও সমমানের ইত্যাদি ডিগ্রীকে আন্তর্জাতিক মান হিসেবে বিবেচনা করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। একইসাথে বাংলাদেশ হতে আরও অধিকহারে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সৌদি আরবে নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার নিশ্চয়তাও পাওয়া গিয়েছে।

✱ ২০০৮-২০১৫ সাল পর্যন্ত GFATM এর AIDS, TB & Malaria নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় যথাক্রমে ১০৭,৮৪১,৩৮০ মার্কিন ডলার, ১৯২,৩১৮,৩৪১ মার্কিন ডলার এবং ৬৮,৮০১,৭৯৫ মার্কিন ডলারসহ মোট = ৩৬৮,৯৬১,৫১৫ মার্কিন ডলার আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে। AIDS, TB & Malaria নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে GFATM কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুদান পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৩. গত ১৮-২৬ মে ২০১৫ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৬৮-তম সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এম.পি, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মিস সায়মা ওয়াজেদ হোসেনসহ একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। অনুষ্ঠিত সম্মেলনের অর্জন নিম্নরূপ ঃ

✱ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনার** কন্যা **মিস সায়মা ওয়াজেদ হোসেন** এর ব্যক্তিগত শ্রম ও নিষ্ঠার ফলে Autism Spectrum Disorders-From Resolution to Global Action শীর্ষক side event অনুষ্ঠিত হয়। এ side event এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ কর্তৃক বিশ্ব দরবারে আনীত অটিজম বিষয়ে গৃহীত রেজোলিউশনটির উপর পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষজ্ঞ মতামত ও সার্বিক সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করা;

৪. গত ৮-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কমিটির সভা ও SEAR স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের ৩২ তম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১১ টি দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

✱ Dhaka Declaration on Vector Borne Disease গৃহীত হয় যার মাধ্যমে SEAR অঞ্চলে মশাবাহিত রোগ-বালাই এর প্রকোপ দূর করার বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

✱ Autism Spectrum Disorders-From Resolution to Global Action বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য সায়মা ওয়াজেদ-কে "Award for Excellence in Health" প্রদান করা হয়।

৫. বিগত ৭ বছরে WHO'র সাথে বাংলাদেশ সরকারের Collaborative Health Programs বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। WHO-র Technical & Financial Support এর মাধ্যমে আমরা CD & NCD উভয়ক্ষেত্রের ৫০ টি স্বাস্থ্যখাতে গুনগত পরিবর্তন এনেছি। ফলে, আমাদের দেশে মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ UN থেকে MDG-4 পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এবং MDG-5 অর্জনের পথে এগুচ্ছে। তাছাড়া Women Health, Adolescent Health সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৬. জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন" পাশ করে এবং এই আইনে কতিপয় সীমাবদ্ধতা থাকায় সরকার ২০১৩ সালে এই আইন সংশোধন করে। গত ১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫" প্রজ্ঞাপন হিসেবে জারি হয়।

- আইনের আলোকে ২০০৭ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য উইং এর অধীনে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এতে অর্থায়ন করে এবং ২০১১ সাল থেকে দি ইউনিয়ন (বর্তমানে ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস) অর্থায়ন করছে।

- তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ঃ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটের উভয় পার্শ্বের ৫০% জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ ১৯ জুন ২০১৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ৯টি সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রস্তুত করা হয়েছে।

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর অধিকতর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত সারাদেশে ১৭৭১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৬২৫ এবং জরিমানার মোট অর্থের পরিমান ২৪,৪৫,৩৯২ টাকা।

- **ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড হেলথ প্রমোশন ইউনিট ঃ** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য' অনুবিভাগের অধীনে ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড হেলথ প্রমোশন ইউনিট গত ২০১০ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত ইউনিট স্থাপনের উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। উক্ত ইউনিটের মাধ্যমে ইতোমধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে একটি প্রকল্প ২০১০-২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে Adaptation research in the context of climate change impact on health sector in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। যার মেয়াদকাল ডিসেম্বর-২০১৫ হতে নভেম্বর-২০১৮। উক্ত প্রকল্পের ব্যয় ২ কোটি টাকা।

৩.৩ জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এডভায়জরি কমিটি গঠন করা হয়েছে এপ্রিল ২০১৬ সালে;
- জেলা ঔষধের অনিয়ম প্রতিরোধ সংক্রান্ত এ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়েছে এপ্রিল ২০১৬;
- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২০ (বিশ) টি ঔষধ কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল;
- "জাতীয় ঔষধ নীতি-২০১৬" প্রণয়ন করা হয়েছে;
- Good Clinical Practice চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন;
- Medical Device Guideline চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ নতুন ভবনের নামকরণ "ঔষধ ভবন";
- দি বেঙ্গল ড্রাগ রুলস' ১৯৪৬ এর ২০ (১) ও (২) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লাইসেন্স ফরম ৮ ও ৯ একত্রিকরণ ও মুদ্রণ

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঃ

- ২০১৫ সালে বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন গঠন করা হয়েছে;
- সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অনারারী শিক্ষক/চিকিৎসক এর নিয়োগ বাতিল এপ্রিল ২০১৬;
- "সরকারী তিব্বিয়া কলেজ, সিলেট" এর নতুন নামকরণ "সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট";
- বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর অধীন বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন এর কার্যক্রম চলছে। বিদ্যমান অধ্যাদেশকে যুগোপযোগী করে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি আইন, ২০১৬ খসড়া চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে;
- বিগত ০৭ বছরে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশসহ ০৫টি ইউনানী ০২টি আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;
- বিদ্যমান বেসরকারী দু'টি ইউনানী ডিপ্লোমা কলেজকে স্নাতকমানে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে ০৪টি ইউনানী ডিপ্লোমা কলেজ প্রতিষ্ঠার আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ভারতের AYUSH মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশের DGHS এর মধ্যে মেডিসিন প্লান্ট বিষয়ে MOU চূড়ান্তকরণ ;

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঃ

- সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অনারারী শিক্ষক/চিকিৎসক এর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে;
- সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগবিধি-২০১৬ গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে;
- হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আইন ২০১৭ খসড়া ও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে;
- বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন সম্পন্ন হয়েছে;
- ভৌগলিক দিক বিবেচনা করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার ও জনগণের দ্বারপ্রান্তে স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন ৯ (নয়) টি বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রদান। বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহে শূন্য পদে যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা;
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের DGHS এর মধ্যে Cooperation of Traditional System of Medicine & Homeopathy বিষয়ে MOU স্বাক্ষর;
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড ও বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে সহায়তার জন্য কম্পিউটার বিতরণ ও ডিজিটাল পদ্ধতি চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় দাতব্য হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল সেন্টার স্থাপন ও পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের আধুনিকায়ন, নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিএইচএমএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার;
- সরকারী জেলা সদর হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার পদে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিয়োগ এবং সহকারী মেডিকেল অফিসার পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে জনবলসহ রাজস্বখাতে অন্তর্ভূক্তি, শেখ রাসেল ছাত্রাবাস, ডা. হ্যানিম্যান রির্সাচ সেন্টার ইউনিট ও প্রডাকশন ইউনিট ভবন নির্মাণ ও শুভ উদ্বোধনের বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন;

তাছাড়াও, আরো ২০টি বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, রাজস্বখাতে সৃষ্ট ৫১টি এবং প্রকল্পের অধীনে ৯১টি মেডিকেল অফিসার ও সহকারী মেডিকেল অফিসার পদে হোমিওপ্যাথিক বিএইচএমএস ও ডিএইচএমএস চিকিৎসকদের নিয়োগের ব্যবস্থা, বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শতভাগ মাসিক বেতন-ভাতা প্রদান এবং বোর্ডের অধীনে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল সেন্টার চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.৪ জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

জাতীয় পুষ্টিনীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন ঃ

সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে পুষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো যুগোপযোগী কার্যকরি ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৫ মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুষ্টিনীতি মাননীয় কৃষি, খাদ্য এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে একটি সভায় অবহিতকরণ করা হয়েছে।

জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল পুনর্গঠন ঃ

পুষ্টির স্তর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪০ (চল্লিশ) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুষ্টি কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নির্বাহী কমিটি ও স্থায়ী কারিগরী কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এর সচিবালয় এর সামর্থ বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ

পুষ্টিনীতি-২০১৫ বাস্তবায়নের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে সভাপতি করে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি, অতিরিক্ত সচিব (জ/বি)-কে কান্ট্রি ফোকাল পয়েন্ট করে ফোকাল পয়েন্ট কমিটি এবং ৪টি সেক্টরাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি, ফোকাল পয়েন্ট কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি, ৪টি সেক্টরাল কমিটি, কোর গ্রুপ এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার সমন্বয়ে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ সহ সংশ্লিষ্ট সেক্টরাল নীতির আলোকে National Plan of Action for Nutrition (NPAN) এর খসড়া প্রণীত হয়েছে।

অনুপুষ্টি ঘাটতি কৌশল (Micronutrient Deficiency Strategy 2015-2024) প্রণয়ন ঃ

দেশে শিশু ও গর্ভবতি/দুগ্ধদানকারি মহিলাসহ কিশোর কিশোরিদের অনুপুষ্টির ঘাটতি দূর করার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনার মাধ্যমে Micronutrient Deficiency Strategy 2015-2024 প্রণয়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য আইন/নীতি প্রণয়ন

- Social Behavioral Change Communication (SBCC) স্ট্রাটেজী প্রণয়ন করা হয়েছে;
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। বয়স/শ্রম ও রোগ ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে;
- ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- National Immunization Policy এর খসড়া চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন;

শিশুদের জন্য ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের সাফল্য ঃ

ভিটামিন 'এ' শিশুদের রাতকানা রোগ থেকে রক্ষা করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ১৯৭৩ সাল থেকে জাতীয়ভাবে শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উল্লেখ্য যে, অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ছিল রাতকানার শতকরা হার ১ ভাগের নীচে নামিয়ে আনা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে সে লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের কভারেজ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। সর্বশেষ জরীপ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত রাতকানার হার শতকরা ০.০৪ ভাগ। অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে এই অর্জিত হার ধরে রাখা অথবা তা শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা এবং শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে বছরে ২ বার ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের ১ টি নীল রঙের (১ লক্ষ আই, ইউ) এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ১ টি লাল রঙের (২ লক্ষ আই, ইউ) উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা কার্যক্রম ঃ

- অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) এর নেতৃত্বে আইইসি টেকনিক্যাল কমিটি জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে আচরণগত পরিবর্তন (বিসিসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারের নিমিত্ত জিও-এনজিও প্রাইভেট অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রণীত টিভি স্পট, এডটেল্প, জিংগেল, ল্যাম্পপ্লেট, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডিং-পুস্তিকার গুণগত মান যাচাই-বাছাই মূল্যায়ন অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই কমিটি মাসে কমপক্ষে ৪/৫টি সভায় মিলিত হয়ে ৩০০টিরও অধিক আইইসি টেকনিক্যাল উপকরণ অনুমোদন করেছে। এগুলো গণমাধ্যমে সম্প্রচারের দ্বারা স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টিক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।
- পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ, আইওয়াইসিএফ, স্যাম ও সিমাম ও অন্যান্য অনুপুষ্টির উপরে ৩৮,৫৪১ জন (ডাক্তার, নার্স, মাঠকর্মী) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শিশুদের পুষ্টি সেবার জন্য মোট ৩৯৫টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আইএমসিআই ও পুষ্টি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
- মারাত্মক অপুষ্ট শিশুদের চিকিৎসার জন্য ২০০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্যাম (Severe Acute Malnutrition) কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
- খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার তৈরী করা হয়েছে।
- হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ কমিউনিটি ক্লিনিকে ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের ওজন পরিবীক্ষণ ও কাউন্সেলিং এর জন্য গ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রোমোশন (জিএমপি) কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে।
- ৪২৪টি সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সে 'শিশু বান্ধব হাসপাতাল' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সকল সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- মহিলাদের রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ৪৮ কোটি আয়রন ফলেট ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	সূচক	বিডিএইচএস ২০০৭ (%)	বিডিএইচএস ২০১১ (%)	বিডিএইচএস ২০১৪/ এমআইসিএস ২০১২-১৩ (%)	এনএনএস এর লক্ষ্যমাত্রা-২০১৬ (%)	মন্তব্য
১	স্বল্পওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১	৩৬.৪	৩৩	৩৩%	অর্জিত
২।	খর্বকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	৪৩.২	৪১.৩	৩৬	৩৮%	অর্জিত
৩।	জন্মকালীন কম ওজনের শিশু			২৩	১২%	চলমান
৪	গর্ভবতী রক্তস্বল্পতার হার কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার শিশুর রক্তস্বল্পতার হার		এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস			চলমান
৫	রাতকানা রোগের হার		০.২	<১%	অর্জিত	
৬।	গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার		৮২	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
৭।	শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫	৫০	অর্জিত
৮	পরিপূরক খাবার গ্রহণের হার	২৪	৬৭	৬৯.৭	৬৫	অর্জিত
৯	গর্ভবতী মায়েদের বাড়তি খাবারের হার	-	-	-	৭০%	চলমান
১০।	ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৯২*	৯০%	অর্জিত
১১।	কৃশকায় (ওয়াস্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪	১৫.৬	১৪		চলমান
১২।	জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫৭	-	চলমান

* Center for Social and Market Research (CSMR) 2015

** Low Birth Weight Survey 2016

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) র আওতায় অর্জিত সাফল্য ঃ

✪ ২০০৯ ইং থেকে ২০১৫ ইং পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)-তে শিশুদের জীবন রক্ষার্থে প্রচলিত ৭টি টিকার অতিরিক্ত আরও ৪টি টিকা সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত ৪টি টিকা শিশুদের মারাত্মক ৪টি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখছে। ৪টি টিকা নিম্নবর্ণিত তারিখে ইপিআই কর্মসূচিতে সংযুক্ত হয়েছে।

ইপিআই কর্মসূচিতে ৪টি টিকা সংযুক্ত হওয়ার তারিখ

	রোগের নাম	টিকার নাম	সংযুক্ত হওয়ার তারিখ
১	হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা	হিব (Hib) ভ্যাকসিন	১৫-০১-২০০৯
২।	হাম ও রুবেলা	এম.আর (MR) ভ্যাকসিন	২৮-০৯-২০১২
৩	নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া	নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (PCV)	২১-০৩-২০১৫
৪।	পোলিও মাইল-ইটিস	ইনএকটিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন (IPV)	২১-০৩-২০১৫

✪ এ ছাড়াও বিগত ২৫-০১-২০১৪ ইং তারিখ থেকে ১৩-০২-২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী হাম রুবেলা (MR) টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সের নীচের প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ শিশুকে এ ক্যাম্পেইনের আওতায় হাম রুবেলা (MR) টিকা প্রদান করা হয়।

✪ ১ বছর বয়সের নীচের শিশুদের পূর্ণ টিকার প্রাপ্তির হার বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৭৫% থেকে ৮২% এ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিশুদের মৃত্যুর হার বহুলাংশে হ্রাস পায়; যা MDG-4 অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

✪ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশ পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখার জন্য বিগত ২৭ মার্চ ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পোলিও নির্মূল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়।

✪ GAVI অর্থায়নে বাংলাদেশের মহিলাদের জরায়ু ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কিশোরীদের (১০ থেকে ১১ বছরের কম বয়সী) ২ ডোজ Human Papilloma Virus (HPV) টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গাজীপুর জেলায় একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

৩.৫ জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

✪ **নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ** ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি ২৮ নভেম্বর,২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

✪ মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে আইন বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়নের কাজ চলছে।

✪ The Bangladesh Malaria Eradication Board (Repeal) Ordinance, 1977 এবং The Prevention of Malaria (Special Provisions) Ordinance, 1978 এ দুটি অর্ডিন্যান্সকে রহিতকরণক্রমে এ সংক্রান্ত "সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৬" এর খসড়া গত ০৯.০৫.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত খসড়া আইনটির উপর ভেটিং প্রদানের জন্য গত ১৬.০৮.২০১৬ তারিখে খসড়া আইনটির উপর কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধনপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

✪ The International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh Ordinance,1978 এবং The International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh (Amendment) Ordinance, 1985 এ দুটি অধ্যাদেশকে রহিতকরণক্রমে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ-আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় গত ১০.১০.২০১৬ তারিখে নীতিগত অনুমোদন পায়। আইনটির উপর কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধনপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

✪ প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়।

✪ ২০১০ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন Climate Change and Health Promotion Unit (CCHPU) চালু করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য খাতে যে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে/হবে তা মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই CCHPU প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে Adaptation research in the context of climate change impact on health sector in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। যার মেয়াদকাল ডিসেম্বর-২০১৫ হতে নভেম্বর-২০১৮। উক্ত প্রকল্পের ব্যয় ২ কোটি টাকা। এটি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণা/গাবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত।

✪ ২০১২ ইং সনে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরী এর Strengthening ল্যাবরেটরী হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরী (এনএফএসএল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

✪ সাম্প্রতিক কালে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধীন পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরী (পিএইচএল)কে সংস্করণের মাধ্যমে

অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরীতে রূপান্তর করা হয়েছে। উভয় ল্যাবরেটরী (এনএফএসএল ও পিএইচএল) থেকে ১০৭ প্রকারের খাদ্য-দ্রব্য ও ফলমূলে ভেজাল পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রনীত "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৬" এর সফল বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নে সম্ভব হবে। তাছাড়া সারা বাংলাদেশের স্যানিটারী ইনসপেক্টর কর্তৃক প্রেরিত খাদ্য-দ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে খাদ্য-দ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা করে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী বিএসসি ইন হেলথ টেকনোলজি (ল্যাবরেটরী) কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী বিএসসি ইন হেলথ টেকনোলজি (ফুড সেফ্‌টি) কোর্স চালুকরণ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে এছাড়া এমপিএইচ (পাবলিক হেলথ) কোর্স চালু করার সরকারী অনুমোদন রয়েছে।
- দেশের একমাত্র ন্যাশনাল পোলিও ও মিজেলস ল্যাবরেটরী জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে চালু করা হয়েছে। যাহা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই উপমহাদেশের একটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরী হিসাবে গণ্য করা হয়।
- খাবার স্যালাইন (ওআরএস) প্লান্টের সক্ষমতা বাড়িয়ে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
- বর্তমানে বন্ধ থাকা টিস্যু কালচার ভ্যাকসিন এর পরিবর্তে সেল কালচার ভ্যাকসিন প্রস্তুতের জন্য এবং উৎপাদন প্ল্যান্টসমূহ আধুনিকায়ন করার নিমিত্তে ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহার ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপনন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইন সংক্রান্ত বিধিমালা ভেটিং এর জন্য পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- Child Health Program, School Health Program, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।
- গত ০৭ (সাত) বছরে সিডিসি'র অপারেশনাল প্লানের আওতায় ০৬(ছয়) টি সাব কম্পোনেন্টের অধীন নিম্ন লিখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে ঃ ১. ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, ২. ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, ৩. কালাজ্বর নির্মূল কর্মসূচী, ৪. ইমারজিং এন্ড রি-ইমারজিং ডিজিজ কন্ট্রোল কর্মসূচী, ৫.এভিয়েন এন্ড প্যানডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা কর্মসূচী, ৬. ডিজিজ সার্ভিলেন্স কর্মসূচী। উক্ত ০৬টি সাব কম্পোনেন্টের আওতায় রোগ নির্ণয় ও নির্মূলে গত সাত বছরে ৪২,০০,০০,০০০/-(বিয়াল্লিশ কোটি) টাকার ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
- গত ০৭ বছরে মোট ১,১০,১৪৫ জনকে বিভিন্ন রোগের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে (১) ডাক্তার-২৫,২৭৫ জন (২) নার্স-১৮,৫২০ জন (৩) প্যারামেডিকস-৮,৪২০ জন (৪) সেকমো-১৩,২৩০ জন (৫) ফার্মাসিস্ট-১০,৮৫০ জন (৬) মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট-৩,৬০০ জন (৭) স্বাস্থ্য সহকারি-৩০,২৫০ জন।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আগত যাত্রীদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য বিমান বন্দর ও স্থল বন্দরে ০৭টি থার্মাল স্ক্যানার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
- কালাজ্বর নির্মূলে Indoor Residual Spray (IRS) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- মানবজাতির ইতিহাসে যে রোগটির কারণে বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত সর্বাধিক মৃত্যু হয়েছে সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের দেশব্যাপী সার্ভিলেন্স কার্যক্রম রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউ (আইইডিসিআর) পরিচালনা করে আসছে। দেশব্যাপী ২৪ টি হাসপাতালে ইনফ্লুয়েঞ্জার উপর নজরদারী পরিচালিত হচ্ছে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি এনআইসি (National Influenza Center) হিসাবে সুনামের সাথে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীব্যাপী ১১৩ টি দেশে এই কার্যক্রম করা হয়ে থাকে।
- বাংলাদেশে শিশু ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ (৫৭%) রোটা ভাইরাস। এই রোগের জন্য হাসপাতাল ভিত্তিক সার্ভিলেন্স আইসিডিডিআরবি এর সহযোগিতায় দেশের ৭ টি হাসপাতালে আইইডিসিআর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এই সার্ভিল্যান্সের ফলাফল অনুযায়ী রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিন ইপিআই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার দিক-নির্দেশনা/ সুপারিশ দেয়া হয়।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা- এর অন্তর্ভূক্ত পোলিও নির্মূল সংক্রান্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক প্রশংসাপত্র দপ্তর [South-East Asian Regional Certification Commission for Polio Eradication (SEARCCPE)] এর কার্যক্রমে আইইডিসিআর বিশেষ অবদান রাখে।
- মধ্যপাচ্য হতে উদ্ভুত শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণকারী করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত ১৫ সদস্যবিশিষ্ট জরুরী পরিষদ [Emergency Committee for Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV)]- যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক কর্তৃক গঠন করা হয়। আইইডিসিআর উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য।

৪. পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম অনুবিভাগ পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে পরিবার কল্যাণ অধিশাখা। এই অধিশাকার আওতাধীন পরিবার কল্যান-১ শাখা, পরিবার কল্যান-২ অধিশাখা রয়েছে।

কার্যপরিধিঃ

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ;
- কর্মসূচি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শুল্ক/ফি/রেইট/রেয়াতের ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্পর্কিত কার্যাবলী;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ছাড়পত্র প্রদান;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রয়লব্দ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পিপিডি ও বিশ্বজনসংখ্যা দিবস সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাই সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন/বিধি/প্রবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনংসংখ্যা পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) এর কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- Family Planning -২০২০
- বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের প্রবেশ স্তরে শুন্য পদ নিরূপণ, নিয়োগ, শিক্ষানবিসী তদারকি, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় পরীক্ষা ও চাকরি স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
- বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপসহ সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের পদায়ন ও নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, ছুটি, লিয়েন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রেষণ ও অবসর প্রদানসহ চাকরি ব্যবস্থাপনা ও চাকরি জীবন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্থ ক্যাডার বর্হিভূত সকল গেজেটেড কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বেতন নির্ধারণ, ছুটি, লিয়েন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রেষণ ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকরি জীবন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের আওতাধীন পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ/নিয়োগবিধি প্রনয়ণ/সংশোধন, পদবী পরিবর্তন, গ্রেডেশন তালিকা প্রনয়ণ, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবী পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প''শাসনিক কার্যাবলী;
- শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪.১ পরিবার কল্যাণ-১ অধিশাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণির ৬৪ জন উপজেলা সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা পিএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান ;
- শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় PPD এর সেক্রেটারিয়েট ভবন নির্মাণ (৬তলা ভিত্তি প্রস্তরের ২য় তলা সম্পন্ন) ;
- FWV-দের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রতিমাসে ৪০০০ টাকা হতে ৬০০০টাকায় উন্নীতকরণ ;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে International Congress on Asia and the Pacific এর ১২তম সম্মেলন ১২-১৪ মার্চ ২০১৬ ঢাকায় সম্পন্নকরণ ;
- South-South Cooperation বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা পিপিডি'র বোর্ড সভা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত Every Woman Every Child বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় ১৮-২১ নভেম্বর ২০১৬ অনুষ্ঠিত;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১০৬১টি শুন্য পদের ছাড়পত্র প্রদান;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ১৬০৫টি শুন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ২৫০৯টি শুন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান;

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ৩৩ জন কর্মচারিকে সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি প্রদান ;
- জনসংখ্যা নীতির কর্মপরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণীর ৪৫ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদান;

৪.২ পরিবার কল্যাণ-২ অধিশাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ১১৮ (একশত আঠার) জন চিকিৎসক, ক্যাডার, ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের ডিপিসির মাধ্যমে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৭৭ (সাতাত্তর) জন ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও চিকিৎসক কর্মকর্তাদের নিয়মিতকরণ/স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
- ৫৩৫টি পদের বিপরীতে পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩৮৩ জন মেডিকেল অফিসার নন-ক্যাডার (১ম শ্রেণি) এর মধ্যে ৩৪২ জনকে নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে;
- ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও চিকিৎসক কর্মকর্তাদের মামলা জনিত সমস্যার সমঝোতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও চিকিৎসক কর্মকর্তাদের দ্বি-স্তম্ভ বিশিষ্ট (সাধারণ ও কারিগরী) পদ বিন্যাস জনপ্রশাসনে প্রেরণ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ০২ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে পিএসসির সুপারিশের মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা সেবাদান প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/চিকিৎসক কর্মকর্তাদের চাকুরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাব পর্যায়ক্রমে পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পিএসসির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তাগণকে নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন প্রায় ৩১০০ ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ প্রসব সেবা প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
- বিভিন্ন জেলায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ/স্থাপনকরণ;
- গেজেট আকারে মে ২১, ২০১৫/০৭ জৈষ্ঠ্য ১৪২২ বঙ্গাব্দ তারিখে নিপোর্টের নিয়োগ বিধি প্রকাশিত/অনুমোদন;
- নিয়োগ বিধি অনুমোদনের পর ১ম শ্রেণির ৩১টি ও ২য় শ্রেণির ১২টি পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ০৫ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান (গত ৩ বছরে);
- নিপোর্টে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থছাড়করণ;
- নিপোর্টে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শুন্য পদে জনবল নিয়োগের অনুমোদন;
- ১৬৫ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তারা কাজে যোগদান করেছে এবং বর্তমানে ১২টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আরও ৫৩৪ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণরত আছে;
- বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস), ইউটিলাইজেশন অফ এসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে, বাংলাদেশ আরবার হেলথ সার্ভেসহ অন্যান্য সার্ভের কাজে নিপোর্টকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহযোগীতা দান;

বিগত ৭ বছরে পরিবার কল্যাণ অনুবিভাগের আন্তর্জাতিক কার্যক্রম ঃ

১। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা শক্তিশালীকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের অভুতপূর্ব অবদান ঃ

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ২৬টি উন্নয়নশীল দেশকে সংগঠিত করে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক অভুতপূর্ব অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১১ নভেম্বর ২০১২-তে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত করতে পার্টনার্স ইন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি) এর আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর ঢাকা বাংলাদেশে স্থাপনে ৬৪ ডিসিমেল জমির উপর আগারগাঁওতে ৬ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পিপিডির ২৬টি দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাননীয় মন্ত্রী এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। চায়না, ভারত ও সাউথ আফ্রিকার প্রাথমিক আর্থিক সহযোগিতার ২তলা ভবনের কার্যক্রম শুরু হয়। বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৫ সালে ভারত ও চীনের নেতৃত্বে পিপিডির ২৬ টি দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রীসহ উচ্চ স্তরের সরকারি কর্মকর্তা উক্ত ভবনের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পরবর্তীতে মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি দল চীনের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত পিপিডির ২৮তম স্থায়ী কমিটির সভাতে অংশ গ্রহণ করে ও চীন সরকার পিপিডির সদর দপ্তরের কার্যক্রমকে সম্পন্ন করার জন্য ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার অনুদান প্রদানে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি পিপিডি ও চীন সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশের মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীসহ ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, তিউনিসিয়া, বেনিনসহ পিপিডির স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পিপিডির মাধ্যমে বাংলাদেশ তা বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্যখাতে অর্জিত কৃতিত্ব দক্ষিণ-

দক্ষিণ দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী মহোদয় বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে মতবিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছে। যা বাংলাদেশের পরিচিতি ও নেতৃত্ব স্বীকৃত করছে।

২। ১২তম International Congress on AIDS in Asia Pacific

ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন এইডস ইন এশিয়া প্যাসিফিক (আইক্যাপ) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন।

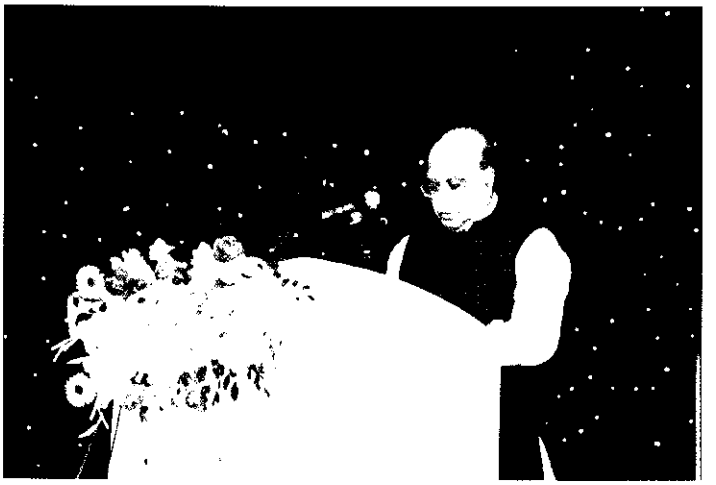

প্রতি দুই বছর পর পর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে এ সম্মেলনটি আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এতদ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নীতি নির্ধারক ফোরাম হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন বিজ্ঞানী, গবেষক, নীতি নির্ধারক, স্বাস্থ্য কর্মী সকলের সমাগম হয়, তেমনি গবেষণা, প্রাপ্তি, বৈজ্ঞানিক অর্জন নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। তাছাড়াও এতদ অঞ্চলের সমস্যা, বিনিয়োগ এবং সম্মিলিত কাজ করার প্রয়াস থেকে যৌথ প্রতিশ্রুতি উঠে আসে এই সম্মেলনের মাধ্যমে। এই ফোরাম টি ২০ বছরের বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলসহ সারা বিশ্বে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্জন, এডভোকেসি, নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ ও এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণে মূলভূমিকা পালন করছে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত জন-গোষ্ঠিসমূহ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাগণ উপকৃত হন।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিশ্ব অনেক দূর এগিয়ে গেলেও এইডসের সঙ্গে যুদ্ধে জয় এখন বহু দূরে। এ যুদ্ধেরই অংশ হিসেবে চলতি বছরের মার্চ মাসে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অন এইডস ইন এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং Partners in Population and Development (PPD)-এর টেকনিক্যাল সহযোগিতায় গত ১১-১৪ মার্চ ২০১৬ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের AIDS বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১২তম আসর। এ সম্মেলন আয়োজনের প্রচেষ্টাও উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ২ বছর আগে। ভারত ও মিয়ানমারের মতোদেশকে টপকে বাংলাদেশকে এ সম্মেলন আয়োজনের সম্মান অর্জন করতে হয়েছে।

১২তম আসরের থিম এইডস মুক্ত জন গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পরিবর্তনের অঙ্গীকার করি, এ আমাদের স্বাস্থ্যের অধিকার।

বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী সম্মেলনের সমাপনীতে উপস্থিত থেকে ঢাকা ঘোষণা উন্মুক্ত করেন। মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এম. পি. সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এম.পি. সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে "ঢাকা ঘোষণা" করে। এ সম্মেলনে প্রায় তিন হাজার বিদেশি প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পার্টনার্স ইন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)কে সাথে নিয়ে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। ইউএনএইডস, আইসিডিডিআরবি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, পিএলএইচআইভি নেটওয়ার্ক, এসটিআইনেটওয়ার্ক ও বন্ধু ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এ আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সম্মেলনের নির্বাহী পর্ষদে দেশের এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় খ্যাতনামা শিক্ষক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজসেবীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যার নেতৃত্বে রয়েছে স্বাস্থ্য ও

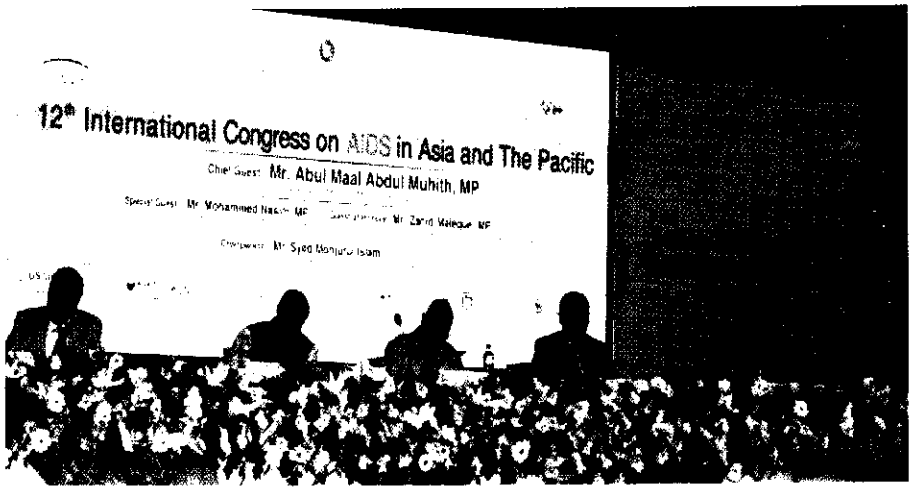

আইক্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত (মাঝে)

পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সম্মেলনের সার্বিক মান বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ১১টি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছে।

আইক্যাপ এর মতো বিশাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সুযোগ নিঃসন্দেহে দেশের ভাবমূর্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ যে শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে গেছে অনেক দূর তা এই সম্মেলন বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের একটা চমৎকার ভেন্যু হিসেবে ঢাকার সম্ভাবনাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সম্মেলনের মাধ্যমে। এর ফলে দেশের পর্যটন ও সেবাখাতের ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। বাংলাদেশ এইচআইভি'র মতো মরণ ব্যাধিকে রুখতে সব মহলকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সরকার এবং সাফল্যও পেয়েছে এবং এই সম্মেলন বিশ্ববাসীর কাছে তা তুলে ধরেছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে এটাও প্রমানিত হয় যে, এইচআইভি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে। ১২ তম এই ঢাকা আসর শিক্ষক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এবং সমাজসেবীদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। এ সম্মেলনটি ভবিষ্যতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বৃহৎ বিনিয়োগে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ১২তম আন্তর্জাতিক আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন Every Woman Every Child Every Adolescent এর উপর বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পিপিডির ২৬টি দেশসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জাতিসংঘের প্রতিনিধিসহ ২শত পেশাজীবি, মন্ত্রী মহোদয়, সাংসদ অংশগ্রহণ করেন এবং মা-শিশু ও কিশোরদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন দেশের কৃতকর্মের বাস্তব চিত্র প্রদর্শিত হয়। সম্মেলনটি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের বিষয় বস্তুর আলোচনা "ঢাকা ঘোষণা ২০১৫" বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ঘোষিত হয় যা ২৬টি দেশের সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

৫. হাসপাতাল অনুবিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে হাসপাতাল-১, হাসপাতাল-২ অধিশাখা, হাসপাতাল-৩ শাখা এবং হাসপাতাল-৪ অধিশাখা রয়েছে।

কর্মপরিধি ঃ

- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, বিধি প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তী ও আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতাল বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি Public Private Partnership (PPP) কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন ও পরিবীণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত/দেশী এবং বিদেশী যৌথ উদ্যোগে(বিদেশি বিনিয়োগ) নির্মিত ও পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আগমন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের অনুমতি

প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বেসরকারি হাসপাতাল/কিনিক/ডায়াগনোস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাদাকাসক্তি নিরাময় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বোর্ড ও পোস্ট মর্টেম বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশে স্বাস্থ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক ও সরকারি নিয়মিত এবং এককালীন অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুর"প কোন জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়ন।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- ২০১৪ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী ও হাসপাতালে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
- ২০১৫ সালে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে একটি স্বতন্ত্র ইলেকট্রো ফিজিওলজী বিভাগ চালু করা হয়েছে;
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর আওতায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপনের বিষয়ে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ৯০টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিনের মধ্যে ৪৫টি মেশিন চালু করা হয়েছে;
- ১০-১১-২০১৫ তারিখে বিজ্ঞ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরীর উত্তরায় অবস্থিত "বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল" টি বেসরকারি ব্যবস্থাপনা হতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনয়নপূর্বক চিকিৎসা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
- চিকিৎসক, নার্স,প্যারামেডিক্স এবং মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে দুর্যোগ পরবর্তী চিকিৎসা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের বাফার স্টক নিশ্চিত করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে স্থাপিত ন্যাশনাল হেলথ্ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এবং কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে যে কোন দুর্যোগ কবলিত এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের কার্যালয়ের সাথে একটি লিংক স্থাপন করা হয়েছে যার নম্বর-০১৭৫৯১১৪৪৮৮। উক্ত লিংক ২৪ ঘন্টার জন্য সক্রিয় রয়েছে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণয়ন এবং পাশাপাশি ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়েছে;
- আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯" সংশোধনক্রমে "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন ২০১৭ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, ঢাকা-তে সাধারণ জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথ ব্যবস্থাপনায় রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইউনিট-২, জাতীয় নাক, কান ও গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ এবং শ্যামলী টিবি হাসপাতালের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- "The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance1982" ও এতদসংক্রান্ত সংশোধিত অধ্যাদেশ ১৯৮৪ বাতিল করে "চিকিৎসা সেবা আইন" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নাগরিকগণের মানসিক স্বাস্থ্য সুরা, সার্বজনীন মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে 'The Lunacy Act, 1912 রহিতক্রমে "মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৭" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা হাসপাতালসমূহে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/মেয়র/উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণকে

সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

- ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সচিবালয় অংশে নিম্নোক্ত ৩ টি কোডের বরাদ্দ (কোটি টাকায়) দ্বারা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের এমএসআর সামগ্রী ক্রয়, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং যন্ত্রপাতি মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	কোড ৪৮৬৮	কোড ৬৮১৩	কোড ৪৯১৬	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১	২০০৯-২০১০	১২২.৪৭	১৬৩.০০	১৫.০০	৩০০.৪৭
২	২০১০-২০১১	১৫৩.৪৭	১০০.০০	১৫.০০	২৬৫.৪৭
৩	২০১১-২০১২	১৫২.০০	১২৬.০০	১৫.০০	২৮৮.০০
৪	২০১২-২০১৩	১৭৬.০০	১২৫.০০	২০.০০	৩১৫.০০
৫	২০১৩-২০১৪	১৭৫.০০	১১০.০০	২৫.০০	৩০৫.০০
৬	২০১৪-২০১৫	১৭০.০০	১০০.০০	২৫.০০	২৯৫.০০
৭	২০১৫-২০১৬	১৬৫.৪৮	১০৬.৫০	৩০.০০	৩০১.৯৮
	সর্বমোট=	১১০০.৪২	৮২৪.৫০	১৪৬.০০	২৩৭০.৯২

- সরকার পরিচালিত হাসপাতালসমূহে রোগী প্রতি পথ্য বাবদ দৈনিক বরাদ্দ ৭৫/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২৫/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ১৮ টি হাসপাতালে টেলি মেডিসিন সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলে গ্রামীন জনগোষ্ঠী বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন।
- স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে সরকারি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। ল্যান্ড ফোন বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১৬২৬৩ নম্বরে ২৪ ঘন্টায় যে কোন সময়ে কল করে সরাসরি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা যাচ্ছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে রাজস্ব বাজেটে ৪৮৬৮ (চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি) কোডের অর্থ বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে ১১,১৯৫ টি শয্যা রাজস্বখাতে স্থানান্তরে অর্থবিভাগ হতে ভূতাপেক্ষ সম্মতি পাওয়া গেছে;
- ২০১৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপস্থাপিত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন এর পর্যবেক্ষণের আলোকে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন" ২০১৭ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- দেশের ১০টি সরকারি হাসপাতালে (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতাল, সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মানিকগঞ্জ, টঙ্গী ৫০ শয্যা হাসপাতাল, গাজীপুর, ধামরাই, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঢাকা, নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঢাকা, কাজিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজগঞ্জ, রায়গঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজগঞ্জ, টংগীবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুন্সিগঞ্জ, শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নরসিংদী) ২য় শিফটে পরীক্ষামূলকভাবে বহির্বিভাগে বিকাল ২.০০ ঘটিকা হতে রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- দেশের সকল সরকারি ও আধাসরকারি হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের/ তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য বিনামূল্যে ১টি কেবিন/সিট সংরক্ষণ, রোগ নির্ণয়, ঔষধ সরবরাহ, হাসপাতালে আগমনে অপারগ, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের এ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে আনয়নসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা জারী করা হয়েছে;
- সরকারি হাসপাতালে বিশেষ বিশেষ দিনে রোগীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের নিমিত্ত শয্যা প্রতি বরাদ্দ ১২০/-টাকা হতে ২০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- হাসপাতালসমূহে আগত জটিল রোগীদের উন্নত ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য রেফারেল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে Health e book প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালের অনুকূলে ৩০১ টি এ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করা হয়েছে।

সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা হাসপাতালসমূহে এম্বুলেন্স বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;
- প্রতি বছরে হজ্জ মৌসুমে হজ্জযাত্রীদের মেনিনজাইটিস রোগের প্রতিষেধক টিকা, ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা, হজ্জ ক্যাম্পে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন এবং বিশ্ব ইজতেমায় আগত মুসল্লিদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- দেশের বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত এককালীন অনুদান হিসেবে ১৬.০০ (ষোল) কোটি টাকা এবং স্বায়ত্বশাসিত এ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ১০৪৯.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৬. শৃংখলা ও নার্সিং অনুবিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও অধীনে পরিচালিত হয় শৃংখলা ও নার্সিং অনুবিভাগ। মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে এই অনুবিভাগ। এছাড়াও নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রেষণ, লিয়েন, বদলি, ছুটি, পেনশনসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, নার্সিং সার্ভিসের পদ কাঠামো পর্যালোচনা, উন্নয়নখাতসহ নার্সিং ও নন-নার্সিং পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি নার্সিং শাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া নার্সিং সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন, বিধি প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ, সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই অনুবিভাগ থেকে সম্পাদিত হয়। অতিরিক্ত সচিবের অধীনে রয়েছে শৃংখলা অধিশাখা, শৃংখলা ১ ও ২ শাখা এবং আইন অধিশাখা ও নার্সিং শাখা।

৬.১ শৃংখলা-১ অধিশাখা ও শৃংখলা-২ শাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- ২০১৩ সাল হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শৃংখলা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি ডাটা বেইজে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটে তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডাটা বেইজ করার পূর্বে নথি ও রেজিষ্ট্রার দেখে তথ্য প্রদান করা হত, যা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। ডাটা বেইজ করার ফলে অতি দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। শৃংখলামূলক তথ্যাদি ডাটা এন্ট্রি করার ফলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদানের নিমিত্ত একদিনের মধ্যে শৃংখলামূলক ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ডাটা এন্ট্রি করার ফলে বিভাগীয় মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবহিত থাকছেন এবং সময় সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারছেন।
- পুরাতন বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে পিএসসির সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে পিএসসির মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং বর্তমানে রুজুকৃত মামলাসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব দ্রুততর নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে হ্যালো ডাক্তার কর্মসূচি, আকস্মিক পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দ্রুততার সাথে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে:

বিগত ০৭ বছরে শৃংখলা অনুবিভাগে রুজুকৃত ও বর্তমানে অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলা সংখ্যা নিম্নরূপ:

০১. ২০০৯ সালের পূর্বের বিভাগীয় মামলা ছিল ২২৭টি

০২. বিগত ০৭ বছরের ১১৪২টি বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে

০৩. বিগত ০৭ বছরের ১৩২৯টি বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩৮ জনকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হয়েছে, ৪৮৯ জনকে বিভিন্ন লঘুদন্ড দন্ডাদেশ প্রদান করেছে এবং ৩৬৮ জনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

০৪. বর্তমানে ২৯২টি বিভাগীয় মামলা অনিস্পন্ন রয়েছে

০৫.এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদে পদোন্নতি প্রদান, চাকুরি স্থায়ী/নিয়মিত করণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ১২০০০ হাজার চিকিৎসকের অনুকূলে শৃংখলামূলক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে, এছাড়া বিগত ০৭ বছরে প্রায় ২৫০০টি পেনশনধারীগণের পেনশন মঞ্জুরি প্রদানের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

৬.২ আইন অধিশাখা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত রিট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ও আপীলেট ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদন করে আইন অধিশাখা। সরকারের পক্ষে মামলা/আপীল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং শাখা থেকে জবাব সংগ্রহ করে আদালত, অ্যাটর্নী জেনারেল অফিস, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক সকল আইনি প্রক্রিয়া নিস্পন্ন করে থাকে এই অধিশাখা।

২০০৯ থেকে ২০১৬ সময় কালে আইন অধিশাখা কর্তৃক প্রাপ্ত মামলার তথ্যাদি ঃ

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	সাল	মামলার ধরন	মামলার মোট সংখ্যা	রায়	নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	২০০৯-২০১৬	রিট	৮৯৪		৬২	
		২০০৯-২০১৬	এটি/এএটি	১৩৪		২৩	
		২০০৯-২০১৬	দেওয়ানী	১১২			স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হওয়ায় নিষ্পত্তির তথ্য পাওয়া যায় নাই
২.	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২০০৯-২০১৬	রিট	৩০			চলমান
৩.	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	২০০৯-২০১৬	রিট	৩৩		২	চলমান
৪.	নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর	২০০৯-২০১৬	রিট	১৪			চলমান
			এটি/এএটি	৫			চলমান

মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি একটি বহুপাক্ষিক এবং বহুমাত্রিক কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতসমূহ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। মামলার পক্ষদ্বয় সহায়ক শক্তি হিসেবে

কাজ করে। সে জন্য মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোন পক্ষ একক ভূমিকা রাখতে বা দাবী করতে পারে না। তবুও মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা, দপ্তর/অধিদপ্তরের আইন শাখার সহায়তায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মামলা পরিচালনার কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

- ❊ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে দায়ের হওয়া মামলা সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরী করা হবে:
- ❊ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল দপ্তর ও সংস্থা সমূহের মামলাসমুহ উক্ত ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যেকটি দপ্তর উক্ত ওয়েব সাইটে ঢুকে তার দপ্তরাধীন মোকদ্দমার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে এবং তা নবায়িত করতে পারবে:
- ❊ এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি শাখা উক্ত ওয়েবসাইটটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন;
- ❊ বর্তমানে আইন অধিশাখার পরিবর্তে একটি আইন সেল গঠনের মাধ্যমে এ বিষয় গুলো নিষ্পন্ন করা হবে

৬.৩ নার্সিং শাখা

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- ■ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ডিপ্লোমাধারী নার্সদের (সিনিয়র স্টাফ নার্স, স্টাফ নার্স, পাবলিক হেল্‌থ নার্স ও নার্স) পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ ।
- ■ ২য় শ্রেণির ডিসট্রিক্ট পাবলিক হেল্থ নার্স এবং ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদ ২য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ।
- ■ ১০,০০০ সিনিয়র ষ্টাফ নার্সের পদ সৃজন এবং ৯৫৯৮ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ/পদায়ন (২০১৬ সালে)।
- ■ ৪১০০ টি সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ/পদায়ন (২০১৩ সালে)। এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়াধীন ।
- ■ ১৭৪৭ টি সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন (২০১০ সালে) ।
- ■ সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ ।
- ■ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন-২০১৬ জারীকরণ।
- ■ সেবা পরিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬ জারীকরণ ।
- ■ ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণসহ বিদ্যমান ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্সের পরিবর্তে ০৪ বছর মেয়াদি বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু ।
- ■ ৪৩ টি সরকারী নার্সিং ইনস্টিটিউটের মোট আসন সংখ্যা ১৫৯০ থেকে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষা বর্ষ হতে ২৫৮০ তে উন্নীতকরণ ।
- ■ দেশের ৩৮ টি সরকারি নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউটে ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু।
- ■ ০৩টি নার্সিং কলেজে (বগুড়া, ফৌজদারহাট ও খুলনা) পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু।
- ■ নব-নির্মিত নার্সিং কলেজ (বগুড়া, ফৌজদারহাট ও খুলনা) সহ কলেজ অব নার্সিং, মহাখালী, ঢাকায় পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন।
- ■ বেসরকারী পর্যায়ে নার্সিং কলেজ/নার্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নার্সিং কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ২০০৯ প্রণয়ন। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন এবং বেসরকারী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনা ও স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন।
- ■ ৪৬ টি বেসরকারী নার্সিং কলেজে ০৪ বছর মেয়াদি বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং/০২ বছর মেয়াদি পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্স চালুর অনুমোদন।
- ■ ১৪১টি বেসরকারী নার্সিং ইনস্টিটিউটে ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স চালুর অনুমোদন ।
- ■ ১৬টি বেসরকারী ইনস্টিটিউটে ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুর অনুমোদন।
- ■ ২৩টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ২৪ মাস মেয়াদি কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স চালুর অনুমোদন ।
- ■ ০৪ বছর মেয়াদি বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স শেষে ০৬ মাসের ইন্টার্ণশীপ চালুসহ ৬০০০/- টাকা হারে মাসিক ভাতা প্রদান ।
- ■ দেশের ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ১৩১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত সৃজনযোগ্য ২৯৯৬টি মিডওয়াইফ পদের মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৮০০ টি পদ সৃজন এবং ১২০০টি পদের বিপরীতে জনবল পদায়ন। অবশিষ্ট ৬০০টি পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন প্রক্রিয়াধীন ।
- ■ নব-নির্মিত দিনাজপুর নার্সিং কলেজ চালুর অনুমোদন এবং রাজস্বখাতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ৬৫টি পদ সৃজন ।

৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব।

৭.১ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রকল্প অর্থ কোষ (পিএফসি) সৃষ্টি করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের পূনর্ভরণ ও অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্যে একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে পিএফসি ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং ইউনিট (এমএইউ) এ রূপান্তরিত করা হয় এবং HPNSDP কর্মসূচিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট (এফএমএইউ) হিসাবে সৃজন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের HPNSDP কর্মসূচিভুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরে Improved Financial Management (IFM) অপরেশনাল প্লান হতে উন্নয়ন খাতের তহবিল ব্যবস্থাপনা (Fund Management), অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন ও সমন্বয় এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা দপ্তর/পরিদপ্তরের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

১। পুনর্ভরণ ঃ

(ক) HPNSDP তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচীর তিনটি ঋণ চুক্তি ৪৯৫৪০ বিডি, এম ডি টি এফ (Multi Donor Trust Fund) ১১৫৫৬ ও ইউএসএইড টি এফ (USAID Trust Fund) ১২২৮১ এর আওতায় প্রতিশ্রুত মোট USD ৭১৮.১১ মিলিয়ন এর বিপরীতে USD ৬৭৭.৭৬ মিলিয়ন পুনর্ভরন (Reimbursement) করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থায়ন বাবদ বিশ্বব্যাংকের সাথে ঋণ চুক্তি আইডিএ ৫৯৬০.০০ বিডি এর আওতায় USD ১৫০ মিলিয়ন এর বিপরীতে ৫০ মিলিয়ন পুনর্ভরন (Reimbursement) করা হয়েছে।

(খ) HPNSDP-এর তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচির আওতায় JICA বিডি ৬৮-এর আওতায় JPY ৫০৪০.০০ মিলিয়ন এর বিপরীতে JPY ৪৬৭৬.১০ এবং JICA বিডি ৮৩-এর আওতায় JPY ১৭৫২০.০০ মিলিয়ন এর বিপরীতে JPY ৭৬৬.৮৫ মিলিয়ন সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২। আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ঃ

আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য Improved Financial Management (IFM) OP-থেকে (২০১১-২০১৬) অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে এফএমএইউ-এর ব্যবস্থাপনায় ১০১৯ (এক হাজার উনিশ) জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/অফিস প্রধানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অডিট বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২৪৬৭ (চব্বিশত সাতষট্টি) জন মাঠ পার্যায়ের কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্থ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১১৯৫ (এগারশত পঁচানব্বই) জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩। নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ঃ

HNPSP এবং HPNSDP কার্যক্রমের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত ২০০৮-০৯ সাল থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত পার্ট "এ" ভূক্ত ৩২৮ টি এবং পার্ট "বি" ভূক্ত ৩৬৭ টিসহ মোট ৬৯৫ টি আপত্তি উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে পার্ট "এ" ভূক্ত ১১৯ টি এবং পার্ট "বি" ভূক্ত ২০৬ টি অর্থাৎ মোট ৩২৫ টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়। অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২ বাজেট অধিশাখাঃ

মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ, অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ, বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী ও এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন নিষ্পত্তিকরণ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের গৃহ নির্মান, মেরামত, মটর সাইকেল অগ্রিম, মটর গাড়ী অগ্রিম এবং কম্পিউটার অগ্রিম বাবদ মঞ্জুরি প্রদান, মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ/চিকিৎসাজনিত অর্থ ছাড়করণের কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক সম্পাদন করা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, নিজস্ব কোডে পুনঃ উপযোজন ইত্যাদি আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজও এই অধিশাখায় করা হয়।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

- সরকারের পেনশন সহজীকরণ নীতিমালার আলোকে বিগত ০৭ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার প্রথম শ্রেণির ২৪০৬ জন কর্মকর্তার পেনশন/আনুতোষিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

- বিগত ৭ (সাত) বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/ সংস্থায় কমরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ১০,৩৩০ জনকে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, ৩,৫২৭ জনকে মটর সাইকেল অগ্রিম, ৫,০৩০ জনকে মটর গাড়ী অগ্রিম এবং ৫১০ জনকে কম্পিউটার অগ্রিম/ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সারা দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সকল ধরণের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, সরবরাহ-সেবা, মেরামত-সংরক্ষণ, সম্পদ সংগ্রহ এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৭ বছরে ৬৭,৪৬৯ (সাতষট্টি হাজার চারশত উনষাট কোটি) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সরকারের নীতি পরিকল্পনার সাথে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বছরওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত অর্জন ইত্যাদি- এর সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মধ্য মেয়াদী-ব্যয় কাঠামো প্রস্তুতপূর্বক বাজেট বই-এ প্রকাশ করা হয়েছে। এ মধ্য মেয়াদী-ব্যয় কাঠামোতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাৎসরিক ব্যয়ের চিত্র এবং পরবর্তী ২ বছরের প্রক্ষেপণ প্রতিফলিত হয়েছে।

৭.৩ অডিট অধিশাখা ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির অডিট বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত, আদেশ-নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় অডিট অধিশাখা থেকে। এই অধিশাখায় বার্ষিক অডিট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, নিরীক্ষা দল গঠন, নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন, জারিকরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

অডিট অধিশাখা হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রাজস্ব ব্যয়ের উপর সিএজি কার্যালয় কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি (অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও অডিট রিপোর্টভূক্ত) নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিভিন্ন দপ্তর হতে উত্থাপিত প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ অডিট আপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং অডিট অধিদপ্তর দ্বিপক্ষীয় সভায় অথবা জবাব প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। গুরুতর অডিট আপত্তিসমূহ অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে জবাবের জন্য প্রেরণ করা হয়। জবাবসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই বাচাই করে তথ্য প্রমাণসহ নিষ্পত্তির জন্য অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। যে অডিট আপত্তিগুলি নিষ্পত্তি করা হয় না সেগুলি মন্ত্রণালয়, অডিট অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ০১/০১/২০০৯ থেকে ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির সংখ্যা নিম্নরূপঃ

গত ৭ বছরে অডিট আপত্তির পরিসংখ্যান

সময়	উত্থাপিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০০৯	৩৪	১৬৮৮	অডিট আপত্তির মধ্যে অগ্রিম ও সংরক্ষণ অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত আছে
০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১০	৭৮	১০০৫	-ঐ-
০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১১	১৫৭	৫৬৩	-ঐ-
০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১২	২৩১	৯৭৭	-ঐ-
০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩	৪৫২	৩১১	-ঐ-
০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৪	৩৮৩	৪৫৬	-ঐ-
০১/০১/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০১৫	৫৪৪	২৪৮	-ঐ-
০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৬	৭০১	২১৮	-ঐ-

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- বিশেষ এবং অগ্রিম অনুচ্ছেদভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহের প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
- সাধারণ অডিট আপত্তিসমূহ দ্বিপক্ষীয় সভার মাধমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৬০১, তারিখঃ ১৭/০৬/২০১৫ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা উপপরিচালক, হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক এবং সিভিল সার্জনগণ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন
- এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৭০৫, তারিখঃ ১৪/১২/২০১৪ এর মাধ্যমে ৩২ (বত্রিশ) জন যুগ্মসচিব/উপসচিবগণের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে
- তাছাড়া অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) এবং যুগ্মসচিব (অডিট) এর নেতৃত্বে অগ্রিম অনুচ্ছেদভূক্ত এবং সিএন্ডএজি কার্যালয়ের রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
- সংসদীয় হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হচ্ছে
- অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের মাধ্যমে অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং জবাব সন্নিবেশিত করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

৬ মাস বয়স পর্যন্ত
মায়ের বুকের দুধই একমাত্র খাবার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

০১। সমাপ্ত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ ঃ

সমাপ্ত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	অর্থায়নের উৎস (জিওবি) ও পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হাসপাতাল স্থাপন, ঢাকা	জুলাই-২০১০ হতে ডিসেম্বর-২০১৪ পর্যন্ত	২৩৭৪.৭১	সেবা কার্যক্রম চলমান
২.	"শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গোপালগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্প	মে ২০১০ হতে জুন ২০১৫	১৮২৮৯.২৯	ঐ
৩.	Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই-২০০৯ হতে জুন ২০১৫	১৬২০০১.৩৬	ঐ

০২। বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের জনবলসহ পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য ঃ

বিগত ৭ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের জনবলসহ পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	রাজস্বখাতে জনবলসহ স্থানান্তরিত মোট পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল" স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প	৬৮	
২.	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৫০ শয্যা বার্ণ ইউনিট প্রকল্পের	১৩	
৩.	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	০৩	
৪.	পরিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি, মহাখালী, ঢাকা।	১৭	
৫.	ফুলগাজী ও গোদাগাড়ী উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন।	৯৩	
৬.	মাগুরা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ।	৬১	
৭.	নোয়াখালী জেলার চর আগলী ২০ শয্যা হাসপাতাল স্থাপন	১০	
৮.	বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী	১৩	
৯.	থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম পর্ব ৫০টি) কর্মকান্ডের উন্নয়ন	৩	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অসম্মতি
১০.	থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন (৩৫৬) টি শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নির্মিত ৮৭টি এইচ, এস এফ ডব্লিউ, সি।	১৮	
১১.	দিনাজপুর ১০০ শয্যা হাসপাতালের পুণর্নির্মান ও আধুনীকিকরণ।	৩৯	
	মোট=	৩৩৯	

০৩। চলমান প্রকল্পের বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	অর্থায়নের উৎস (জিওবি) ও পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ (১ম পর্যায়ে ১৫০ শয্যায়)	জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর-২০১৭	২৯৫৫২.৩০	
২.	Provision for Equipment and Professional Training for Ahsania Mission Cancer and General Hospital	এপ্রিল ২০১৪ হতে জুন-২০১৬	১০০০০.০০	
৩.	ইষ্টাবলিষ্টমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ।	জানু.-২০১৪ হতে জুন-২০১৬	৮৮৬৯.৯৮	
৪.	Establishment of Institute for Paediatric Neuro Disorder and Autism in BSMMU	জুলাই-২০১৪ হতে জুন-২০১৮	২৪২২.৮৭	
৫.	Safe Motherhood Promotion-Operations Research on Safe Motherhood and Newborn Survival :	জুলাই ২০১৫ -জুন ২০১৯	৩২৪৮.৯৭	
৬.	এষ্টাবলিসমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার	জুলাই-২০১০ হতে জুন-২০১৭	১৯৪৩২.২৪	
৭.	Establishment of National Institute of Digestive Diesese, Research and Hospital	অক্টোবর-২০১১ হতে জুন-২০১৮	২৭২২৫.৯৩	
৮.	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাতক্ষীরা	জানুয়ারি-২০১২ হতে জুন-২০১৮	২৯২৭২.১৪	
৯.	শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।	জুলাই-২০১২ হতে জুন-২০১৬	৫৭৯২.১৮	
১০.	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুষ্টিয়া।	জানুয়ারী-২০১২ হতে ডিসেম্বর-২০১৬	২৭৫৪৩.০০	
১১.	মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, মানিকগঞ্জ।	জুলাই-২০১৫ জুন-২০১৯	৬১৫৫২.৯৬	
১২.	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ।	জুলাই-২০১৫ জুন-২০১৯	৬৩৬৩৭.৪৬	
১৩.	'এসটাবলিশম্যান্ট অব গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৭	৫৯৭২৮.৭৫	
১৪.	এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭	১০০০০.০০	
১৫.	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণতকরণ (২য় পর্যায়) (সংশোধিত)" প্রকল্প	জানু. ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	৫২৫৫৭.৯৮	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	অর্থায়নের উৎস (জিওবি) ও পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১৬.	IEDCR	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০	৪৭৭৪.১১	
১৭.	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০	৫৮৪৪৬.১৮	
১৮.	"এসটাবলিশম্যান্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সারভাইকেল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এন্ড ট্রেনিং এট বিএসএমএমইউ " শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারী ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	৩৬৩১.৫১	
১৮.	"এসটাবলিশম্যান্ট অব শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন গোপালগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্প.	মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০১৭	৫০৯৭৫.১৭	
১৯.	"এসটাবলিশম্যান্ট অব ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	২০১১-১২ অর্থবছর হতে জুন, ২০১৭	৪৭৪৭৬.২০	
২০.	এষ্টাবলিশমেন্ট অফ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, কিশোরগঞ্জ	জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	৫৯৩৯৯.৪০	
২১.	এসটাবলিশম্যান্ট অব ট্রমা সেন্টার এট গোপালগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১২ ডিসেম্বর ২০১৬	১৫২৮.৭৪	
২২.	"Extention of National Institute of Traumatology and	জুলাই ২০১৩ হতে	৩৪৯৫২.৮৯	
	Orthopedic Rehabilitation (NITOR)" শীর্ষক প্রকল্প	ডিসেম্বর ২০১৮		
২৩.	"Establishment of Nursing Institute at Pabna" শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭	১৬৩৫.০০	
২৪.	"ষ্ট্যাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড প্রাকটিস	জানুয়ারি ২০১৪ হতে	১২৮০০.০০	
২৫.	নার্সেস ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অধীনে সুপার স্পেশিয়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন	জুন ২০১৮ জানু. ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	১৩৬৬৩৩.৭২	
২৬.	"টাংগাইলে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ"	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	৬৩৫১০.৮৭	
২৭.	Establishment of National Institute of Burn and Plastic Surgery, Dhaka	০১ জানু. ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	৫২২৩৯.৩৬৮১	

০৪। এসআরও সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(ক) **নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল" স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প :** ২৩টি ক্যাটাগরির ৬৮টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ এস আরও নং-৩৬৮-আইন ২০১৫ উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৫ নামে জারি করা হয়েছে।

(খ) **ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৫০ শয্যা বার্ণ ইউনিট প্রকল্পে :** ৯ ক্যাটাগরির ১৩টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য ৮ মার্চ ২০১৬ এস আরও নং-৬০-আইন ২০১৬ উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে সৃজনকৃত কারিগরি পদের পদধারীদের নিয়োগ/নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়েছে।

০৫। Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩,৮৬১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। এ পযন্ত নির্মিত হয়েছে ১৩,৩৬৯টি। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ১৩৩২৬টি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা দান কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং ১৭টি শীঘ্রই চালু করা হবে। এছাড়াও ৩৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ৪৮৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ৩০০টি জাইকার অর্থায়নে, ১০টি টাইকার অর্থায়নে এবং ১৭৫টি সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হবে। জুন/২০০৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের ভিজিট সংখ্যা-৫৭.৩৬ কোটি, রেফারেল সংখ্যা-৯৭.৭৩ লক্ষ, সিসিতে স্বাভাবিক প্রসবের সংখ্যা-৩০৫৪২, স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয় এ রকম সিসির সংখ্যা-১১০০টি। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ২৭ প্রকারের ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং দু'প্রকার পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি উপকরণ সরবরাহ করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকে ১৩,৮৬১ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে অনেক সিএইচসিপি চাকুরী হতে অব্যাহতি নেয়ায় বর্তমানে ১৩,২২০ জন সিএইচসিপি কমর্রত আছেন। "শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ" সম্বলিত শ্লোগান প্রকল্পের ডকুমেন্ট, চেকবহি ও দলিলে মুদ্রণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার নিমিত্ত "স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট" গঠনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে "কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট আইন, ২০১৬" প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh (RCHCIB) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৫ এ সমাপ্ত হওয়ায় পরবর্তীতে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Community Based Health Care" অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে "Community Based Health Care" অপারেশনাল প্লানের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

৯. পরিকল্পনা অনুবিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন একজন যুগ্মপ্রধান। তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য অধিশাখা, পরিবার কল্যাণ অধিশাখা এবং স্বাস্থ্য-১ থেকে স্বাস্থ্য-৮ শাখা এবং পরিবার কল্যাণের ৮টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৬টি শাখা রয়েছে।

কর্মপরিধি ঃ

১ দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত সামগ্রিক কার্যাবলি;

২ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৩ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি সংক্রান্ত Concept Paper (CP) Stragetegic Investment Plan (SIP), Progarm Implementation Plan (PIP) প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ও একশন প্লান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৫ প্রকল্প সাহায্য আহরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৬ মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)-এর আওতায় মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (Ministry Budget Framework) প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, প্রধান কর্মাকৃতি নির্দেশক (key Performance Indicator) প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ এবং প্রকল্প/ওপিভিত্তিক বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপন প্রণয়ন;

৭ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম;

৮ ভবিষ্যৎ কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের জন্য বৈদেশিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;

৯ প্রকল্প/কর্মসূচি দলিলাদি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরন;

১০ বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;

১১ পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্ট্র "মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রয়ন এবং তথ্য প্রদান;

১২ প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ;

১৩ এনইসি এবং একনেকসভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি ও সমন্বয়মূলক কার্যাবলি;

১৪ বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে সেক্টর কর্মসূচীর Annual Program Review (APR) ও Mid Term Program Review (MTR) সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৫ প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ)-এর মাধ্যমে সেক্টর কর্মসূচীর সমন্বয়মূলক কার্যাবলি;

১৬ প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার/প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যাবলির সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রেরণ;

১৭ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত তথ্যাদির সমন্বয় সাধন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন;

গত ৭ বছরের অগ্রগতি/সাফল্য সংক্রান্ত তথ্য ঃ

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ

বিগত ৭ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২টি সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচি দুটি হলো (ক) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি (HNPSP 2003-2011)। (খ) তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP 2011-2016)। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি HPNSDP এর আওতায় নিম্নলিখিত ৩২টি অপারেশনাল প্লানের মাধ্যমে সমন্বীতভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে ঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওপি ঃ

১. ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেল্‌থ
২. এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী
৩. কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল
৪. টিবি এন্ড লেপ্রোসি কন্ট্রোল
৫. হেল্‌থ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন
৬. ইম্প্রুভড হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট
৭. কমিউনিটি বেসড হেল্‌থ কেয়ার
৮. অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার
৯. নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস এন্ড আদার পাবলিক হেল্‌থ ইন্টারভেনশন
১০. ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এন্ড সেইফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন
১১. প্রি সার্ভিস এডুকেশন
১২. ইন সার্ভিস ট্রেনিং
১৩. ম্যানেজমেন্ট ফর প্রোকিউরমেন্ট ,লজিস্টিক এন্ড সাপ্লাইজ
১৪. প্লানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্স
১৫. এইচআইএস এন্ড ই-হেলথ
১৬. ন্যাশনাল আই কেয়ার
১৭. ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওপি ঃ

১৮. ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী

১৯. ফ্যামিলী প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী
২০. ম্যাটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেল্‌থ
২১. ইনফরমেশন,এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন
২২. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)
২৩. প্রোকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট
২৪. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন

মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওপি ঃ

২৫. ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট
২৬. সেক্টর ওয়াইজ প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং
২৭. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
২৮. ইম্প্রুভড ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট
২৯. স্ট্রেংদেনিং অফ ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট
৩০. ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
৩১. হেল্‌থ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইনেন্সিং
৩২. নার্সিং এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস

উপরোক্ত ২টি সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সূচকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জন সম্ভব হয়েছে।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে সাফল্য

১. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঃ

এমডিজি ১ ঃ চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল ঃ ১৯৯০ সালে কম ওজনের শিশু ছিল ৬৬%; ২০১৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৩২.৬% এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০% যা অর্জিত হয়েছে।

এমডিজি ৪ ঃ শিশু মৃত্যুহ্রাসঃ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শিশু মৃত্যু অনেক হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩১ জন এবং নবজাতক মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ২৩ জন। নিপোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত "Bangladesh Demographic Health Survey-2007 (BDHS)" অনুযায়ী শিশু মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ৫২ জন হ্রাস পেয়ে BDHS-2014 অনুযায়ী ৩৮ জনে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, BDHS-2007 অনুযায়ী নবজাতক মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ৩৭ জন যা হ্রাস পেয়ে BDHS-2014 অনুযায়ী ২৮ জনে দাঁড়িয়েছে।

এমডিজি ৫ ঃ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঃ জাতিসংঘের ২০১৫ এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে ১৭৬ জন। নিপোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত "Bangladesh Maternal Mortality Survey-2010" অনুযায়ী ১৯৯০ সালে এই হার ছিল প্রতি লাখে ১৯৪ জন যা ২০১৫ সালে হ্রাস পেয়ে ১৪৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

এমডিজি ৬ ঃ এইডস সংক্রান্ত ঃ বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে এইচআইভি/এইডস ও এসটিডি বিষয়ে একটি কম প্রচলিত দেশ। জাতীয় এইডস ও এসটিডি প্রোগ্রাম (২০১৩) অনুযায়ী উচ্চ ঝুঁকি জনসংখ্যার মধ্যে ০.৭% এর কম এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত।

এমডিজি ৭ ঃ পরিবেশ ধারণক্ষমতা নিশ্চিতকরণ ঃ নিরাপদ পানীয় জলের জন্য সকলের প্রবেশাধিকার লক্ষ্যমাত্রার প্রায় সবটুকু অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ৯৭.৫% এর বেশি জনসংখ্যার জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে।

২. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

- কমিউনিটি ক্লিনিক সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান। এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে উর্ধ্বগামী রেফারেল সংযোগ আছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে যা এখন তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্য সুবিধার পাশাপাশি ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্য কর্মীদের কম্পিউটার প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
- সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল, এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWCs) জরুরী ভিত্তিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে
- বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসবের উপরে Community based Skilled Birth Attendant (CSBA) দের-কে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক নিরাপদ প্রসব সেবা সম্পন্ন হচ্ছে
- HPNSDP-এর মাধ্যমে সারাদেশে প্রসারিত স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে

মাতৃস্বাস্থ্যের জন্য ভাউচার স্কীম ঃ গরীব ও দুস্থ মহিলাদের মাতৃস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম বাস্তবায়ন করছে । বর্তমানে এই প্রোগ্রামটি দেশের ৪১ টি জেলার ৫৩ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশের সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ঃ ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণে Mass Drug Administration (MDA) দেশের ১৯টি ফাইলেরিয়া কবলিত জেলায় (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বরগুনা) সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে ফাইলেরিয়া সংক্রমণের হার হ্রাস পেয়েছে।

কালাজ্বর ঃ বাংলাদেশে কালাজ্বর দূরীকরণ প্রোগ্রামের (NKEP) মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে কালাজ্বর দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে প্রতি ১০,০০০ জনে ১ জন। ২০১৪ সালের শুরুতে Moderate and hyper-endemic উপজেলাগুলোতে "কালাজ্বর সংক্রমণ নয়" শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই

কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য মধ্য ও সীমান্তবর্তী ১০০টি কালাজ্বর কবলিত উপজেলায় National Rapid Response Team গঠন করা হয়। কালাজ্বরের উৎস অনুসন্ধানের নিমিত্ত ২০১৪ সালে এই কর্মীদলের মাধ্যমে মোট ১০০টি Investigation সম্পন্ন হয়।

Emerging and Re-emerging Disease Control Program : এই প্রোগ্রামের প্রধান বিষয় হলো-জলাতঙ্ক, অ্যানথ্রাক্স, নিপাহ, চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং antimicrobial প্রতিরোধ। এই রোগগুলো প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৫ সালে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- ভাইরাল হেপাটাইটিস এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ইবোলা ভাইরাস প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা;
- সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জেলা পর্যায়ে জলাতংক প্রতিরোধের লক্ষ্যে ডাক্তার, নার্স ও store-keeper-দের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান
- সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালীতে একটি জাতীয় জলাতঙ্ক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে প্রায় ৩৫০ থেকে ৪৫০ জন কুকুর কামড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের দৈনন্দিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এভিয়ান এবং পৃথিবীব্যাপি ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য বাংলাদেশে আধুনিকমানের Diagnostic Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ৬৪টি জেলা হাসপাতালে এটার জন্য আলাদা ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এই ইউনিটগুলোতে অন্যান্য সংক্রামিত রোগও সনাক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ নিপা ভাইরাস সংক্রমণ, মেনিনজাইটিস, ডিপথেরিয়া, এনসেফালাইটিস ইত্যাদি।

টিবি নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি ঃ ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে ডটস্(DOTS) প্রবর্তনের পর থেকে টিবি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এসেছে। টিবি সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে DOTS coverage এর মাধ্যমে NTP (National TB control Program) ২০০৭ সালে সকল উপজেলায় ১০০% পড়াবৎধমব করতে সম হয়েছে। ২০১৫ সালে টিবি সংক্রান্ত মোট ২,০৯,৪৩৮ টি case National TB Control Program (NTP)-এ রিপোর্ট করা হয়। ২০১৪ সালে নিবন্ধিত নতুন Smear-positive case গুলোর মধ্যে ৯৪% এর সফলভাবে চিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে NTP এর মাধ্যমে।

৪. অসংক্রামক রোগ ঃ

বর্তমানে চলমান সেক্টর কর্মসূচি HPNSDP-এ অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকে সর্বাধিক গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানির আর্সেনিক ঃ আর্সেনিক প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি সহায়তায় নিম্নলিখিত মূল কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

- আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পানে গণসচেতনতা বৃদ্ধি;
- আর্সেনিক প্রতিরোধে নলকূপের পানি পরীক্ষা;
- বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান কর্মসূচির মাধ্যমে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী সনাক্তকরণ;
- সনাক্তকরণ, রোগ নির্ণয়, রোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রতিক্রিয়া ঃ জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রতিকারের বিষয়ে ডাক্তার ও নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিশেষ কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া WHO ও IEDCR এর যৌথ উদ্যোগে উপকূলীয় ও খরা-প্রবণ জেলাগুলোতে "Health Vulnerability and Adaptation" কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

অটিজম ঃ জাতীয় স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম অটিজমকে অগ্রাধিকার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ঃ-

- সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- ১৭ সদস্যবিশিষ্ট অটিজম কারিগরি গাইডেন্স কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সমন্বয়ে অটিজম সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনাসহ জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- স্নাতক চিকিৎসা পাঠ্যসূচিতে অটিজমের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইপনা (Institute for Pediatric Neuro-disorder and Autism) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অটিজম বিষয়ক একটি আলাদা Cell গঠন করা হয়েছে।

৫. নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ঃ

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচি (SBTP) বাস্তবায়নাধীন আছে। তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি HPNSDP-এর অধীনে এই কার্যক্রমটি চালু রয়েছে। বর্তমানে SBTP এর সাপোর্টে মোট রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্রের সংখ্যা ২১৯; তন্মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে ৯২টি।

৬. বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতি ঃ

Health, Population and Nutrition Sector Development Program (HPNSDP) এর মাধ্যমে ২০১১ সালে জাতীয় পুষ্টি সেবা (NNS) কার্যক্রম চালু হয়।

জাতীয় পুষ্টি সেবা (NNS) এর মূল কার্যক্রম গুলো হলোঃ

- প্রশিক্ষণ;
- সুবিধা ভিত্তিক সেবা;
- সম্প্রদায়/এলাকা ভিত্তিক পুষ্টি সংক্রান্ত কাজ;
- পুষ্টিসেবা এলাকায় মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- সাধারণ জনগণের জন্য মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টের যোগান দেওয়া ইত্যাদি।

জাতীয় পুষ্টি সেবাকার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে IMCI corner স্থাপনের মাধ্যমে পুষ্টি সেবা প্রদান করা।

Vitamin A Supplementation Program : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি হিসেবে Vitamin A Supplementation প্রোগ্রামটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। প্রতি বছর ২ বার জাতীয় ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইন (NVAC) এর মাধ্যমে ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদেরকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ করা হয়।

৭. রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ঃ

প্রাদুর্ভাব ও তদন্ত যাত্রার শুরু থেকেই IEDCR এর মাধ্যমে অসংখ্য outbreak investigation সম্পন্ন হয়েছে: (ক) ২০০৯ সালে ১০টি (খ) ২০১০ সালে ১৭টি (গ) ২০১১ সালে ২২টি (ঘ) ২০১২ সালে ৮টি (ঙ) ২০১৩ সালে ২০টি (চ) ২০১৪ সালে ১৮টি এবং (ছ) ২০১৫ সালে ২৭টি।

৮. Health Information System, e-Health :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের Management Information System (MIS-DGHS) এর উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ডিজিটাল এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন: ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে MIS-DGHS বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি লাভ করেছে। ২০১৫ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত Measurement and Accountability for Results in Health (MA4 Health) Summit-এ বাংলাদেশকে Honoraray Sponsor প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে সমগ্র দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা বিস্তারে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ০২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল পর্যায়ে ট্যাবলেট কম্পিউটার ও ল্যাপটপ বিতরণ করেন।

৯. স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সদ্ব্যবহার ঃ

USAID-এর সহায়তায় এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্প ঃ USAID এবং ডিএফআইডি এর অর্থায়নে এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (NHSDP) বাংলাদেশের শহর কেন্দ্রিক বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা বিনিয়োগ প্রকল্প। ২৬টি জাতীয় এনজিও, ৩৯২টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ১০,১৮৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ৭,৩২১টি কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে এই সেবা প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ঃ

স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও অধিকতর উন্নত সেবা প্রদানের নিমিত্ত সেক্টর কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনের নিরিখে বিগত ৭ বছরে নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে হাসপাতাল ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও বাস্তবায়িত আছে ঃ

১. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন
২. ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ
৩. ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস
৪. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন
৫. এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি ইন ঢাকা
৬. ইএনটি এবং হেড-নেক ক্যান্সার হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন
৭. রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ
৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণতকরণ
৯. শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গোপালগঞ্জ
১০. এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার
১১. ঢাকা শিশু হাসপাতালে কার্ডিয়াক সেন্টার স্থাপন
১২. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৩. সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৪. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল
১৫. কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপন
১৬. শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, কিশোরগঞ্জ
১৭. এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট অব ট্রমা সেন্টার এ্যাট গোপালগঞ্জ
১৮. জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ
১৯. এ্যাক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের স্পেশালাইজড হসপিটাল, খুলনা
২০. এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ
২১. এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট অব ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম ইন বিএসএমএমইউ
২২. শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন
২৩. এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট অব নার্সিং ইনস্টিটিউট অব পাবনা
২৪. এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড প্রাকটিস নার্সেস ইন বাংলাদেশ

১০. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ঃ

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর এই লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে ঃ

* স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত সম্পদের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
* স্বাস্থ্য খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে সম্পদের সমারোহ বৃদ্ধি করা;
* দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করে সাশ্রয়ীমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

এই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট নীতি, কৌশল প্রণয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গত ০৭ বছরের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন ঃ

Health Care Financing Strategy 2012-2032 প্রণয়ন ঃ
Health Economics Financing Operational Plan-এর অন্তর্ভূক্ত স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট সীমিত সম্পদ সফল বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর সুফল লাভের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজ করে থাকে। এর অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) এ বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ২০৩২ সাল নাগাদ সকলের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Health Care Financing Strategy (HCFS) 2012-2032 প্রণয়ন করেছে। Health Care Financing Strategy এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ, জনসাধারণ বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যয় লাঘব করে তাদের অর্থিক সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে অধিক সম্পদের যোগান নিশ্চিতকরণ।

'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' (SSK) শীর্ষক পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ
২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত Health Care Financing Strategy-র অধীনে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অন্যতম হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি। এই কর্মসূচি বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলায় পাইলট হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির অধীনে দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পাইলটের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি রোগের অন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। গত ২৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে কালিহাতী উপজেলায় কার্ড প্রদানের মাধ্যমে SSK কার্যক্রম উদ্বোধনের পর SSK বেনিফিট প্যাকেজের নির্ধারিত ৫০টি রোগের চিকিৎসা প্রদানের জন্য ২২,৪৯৬টি পরিবারকে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে এবং তারা সুনির্দিষ্ট বেনিফিট প্যাকেজের আওতায় বিনামূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন।

Resource Allocation Formula প্রণয়ন ঃ
বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আকার (Size of Facilities) বিবেচনা করা হয়। বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের বয়স ও লিঙ্গভেদে স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনীয়তার ভিন্নতা, জনগণের মধ্যে বিদ্যমান দারিদ্রের মাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয় না। ফলে প্রয়োজন ভিত্তিক (Need Based) বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত হয় না। সম্পদ বন্টনের সমতা (equity) নিশ্চিত করা ও জনগণের প্রয়োজনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়ার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক প্রয়োজন ভিত্তিক Resource Allocation Formula প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প শুরু করা হবে।

Public Expenditure Review (PER) প্রণয়ন ঃ
Public Expenditure Review (PER) এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে সরকারী বরাদ্দের (রাজস্ব ও উন্নয়ন) বছর ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি, বাজেট বন্টন ও বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিমাপসহ উপাত্তসমূহের নানামুখী বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়। Public Expenditure Review (PER) in Health Sector ১৯৯৭-২০১৪ এর রিপোর্ট প্রকাশ ও ডেসিমিনেশন করা হয়েছে। এটি নিয়মিতভাবে প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

National Health Accounts প্রণয়ন ঃ
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যয় নিরূপন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে National Health Accounts শীর্ষক গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এতে স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয় নির্ণয় এবং ব্যয়িত অর্থের কতটুকু জনগণ নিজেরা বহন করে, কতটুকু সরকার এবং কতটুকু উন্নয়ন অংশীদারসহ বিভিন্ন এনজিও ব্যয় করে তা নির্ণয় করা হয়। ফলে স্বাস্থ্য খাতে নীতি প্রণয়ন, গবেষণা ও পরিকল্পনার কাজে National Health Accounts এর তথ্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সনে National Health Accounts এর ৩য় রাউন্ড প্রকাশ (১৯৯৭-২০০৭) করা হয়েছে। National Health Accounts এর ৪র্থ রাউন্ড (১৯৯৭-২০১২) প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪র্থ রাউন্ডের ডাটা সংগ্রহ এবং ডাটা বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি বছরে এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ
দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের একটি অন্যতম কাজ। গত ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত স্বাস্থ্য

অর্থনীতি ইউনিট হতে মোট ৪৪ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের মোট প্রায় ৮৮৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন ঃ

স্বাস্থ্য অথনীতি সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৯০ টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করেছে। এতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তরে ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী কর্মকর্তা, ম্যানেজার, সেবাপ্রদানকারী (ডাক্তার, নার্স) সহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৬৭৫০ জন অংশগ্রহণ করেছে।

জেন্ডার এনজিও স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জিএনএসপিইউ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কার্যক্রমে জেন্ডার মূলধারাকরণ নিশ্চিত করতে পলিসি রিসার্চ ইউনিট হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এখাতে কর্মরত এনজিওদের সাথে কার্যকরী সমন্বয় সাধন এবং নীতি-নির্ধারণ ও সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের (স্টেকহোল্ডার) অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিকরণে এ ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গবেষণা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ঃ

বিগত সাত বছরে জিএনএসপি ইউনিট জেন্ডার, উইমেন হেলথ সার্ভিস এবং Violence against Women বিষয়ে তিনটি গবেষণা/ ডকুমেন্ট সম্পাদনা ও প্রস্তুত করেছে : যা নিম্নরূপ:

- Assessing Violence Against Women (VAW) victims health care Need Assessment and Engendering Health Information System (HIS) 2013.
- Database Structure on Gender Equity & Human Rights 2015.
- Situation Analysis of Government Initiatives for Attaining Gender Equity in HPN Sector 2015.
- Gender Equity Strategy 2014.

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

Gender, Equity, Gender mainstreaming বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং Violence against Women (VAW) victims কে সেবা প্রদানের বিষয়ে সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জিএনএসপি ইউনিট ঢাকাতে এবং মাঠ পর্যায়ে মোট ৪৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তরে ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী কর্মকর্তা, ম্যানেজার, সেবাপ্রদানকারী (ডাক্তার, নার্স) সহ বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৫৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

Gender Equity Strategy 2014 ও Gender Equity Action Plan

মন্ত্রণালয়ের জিএনএসপি ইউনিট ২০০১ সালে প্রণীত Gender Equity Strategy GES ২০০১ কে Gender Equity Strategy GES ২০১৪ হিসেবে হালনাগাদ করা হয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে GES ২০১৪ প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে Gender Equity Action Plan (GEAP) প্রণীত হয়। বর্তমানে এই GEAP অনুযায়ী ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যানসমূহে কার্যক্রম সমন্বয়ের কাজ চলছে। Gender Equity Human Rights database structure সম্পন্ন হয়েছে।

কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট ঃ

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য 'মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ'। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট স্থাপন করেছে।

কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট এর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া যা দ্বারা মানসম্মত টুলস, নীতিমালা, স্ট্যান্ডার্ডস্ ক্লিনিক্যাল প্রোটোকল, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং কার্য প্রণালী (SOP) এবং সূচকসমূহ প্রস্তুত এবং কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে যা মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নীতিনির্ধারকদের, পরিকল্পনাকারীদের এবং সেবা প্রদানকারীদের পরিচালনা করার সাথে তাদের নিজ নিজ অংশের কাজের ফলাফলের প্রভাবসমূহ মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতে সকল মান উন্নয়ন এবং মান নিশ্চিতকরণে সম্পৃক্ত ও সমন্বয় করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্য অর্জন প্রতিষ্ঠার সাথে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবার সমন্বয় করবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়নের মান নিশ্চিতকরন অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার উপর এবং বিভিন্ন সুযোগের তুলনামূলক উপকারীতার উপরনির্ভর করে। এই পরিকল্পনা গৃহীত হয় মান উন্নয়নের এ্যাপ্রোচ এবং একই সাথে এর পূর্ববর্তী মান নিশ্চিতকরন প্রোগ্রাম হতে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন তৈরী হয়েছে।

জাতীয় কৌশলপত্রে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামগ্রিকভাবে তাত্ত্বিকদিকও সাংগঠনিকদিক সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ছয়টি ভাগে বিভক্ত রয়েছে এবং এর মধ্যে ভিশন, মিশন ও প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদি।

কমিউনিটি ক্লিনিক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করছেন

কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃরুজ্জীবিত করণের শুরু হতেই স্বাস্থ্য সেবার মূলধারার সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১১ হতে RCHCIB প্রকল্পের পাশাপাশি HPNSDP এর আওতায় Community Based Health Care (CBHC) অপারেশনাল প্লান এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। RCHCIB প্রকল্পের মেয়াদ অন্তে জুলাই ২০১৫ হতে CBHC অপারেশনাল প্লান এর মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক এর সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ভূমিকা ঃ

কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনন্য সৃষ্টি এবং বর্তমান সরকারের সাফল্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যা দেশে-বিদেশে নন্দিত। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগণ নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা পাচ্ছেন। এটি জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রয়াসে বাস্তবায়িত একটি কার্যক্রম। জনমূখী এ কার্যক্রম ১৯৯৬ সালে গৃহীত হয় যার বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৮-২০০১ সময়ে ১০০০০ এর অধিক কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত ও অধিকাংশই চালু করা হয় এবং জনগণ সেবা পেতে শুরু করে। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং এ অবস্থা ২০০৮ সাল অবধি চলমান থাকে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় নদীভাংগন ও অন্যান্য কারণে ৯৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১০৬২৪টি বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে ২০০৯ সাল হতে Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh (RCHCIB) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃরুজ্জীবিতকরণ কার্যক্রম শুরু হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯৮-২০০১ সময়ে নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির প্রয়োজনীয় মেরামত, জনবল পদায়ন, ঔষধ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ এবং নতুন নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়। এটি ২০১৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার অবিচ্ছেদ্দ অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

গত ০৭ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

* **কমিউনিটি ক্লিনিক চালুকরণ ঃ** বর্তমানে ১৩৩২৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে এবং সেবাদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

* **নির্মাণ ঃ** মোট কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ঃ ১৩৮৬১টি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী RCHCIB (কমিউনিটি ক্লিনিক) প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (নবনির্মিত ও পুরাতনসহ) মোট ১৩৩৬৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ১৩৩২৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে এবং ১৭ টি খুব শীঘ্রই চালু করা হবে। এছাড়া ৩৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

অবশিষ্ট ৪৮৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ৩০০টি JICA এর অর্থায়নে, ১০টি TIKA এর অর্থায়নে ও ১৭৫ টি সেক্টর প্রোগ্রাম এর আওতায় নির্মিত হবে। আরও ১০২৯ টি পুরোনো ওয়ার্ডে যেখানে কমিউনিটি ক্লিনিক নেই সেখানে নতুন করে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

* **জনবল নিয়োগ ঃ** RCHCIB প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প কার্যালয়ে ৩৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে ১৩৮৬১ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে অনেক সিএইচসিপি'ই চাকুরী হতে অব্যাহতি নেয়ায় বর্তমানে ১৩২২০ জন সিএইচসিপি কর্মরত আছে।

* **কমিউনিটি ক্লিনিকে তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিক হতে অন-লাইন রিপোর্ট এবং তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ১টি করে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে।

বর্তমানে সকল কমিউনিটি ক্লিনিক হতে অন-লাইন রিপোর্টিং হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার, ফরম, এএনসি কার্ড, জিএমপি কার্ড ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এসব রেজিস্টারে তথ্য সরক্ষণ করা হচ্ছে।

*** ঔষধ ক্রয় ও সরবরাহ ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিকে বর্তমানে ২৭ প্রকার ঔষধ এবং ২ প্রকার পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি উপকরণ সরবরাহ করা হয়

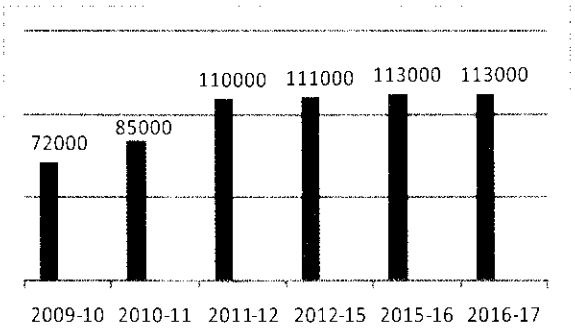

*** কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণকারীদের ভিজিটের সংখ্যা ঃ** ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ৫৭.৩৬ কোটির অধিক ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ সেবা গ্রহণ করেছেন এবং ৯৪.৭৩ লক্ষ এর অধিক জরুরী ও জটিল রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে।

গড়ে দৈনিক ১টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩৮ জন সেবাগ্রহণকারী ভিজিট করেছেন। উল্লেখ্য যে, সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৮০% মহিলা ও শিশু।

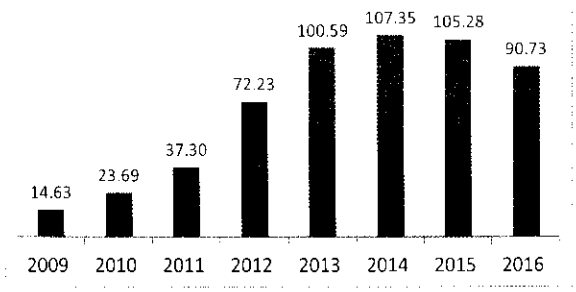

*** কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব ঃ** সারাদেশে ১১০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালিত হচ্ছে এবং ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৩৫৪২টি (অনলাইন রিপোর্ট অনুযায়ী) স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

*** সিএইচসিপি প্রশিক্ষণ ঃ**

মৌলিক প্রশিক্ষণ ঃ নিয়োগকৃত সিএইচসিপিদের ১২ সপ্তাহ ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ (৬ সপ্তাহ তাত্ত্বিক ও ৬ সপ্তাহ ব্যবহারিক) প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে কর্মরত সকল সিএইচসিপিদের ১ সপ্তাহ ব্যাপী পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

SBA প্রশিক্ষণ ঃ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মরত সকল মহিলা CHCP দের ৬ মাস ব্যাপী Community Skilled Birth Attendant (CSBA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে ১৯৩৫ জন মহিলা CHCP কে CSBA প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্টদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

*** কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এর সার্বিক পরিচালনা ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের নিমিত্তে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১৩-১৭ সদস্য বিশিষ্ট ১ টি কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) এবং এ গ্রুপকে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১৩-১৭ সদস্য বিশিষ্ট ৩ টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউনিয়নস্থ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কমিউনিটি গ্রুপের মাধ্যমেই কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ অধিকতর নিবীড়করণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

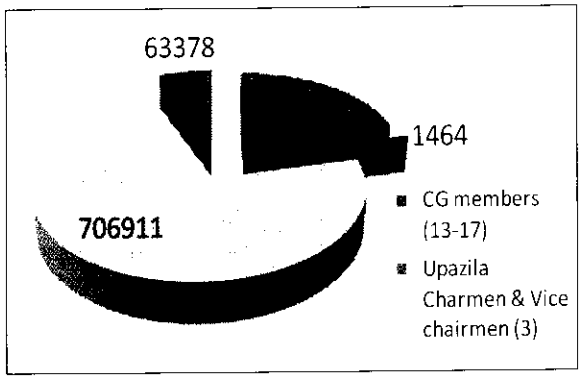

*** কমিউনিটি গ্রুপ প্রশিক্ষণ ঃ**

কমিউনিটি গ্রুপ প্রশিক্ষণ ঃ ১২৫৫০ টি কমিউনিটি গ্রুপের মোট ২,১৩,৩৫০ জন সদস্যকে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

*** কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ প্রশিক্ষণ ঃ**

কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ প্রশিক্ষণ ঃ ৩৭৫০০ টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের মোট ৬,৩৭,৫০০ জন সদস্যকে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় তাদের ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের কমিউনিটি গ্রুপ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে সারাদেশে ১৪৮ টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।

*** শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিকের পুরস্কার প্রদান ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার পরিমান ও মান; অবকাঠামো; কমিউনিটি গ্রুপ ও সাপোর্ট গ্রুপ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা; স্বাভাবিক প্রসব; স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, তহবিল সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থানপার বিবেচনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক নির্বাচন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দুই বছরে বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিকের পুরস্কার বিতরণ করেছেন।

*** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ: ৭ কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ কার্যক্রম ঃ**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ এর লক্ষ্যে ৭ টি বিশেষ উদ্যোগের সাথে কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রান্ডিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে "শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাচায় প্রাণ" এ শ্লোগানটি কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্রান্ডিং কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রান্ডিং এর লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও শ্লোগান সম্বলিত ব্রান্ডিং এর লোগো প্রস্তুত, প্রত্যেক কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রান্ডিং এর লোগো সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন, পোস্টার বিতরণ, সকল কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ব্যানার ও বিলবোর্ড স্থাপন, টিভি স্পট প্রচার, দূর্গম এলাকা গুলোতে জনসংযোগ কার্যক্রম ইত্যাদি।

এসকল উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম আরো জনপ্রিয়তা লাভ করবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামে পরিচিতি পাবে।

*** সরকারী- বেসরকারী সহযোগিতা ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে জনগণের সচেতনতাবৃদ্ধি ও সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সরকারি- বেসরকারি সমন্বয় এর আওতায় ১৬ টি দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বেশীর ভাগ সংস্থা কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের দক্ষতা ও জনগনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়া কোন কোন সংগঠন মা ও শিশুদের পুষ্টির মানোন্নয়নে কাজ করছে। ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভয়েস কল ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণের আহ্বান সম্বলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভয়েস কল ২ কোটির অধিক গ্রামীণ মোবাইল ফোন গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে
- **ধারাবাহিক টিভি নাটক ঃ** ১৩ পর্বের একটি ধারাবাহিক টিভি নাটক (আমাদের নিশ্চিন্তপুর) বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে এবং একটি বেসরকারী টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নাটকটি প্রচারকালীন সময়ে দর্শকদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়
- **টিভি স্পট ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সংক্রান্ত ৩টি টিভি স্পট (প্রতিটি ১ মিনিট ব্যাপী) নির্মিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।
- **ডকুমেন্টারী ঃ** ৬টি অডিও ভিজুয়্যাল ডকুমেন্টারী (১টি-১০ মিনিট, ৩টি-৫ মিনিট, ১টি-১৪ মিনিট ও ১টি- ৭ মিনিট ব্যাপী) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ফোরামে প্রদর্শিত হচ্ছে।
- **ফ্লাশ কার্ড ঃ** প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এর উপর নির্মিত "সোনালী আলো" ছবি ও বার্তা সম্বলিত ফ্লাশ কার্ড (প্রতিটি সেটে ২৬ টি কার্ড) সরবরাহ করা হয়েছে এবং এগুলি স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **ব্রশিউর ও নিউজ লেটার ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত ব্রশিউর (৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত) এবং নিউজ লেটার (৩য় সংখ্যা পর্যন্ত) প্রকাশ করা হয়েছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসহ উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
- **দেয়াল লিখন ঃ** দেশের বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে (৪২০০০ বর্গফুট) দেয়াল লিখন (কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ও বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত) সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **বিল বোর্ড স্থাপন ঃ** জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক এর তথ্য সম্বলিত বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- **ওয়েব সাইট ঃ** কমিউনিটি ক্লিনিকের একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.communityclinic.gov.bd) খোলা হয়েছে এবং এটিতে কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়।
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের Help Line এর মাধ্যমে সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদেরকে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং মোবাইল গ্রাহকদের নিকট Voice Call প্রেরণ করা হয়েছে।
- প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে (প্রতিটি উপজেলায় ২ টি করে) কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত Mass Campaign পরিচালিত হয়েছে।
- **কমিউনটি ক্লিনিক দিবস ঃ** প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।
- জাতির জনকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর কমিউনিটি ক্লিনিকে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়।
- ৮ মার্চ এবং তৎপরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম মনিটরিং ঃ

- মাসিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ। উল্লেখ্য যে, সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে ল্যাপটপ ও মডেম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে অনলাইনে রিপোটিং হচ্ছে।
- নিয়মিত কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শণ (সুনির্দিষ্ট চেকলিষ্ট সহ)।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত "সিএইচসিপি"-দের মোবাইলের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়।
- মাসিক সভায় (জাতীয়/বিভাগ/জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে) কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা।

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের সন্তষ্টি ঃ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং জনগণের সন্তষ্টি নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	জরিপ / মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান	জরিপের বিষয়	ফলাফল
১	NIPORT (জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট) - ২০১১	রোগীদের সন্তুষ্টি	৮০%
২	IMED (পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)- ২০১১২	রোগীদের সন্তুষ্টি	৯৩%
৩	NIPSOM (জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান)- ২০১৩	রোগীদের সন্তুষ্টি	৯৮%
৪	PPRC (Partnership & Power Research Center)- 2015	রোগীদের সন্তুষ্টি	৮৪%

* গ্রামীণ জনগণের প্রায় ১০০% কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পক্ষে মত পোষণ করেন।

জনগণের সন্তষ্টির উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	কারণসমূহ
১	লোকালয়ে বা বাড়ীর কাছেই কমিউনিটি ক্লিনিকের অবস্থান
২	একই স্থান/কেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি
৩	সকল সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যায়
৪	সেবা গ্রহণের জন্য পরিবহন খরচ হয় না এবং কম সময় ব্যয় হয়
৫	সহজেই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক উপদেশ পাওয়া যায়
৬	জরুরী ও জটিল রোগীদের উচ্চতর পর্যায়ে সঠিক প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়
৭	সেবাদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা সন্তোষজনক
৮	সেবাদানকারী একই এলাকার বাসিন্দা
৯	সেবাদানকারীদের ভাল ব্যবহার
১০	স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালিত হয়

উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বিষয়ে Rapid Assessment পরিচালনা, CHCP প্রশিক্ষণে TA ও আর্থিক সহযোগিতা, সুপারভিশন ও মনিটরিং এর জন্য আর্থিক সহায়তা এবং ডকুমেন্টারী ও ডকুমেন্টেশনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

JICA ঃ JICA কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি), কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং ১ম সারির সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

GAVI-HSS : GAVI-HSS ১৩ জেলায় কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের দক্ষতা বৃদ্ধি, সুপারভিশন-মনিটরিং ও IEC সামগ্রী সরবারহ, ১৬২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১৬২টি স্বাভাবিক প্রসব কক্ষ নির্মাণ করেছে। পরবর্তীতে GAVI-HSS ৩২ জেলায় এই সহযোগিতা সম্প্রসারিত করেছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় সেবাসমূহ ঃ

- মহিলাদের প্রসব-পূর্ব (গর্ভকালীন), প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর (ডেলিভারী পরবর্তী ৪২ দিন) অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং কোন জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব জরুরী প্রসূতি সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ করা
- সদ্য প্রসূতি মা (৬ সপ্তাহের মধ্যে) এবং শিশুদের (বিশেষত ঃ মারাত্মক পুষ্টিহীন, দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া এবং হামে আক্রান্ত) ভিটামিন-এ ক্যাপসুল প্রদান
- মহিলা ও কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা সনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান; কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান
- ইপিআই সিডিউল অনুযায়ী শিশুদের প্রতিষেধক (যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েনজি-বি) এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকাদান; ১৫ বছর বয়সের নীচের শিশুদের মধ্যে সন্দেহজনক এএফপি (১৫ বৎসরের নীচে শিশুর হাত পা বা যেকোন অংগ হঠাৎ অবস বা দূর্বল হওয়া) সনাক্ত করে রেফার করা;

- এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের ৬ মাস পর পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো এবং রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের খুঁজে বের করে চিকিৎসা প্রদান
- আয়োডিনের স্বল্পতা, কৃমি, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (ARI), যক্ষ্মা (DOTS সহ), কুষ্ঠ (MDT পর্যানুসরণ), ম্যালেরিয়া, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া, ত্বকের ছত্রাক ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান/রেফার কিংবা উচ্চতর হাসপাতাল/ক্লিনিকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে ঔষধ প্রদান/অনুসরণ
- ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদেরকে খাওয়ার স্যালাইন ও জিংক বড়ি (শিশুদের ক্ষেত্রে) এর সাহায্যে চিকিৎসা করা; প্রয়োজনে রেফার করা এবং খাওয়ার স্যালাইন প্রস্তুত ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দান
- সদ্য বিবাহিতা এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিবন্ধীকরণ, সম্ভাব্য প্রসব-তারিখ সংরক্ষণ এবং প্রসবের তারিখ সমাগত হলে যোগাযোগ করা
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ
- কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর ঘটনা পর্যালোচনা করার মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান
- নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UHFWC) কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে আগ্রহী মহিলাদের আই.ইউ.ডি. (IUD) স্থাপন, প্রথম ডোজ গর্ভ নিরোধক ইনজেকশন প্রদান এবং জন্মনিরোধকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান একইভাবে চিকিৎসা সহকারী (MA)/ উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেডিকেল অফিসারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিকিৎসা প্রদান
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) এবং স্বাস্থ্য সহকারী (HA) কর্তৃক নির্ধারিত বিধি বিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় ও পরবর্তী ডোজ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রদান
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে জটিল রোগীদের চিহ্নিত করণ ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা প্রদানপূর্বক দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা
- শারীরিক, মানসিক, স্নায়ুবিক, শ্রবন, অটিজম, দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের দ্রুত সনাক্ত করে কাউন্সেলিং ও রেফারেলের ব্যবস্থা করা
- সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, কাটা , পোড়া, দংশন, বিষক্রিয়া, হাঁপানী, চর্মরোগ এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনে উচ্চতর হাসপাতালে প্রেরণ
- ক্লিনিকে আগত সেবা গ্রহণকারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন (পরিবেশ স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি পান ও পয়ঃনিস্কাশন), সুষম খাদ্যাভ্যাস, টিকার সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ, কৃমি প্রতিরোধ, শাল দুধ সহ বুকের দুধের সুফল, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, এইচআইভি/এইডস সহ অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও এর বিভিন্ন পদ্ধতি এবং আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ধূমপান, তামাক, জর্দা, সাদাপাতা, গুল বা অন্য কোন নেশা/মাদক জাতীয় সামগ্রী বিপনন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করা। একই সাথে গর্ভকালীন ৫টি বিপদচিহ্ন, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় যত্ন, নবজাতকের ৬টি বিপদ চিহ্ন এবং প্রসব পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করা
- অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- কনডম, খাবার বড়ি ইত্যাদির সার্বক্ষণিক সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ
- অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী যারা কোন কারণে বর্তমানে খাবার বড়ি/অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না কিংবা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসাধীন রোগী, যারা ঔষধ সেবনের জন্য আসছেন না বা প্রথম/দ্বিতীয় ডোজ টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা দ্বিতীয়/তৃতীয় ডোজ টিকা নিতে ক্লিনিকে আসছেন না অথবা গর্ভবতী মহিলা যারা প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করেনি তাদেরকে খুঁজে বের করে পুনরায় চিকিৎসা/সেবা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা
- কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হবার পরও প্রয়োজনে বাড়ীতে গিয়ে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করা
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাদি থাকা সাপেক্ষে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা করা
- পারিবারিক পর্যায়ে শয্যাশায়ী রোগীদের যারা সেবা দেয় তাদের প্রশিক্ষণ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সংগঠিত করে ব্যায়াম ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন

অটিজম

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি, টেকনিক্যাল গাইডেন্স কমিটি ও জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন ঃ

বাংলাদেশে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা নিরসনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা কার্যকরণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্য ২০১২ সালে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কাজের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় ১৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সমন্বয়ে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৭ এ উন্নীত করা হয়। এ পর্যন্ত কমিটির ১৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যাবলী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ২০১২ সালে সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে সভাপতি করে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল গাইডেন্স কমিটিও রয়েছে।

অটিজম বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন ঃ

২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক ১ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়।

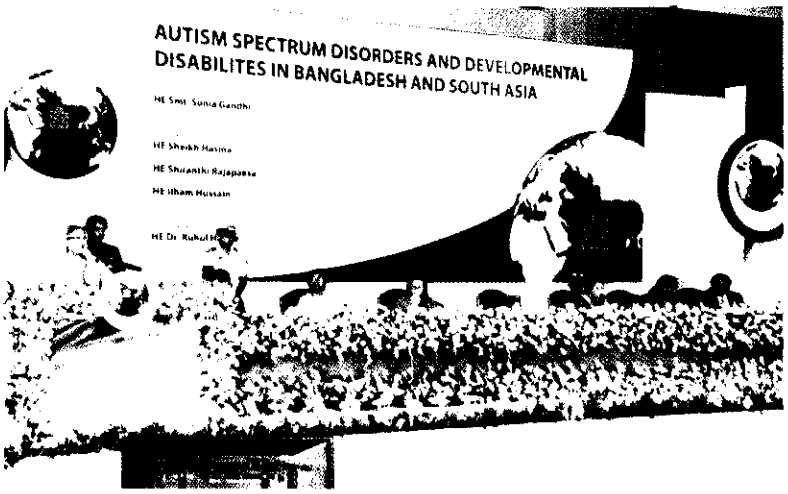

Bangladesh organized the first South East Asian Conference on Autism Spectrum Disorders (Dhaka, 2011)

Autism Speaks এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশী ও বিদেশী এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে এ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সের সাফল্য দেশে এবং বিদেশে Autism Spectrum Disorder সম্পর্কিত ব্যাপক কর্ম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে Autism Spectrum Disorder মোকাবিলায় সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে গভীর অভিনিবেশ সহযোগে ২০১২ সাল থেকে একটি বহুমুখি কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল" গঠন ঃ

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুততার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২০১৪ সালে সাময়িকভাবে "অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল" গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে অটিজম সেলকে স্থায়ী রূপ দেয়া এবং শক্তিশালী করণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্জার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা ঃ

শিশুদের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যার চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (CNAC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এটিকে ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) নামে আলাদা ইনস্টিটিউট হিসেবে রুপান্তর করা হয়।

ইপনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম -

- অটিজম রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপত্র প্রদান
- ডাক্তার, নার্স, অভিভাবক, পিতামাতা ও অটিজম কার্যক্রম সংশ্লিষ্টদের অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সচেতনতামূলক কার্যক্রম
- অটিজম শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল পরিচালনা (৩০ জন)
- অটিজম বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম

Early Screening Tools প্রণয়ন ঃ

বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক অটিজম সনাক্তকরণের প্রাথমিক Early Screening Tools প্রণয়ন কার্যক্রম সমাপ্তি পর্যায়ে রয়েছে। এ Tools প্রণয়ন হলে অটিজম সমস্যাটি প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ নিশ্চিত করা যাবে। এতে উপযুক্ত সময়ে যথাযথ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সমস্যাযুক্তদের জীবনমান উন্নততর করা সম্ভব হবে। একই সাথে Structural Referral System গড়ে তোলার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ সকল সমন্বিত কার্যকমের ফলে অটিজম সমস্যাযুক্ত শিশু প্রাথমিক সনাক্তকরণ থেকে শুরু করে সহজে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে Structural Referral System এর আওতায় পরবর্তী উচ্চতর সেবাক্রমের সুবিধাপ্রাপ্ত হবে।

প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ঃ

অটিজম এবং এনডিডি বিষয়ে আপামর জনগণকে সচেতন এবং সম্পৃক্ত করার লক্ষে সরকারী কর্মকর্তাগনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অটিজম এবং এনডিডি বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ মডিউল সকল উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রণয়ন করা হয়েছে।

Rehabilitation Council of Bangladesh সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ঃ

অটিজম এবং এনডিডি সমস্যাযুক্তদের সেবা প্রদানকারী অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পীচ থেরাপিস্ট, ফিজিও থেরাপিস্টদের কার্যক্রমকে আইনগত ভিত্তি প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে Rehabilitation Council of Bangladesh সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কাজ জাতীয় স্টীয়ারিং কমিটির মাধ্যমে হাতে নেয়া হয়েছে।

অটিজম সমস্যাযুক্ত সকল শিশুকে আগামী দুই বছরের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন ঃ

অটিজম সমস্যাযুক্ত সকল শিশুকে আগামী দুই বছরের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় স্টীয়ারিং কমিটি কর্তৃক অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আহ্বায়ক করে এ সংক্রান্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাব কমিটি দুটি সভা করে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে।

জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের দিকনির্দেশনা সম্বলিত জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই জাতীয় কৌশল পত্রে সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে গবেষণা /পাইলট স্টাডি ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল অপারেশনাল প্ল্যান এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর মাধ্যমে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ বিষয়ে ৭টি বিভাগের ৭টি উপজেলায় এবং ঢাকা শহরের ৫টি আরবান এরিয়ায় ০-৯ বছরের ৭২৮০ জন শিশুকে সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভের ফলাফল-Autism Spectrum Disorder (ASD) এর প্রিভালেন্স ০.১৫% (৩% শতাংশ ঢাকা শহরে এবং পল্লী এলাকায় ০.০৭%)। সার্ভের ফলাফল প্রকাশ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫;

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এর "WHO Excellence Award" ও "Distinguished Alumni Award" গ্রহণ ঃ

"67th Session of Regional Committee of WHO South East Asia" অনুষ্ঠানে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ করে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে অসামান্য অবদান রাখার জন্য জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে "WHO Excellence Award" প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত ব্যারি ইউনিভার্সিটি কর্তৃক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে "Distinguished Alumni Award" প্রদান করে।

শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম ঃ

ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ দেশের ১৫ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে।

যার মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভলপমেন্টাল সমস্যা যুক্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। আরও ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ০৯টি জেলা সদর হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

Saima Wazed Hossain, Chairperson of the National Advisory Committee on Autism and Neurodevelopmental Disabilities is receiving WHO Excellence Award from Dr. Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, WHO for the South East Asia.

ফাস্ট ট্রাক সার্ভিস ও মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভূক্তকরণ ঃ

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক ব্যক্তিদের ফাস্ট ট্রাক সার্ভিস দেওয়ার জন্য সকল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল হাসপাতালে কার্যক্রম চালুর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি

অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় সেলিব্রেটিদের অটিজম এ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচন ঃ

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা সম্পর্কে দেশের জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি অঙ্গন, ক্রীড়াঙ্গন, সাহিত্য অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের দিয়ে টিভি ফিলার নির্মাণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

World Health Assembly-তে Side Event এর আয়োজন ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিগত ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পরপর ০৩ (তিন) বছর ধরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮তম World Health Assembly-তে অটিজমের উপর Side Event এর আয়োজন করে আসছে। Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) শীর্ষক এজেন্ডাটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৩৩ তম Executive Board সভায় গৃহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Executive Board সভায় এজেন্ডাটি গ্রহণের বিষয়ে জেনেভাস্থ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। গত ২৩ মে, ২০১৪ তারিখ জেনেভায় অনুষ্ঠিত 67th World Health Assembly-তে উক্ত Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) শীর্ষক এজেন্ডাটি স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ ১৯২ টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক রেজুলেশনটি অটিজমকে global health priority হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

SEARO Conference, 2014 –এ অটিজমের উপর সাইড ইভেন্টের আয়োজন ঃ

গত ৮-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্যান প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁও তে "67th Session of Regional Committee of WHO South East Asia" এবং "32nd Health Ministers Meeting" অনুষ্ঠিত সভা চলাকালে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে "Global Initiative on Autism" নামক একটি সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল-যেখানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অফিসের আঞ্চলিক পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিং উপস্থিত ছিলেন।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অটিজম অন্তর্ভূক্তিকরণ ঃ

বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বাস্থ্য সেক্টরে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশ জনিত সমস্যা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

Situation Assessment and National Strategy and Action Plan on Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh প্রস্তুতকরণ ঃ

Institute for Community Inclusion (ICI), University of Massachusetts, Boston এর সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম কর্তৃক Situation Assessment of Autism and Neurodevelopmental disorders in Bangladesh এবং National Strategy and Action Plan on Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh এর প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির মাননীয় চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন জাতীয় কৌশলপত্র প্রকাশনা উপলক্ষে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ভূটানে অটিজম বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঃ

আগামী ১৯-২১ এপ্রিল ২০১৭ তিন দিন ব্যাপি ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders ২০১৭ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। Shuchona Foundation, Bangladesh এবং Ability Bhutan Society, Bhutan এ কনফারেন্স এর Technical Support প্রদান করছে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে: "Developing effective and sustainable multi-sectoral programs for individuals, families and communities living with Autism Spectrum Disorder and other neurodevelopmental disorders".

সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ভূটানকে Joint Convener করে Executive Committee, অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্তকে Convener করে Organizing Committee এবং সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে Convener করে গঠিত Scientific Committee কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের অটিজম সেল সম্মেলনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে। এ উপলক্ষে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা www.andd2017.org

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন ঃ

প্রতিবছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ এ মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করে আসছে। দিবসটির অংশ হিসেবে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও অটিজম সচেতনতার সাংকেতিক নীলাভ বাতি প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি কি?

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচিটি একটি সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা স্কীম। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট জার্মান উন্নয়ন সহযোগীতার আওতাভূক্ত KfW এবং GFA পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ স্কীমের ধারণাপত্র প্রস্তুত করেছে। এটি সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা সংক্রান্ত একটি মডেল যা বিগত কয়েক বছর সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ স্কীমের বিনামূল্যে গরীব রোগীদের অন্তঃবিভাগীয় সেবা প্রদানের কৌশলগত বিষয়টি মূলতঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সদস্য, এনজিও ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের গঠিত টিমের ভারত ও থাইল্যান্ড সফরের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

১. এসএসকে বীমার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে SSK Cell ও বীমা পরিচালনাকারী (scheme opearator) যথাক্রমে এসএসকে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। প্রতিযোগীতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে বীমা পরিচালনাকারী নির্বাচন করা হবে। এসব বীমা পরিচালনাকারীর মূল কাজ হবে বীমা সদস্যদের নিবন্ধন করা, বীমা কার্ড তৈরী করা এবং হাসপাতালের যাবতীয় দাবি/চাহিদা মেটানো।
- এসএসকে'র অফিস ঢাকায় থাকবে। বীমা পরিচালনাকারী উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থান করবে। প্রত্যেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ একটি করে SSK–Kiosk/বুথ থাকবে, যার দায়িত্বে অন্ততপক্ষে একজন বীমা কর্মকর্তা থাকবেন।
- এসএসকে সেল বীমা পরিচালনাকারী'দের সাথে চুক্তি সম্পাদন, মনিটরিং ও সমন্বয় সাধন করবে। এসএসকে সেল এসএসকে সদস্যদের রেজিস্ট্রার রক্ষনাবেক্ষণ, দরপত্র পরিচালনা ও বীমা পরিচালনাকারীদের নির্বাচন করবে। এছাড়া, দরিদ্রদের জন্য সংগৃহীত বীমার কিস্তি বীমা পরিচালনাকারীদের জন্য বরাদ্দ করবে, যাতে তারা হাসপাতাল দাবী করলে তা পরিশোধ করতে পারে।
- এসএসকে সেল প্রত্যেক পরিবারের জন্য সমহারে বীমার কিস্তি দাবী করবে। দারিদ্রতার বৈশিষ্ট্য পূরণকারী দরিদ্র পরিবারগুলোর (Below poverty level population) জন্য রাষ্ট্র বীমার কিস্তি (premium) পরিশোধ করবে। বীমা পরিচালনাকারীর সাথে দরকষাকষি করে এসএসকে সেল বীমার কিস্তির পরিমাণ ও সুবিধা প্যাকেজ (Benefit Package) নির্ধারণ করবে।
- এসএসকে সদস্যরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অথবা রেফারেলের (referral) ভিত্তিতে জেলা হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় (inpatient) চিকিৎসা সেবা পাবে। পরবর্তী ধাপে এতে বেসরকারী (Private hospitals/ clinics) ও এনজিও সুযোগ সুবিধাদি অন্তর্ভূক্ত হবে।

জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গত ২৪ মে ২০১৬ তারিখে কালিহাতী উপজেলায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে কার্ড প্রদানের মাধ্যমে SSK কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন।

- এসএসকে সেবার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুবিধা প্যাকেজ (Benefit Package) বিবেচনা করবে যাতে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, রোগ নির্নয় (diagnostics) এবং রেফারেলের ভিত্তিতে জেলা হাসপাতালে যাতায়াতের খরচ প্রদান করবে। বাংলাদেশ সরকার সেবা প্রদানকারীদের (Service provider) বেতন, অবকাঠামো এবং সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে।
- এসএসকে'র (SSK) সদস্যপদে সদস্যদের জন্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধা থাকবে ঃ ১.উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে কোন কো-পেমেন্ট (co-payment) লাগবে না; ২. সেবার মানোন্নয়নের (Quality of care) জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সেবা সম্পর্কিত নালিশ (grievance) জানানোর প্রবেশাধিকারের (access) থাকবে; ৩. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহে অবাধ প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে গ্যারান্টি থাকবে।
- উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোকে আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বাজেট (Gov. buget) ও এসএসকে'র বীমার কিস্তির দ্বারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। আর্থিক সহায়তা প্রদান (funding) দুই ধরণের হবে ঃ ১) রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদান; ২) অন্যান্য ব্যয় যেমন ঔষুধপত্র ক্রয় এবং রোগ নির্ণয় ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের যাবতীয় ব্যয় বীমার কিস্তির

দ্বারা সম্পাদিত হবে।

- উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোর মানসম্মত সেবা প্রদান একটি এক্রিডিশন (accreditation) প্রয়োজন। সরকারি আর্থিক সাহায্য (public subsidies) পাবার জন্য এবং এসএসকে'র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করার জন্য এগুলোকে একটি হাসপাতাল পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো (কালিহাতি, ঘাটাইল এবং মধুপুর) এবং জেলা হাসপাতাল (টাঙ্গাইল) এক্রিডিশন ছাড়াই চুক্তিবদ্ধ করা হবে।
- এসএসকে চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালগুলোকে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী (inpatient) প্রতি রোগ নির্ণয় গ্রুপের বা DRG প্রক্রিয়ায় (Diagnostics Related Group) ৫০টি অবস্থায় রোগ নির্নয় সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করবে। অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে হাসপাতাল এবং বীমা পরিচালনাকারী দরকষাকষি করবে। অর্থ দাবীর ইতিহাস (claim history) ও প্রাপ্ত বাজেটের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করা হবে।
- বীমা পরিচালনাকারী (ইনস্যুরেন্স কোম্পানি/বেসরকারী খাতে স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন) একটি নির্দিষ্ট পরিমান প্রশাসনিক ভাতা (Administrative cost) পাবে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে এসএসকে সদস্যরা শুধুমাত্র দরিদ্র পরিবারের লোকজন হবে, যাদের সমাজভিত্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী Community Based Poverty Targeting (BPL) থেকে চিহ্নিত করা হবে। পরবর্তী ধাপে, বাধ্যতামূলক আনুষ্ঠানিক খাত (Formal sector) এবং ঐচ্ছিক অনানুষ্ঠানিক খাতের (Informal sector) সদস্যদের 'এসএসকে' সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।
- সদস্যরা পরিবার প্রতি একটি করে স্বাস্থ্য কার্ড (Health card) পাবে- যা তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং রেফারেলের ভিত্তিতে জেলা হাসপাতালগুলোকে সেবা প্রাপ্তির অনুরোধ করার এবং গুনগত মানের ও তালিকাভুক্ত সেবা প্রাপ্তিতে সক্ষম করবে। যার ফলশ্রুতিতে এনজিও ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারীরাও এসএসকে রোগীদের চিকিৎসার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।
- যদি এসএসকে সদস্যরা বিনা পয়সায় নির্ধারিত সেবা না পায়, সে ক্ষেত্রে কোন সদস্য অভিযোগ জানানোর অধিকার পাবে, কোন বিষয়গুলো সবাইকে জানানো হবে, এসবের ভিত্তিতে একটি অভিযোগ প্রক্রিয়া (grievance procedure) প্রতিষ্ঠা করা হবে। অভিযোগ গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের (grievance authority) মঞ্জুরি ও এসএসকে কর্তৃক পরিদর্শন (Inspection) চালু করার সম্ভাবনা থাকবে।
- চুক্তিবদ্ধ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীরা নিয়মিত সরকারী বাজেট এবং এসএসকে থেকে অতিরিক্ত অর্থ সহায়তা পাবে। অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা তারা ঔষধ সরবরাহে, রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় সহ অন্যান্য চলমান খরচ (বেতন ও বিনিয়োগ বাদে) মেটাবে। এছাড়া সেবার মানোন্নয়ন ও অভিযোগ এড়ানোর জন্য সেবার মান ও সেবার পরিসর বৃদ্ধি করতে পারবে। এসএসকের মূল নিয়ন্ত্রণ কৌশল হচ্ছে- অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং গুনগতমানের মনিটরিং।
- বীমার কিস্তি স্বল্প মাত্রায় রাখার কারণে ব্যয় বরাদ্দ বিষয়টি এসএসকে'র Challenging বিষয়। মূল উপাদানগুলো হচ্ছে- মনিটরিং ও মূল্যায়ন, কো-পেমেন্ট, প্রণোদনার পরিশোধ (provider payment incentive) করা এবং তথ্য।

নিম্নোক্ত সারণী ও চার্টের মাধ্যমে এসএসকে'র কাঠামো

প্রতিষ্ঠান	কর্তব্য	আইনগত অবস্থান	কর্মকান্ড
সদস্য (SSK members)	কার্ডের অধিকারী, অর্থ পরিশোধ কারী এবং উপকারভোগী (beneficiary)	'এসএসকে'র নিবন্ধনকৃত সদস্য	বীমা কার্ডের অধিকারী হওয়া: সেবা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা: গুনগতমান নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিংয়ে অবদান রাখা ও মতামত জানানো: এবং আর্থিক অবদান রাখা (স্বচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার)
বাংলাদেশ সরকার	তত্ত্বাবধান, অর্থ সহায়তা প্রদান, আইনগত কর্মকৌশল এবং কার্যকর পরিবেশ পরিবেশ বজায় রাখা	সরকার	'এসএসকে' তত্ত্বাবধান অর্থ সহয়তা প্রদান দরিদ্রদের সেবা ধাবদ অর্থ পরিশোধ: এবং আইন প্রণয়ন
এসএসকে	এসএসকে'র সমন্বয় সাধনকারী ও তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ: বীমা পরিচালনাকারীদের নিবন্ধন ও মান নিয়ন্ত্রণ	নির্বাহী আদেশে গঠিত	দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চিহ্নিত করন, স্কীম অপারেটর নিয়োগকরণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও এসএসকে এর সার্বিক কর্মকান্ড পরিচ'লনা, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন
বীমা/স্কীম পরিচালনাকারী (Scheme operator)	এসএসকে'র স্থানীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা: হাসপাতাল ও এসএসকে'র মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা/বজায় রাখা	বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবে	এসএসকে সদস্য নির্বাচন: স্বাস্থ্য সেবা কার্ড ইস্যু করা: অন্যান্য গ্রহক সেবা বিশেষ করে চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালের অভিযোগ ব্যাবস্থাপনা: এবং চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালের অর্থ পরিশোধ
স্বাধীন অভিযোগ কর্তৃপক্ষ (independent grievance authority)	অভিযোগ শোনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	এসএসকে	সদস্যদের নিকট থেকে অভিযোগ গ্রহণ: তদন্ত করা এবং শাস্তি প্রদান করা; এবং বীমা পরিচালনাকারী'র অফিস পরিদর্শন
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/জেলা হাসপাতাল	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	সরকারি	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান: বীমা পরিচালনাকারীদের জন্য বিল তৈরি করা
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (Development Partner)	কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান	দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সংস্থা (Bilateral and Multilateral Institution)	SSK কে আর্থিক সাহায্য ও কারিগরি সহায়তা প্রদান

প্রস্তাবিত প্রাথমিক পর্যায়ে (pilot phase), বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক মানের দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হবে।

এসএসকে'র আনুষ্ঠানিক কাঠামো (Functional structure)

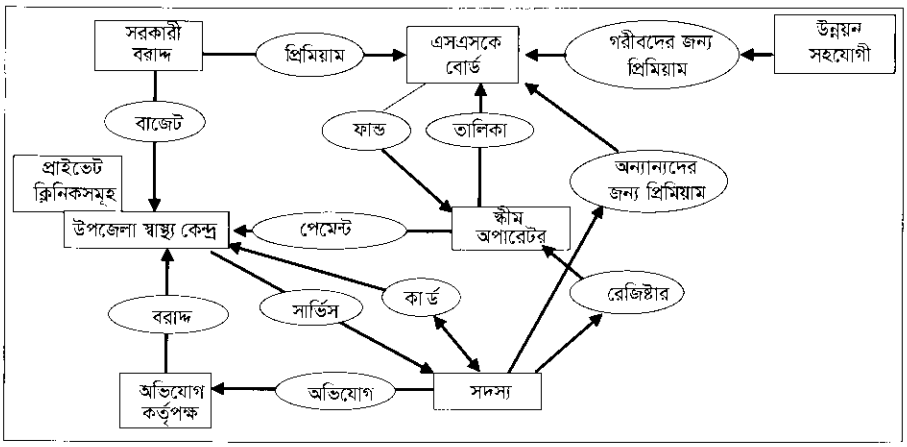

২. 'এসএসকে' র উপাদান ঃ (Element)

ক. ব্যয় (Cost)

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতাল কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তিকৃত রোগীর (inpatient) চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন করায় এসএসকে কর্মসূচির মূল ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শুরুতে হাসপাতালে ভর্তি হয়নি (outpatient) বা বেসরকারি বা বিশেষায়িত হাসাপাতালে চিকিৎসারত এমন রোগীরা এসএসকের সুবিধা প্যাকেজ পাবে না।

সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রধান ব্যয় হচ্ছে বিনিয়োগ ও চলমান/দৈনিন্দন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। চলমান/দৈনিন্দন ব্যবস্থানপনার ব্যয়সমূহ - কর্মচারী বেতন, জ্বালানী ব্যয়, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত রি-এজেন্ট এবং ঔষুধপত্র। আর বিনিয়োগ ব্যয় যেমন- হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরি/ব্যবস্থাপনা ও ভারি যন্ত্রপাতি/সরঞ্জমাদি ক্রয়। কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয় মূলত বেতন এবং ভবিষ্যতে কর্ম সংক্রান্ত প্রনোদনা (incentives)।

নিম্নের সারনীটি খরচের শ্রেণীবিভাগ এবং পুরো স্বাস্থ্য সেবা প্রক্রিয়ায় তাদের গুরুত্ব দেখানো হলো।

এসএসকে সুবিধা প্যাকেজ	রাষ্ট্রের বাজেট (SSK benefit package)	এসএসকে কর্তৃক ব্যয় (Revenue budget)
কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয়	১০০%	-
জ্বালানী	১০০%	-
উপকরণ, সরঞ্জাম	আংশিক	আংশিক
ঔষুধ	-	১০০%
রোগ নির্ণয়	-	১০০%
পরিবহন	-	১০০% রেফারেল কর্তৃক পরামর্শ অনুযায়ী
বিনিয়োগ	১০০%	
প্রশাসন	১০০%	

ফান্ডের/অর্থসহায়তার উৎস অনুসারে সরকারি হাসপাতালসমূহের ব্যয়সমূহ এসএসকে'র অধীনে ব্যয় কাঠামোটির পরিবর্তন নাও হতে পারে, এছাড়া উন্নতমানের ঔষুধ ও প্রণোদনা (incentives) পরিশোধের ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে, সেবাপ্রদানকারী ও রোগীর চাহিদার কারনে ব্যয়ের পরিমাণ এবং ব্যয়ের জন্য অর্থ সহায়তা বাড়তে পারে।

খ. অর্থপ্রদান (Financing)

এসএসকে'র অধীনে যে আর্থিক সম্পদ পাওয়া যাবে, সেগুলো হলো- সরকারী বাজেট ও এসএসকে বীমার কিস্তি (প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী হাসপাতাল পরিশোধ করবে, পরবর্তীতে দরিদ্র ও অ-দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারী বজেট থেকে ব্যয় হবে)। 'এসএসকে' র বর্তমান স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করবে। রোগীর নিজস্ব পকেট ব্যয় কমাতে সাহায্য করবে যাহা বর্তমানে সামগ্রীক স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের ৬০%। ভবিষ্যতে, সরকারি হাসপাতালগুলো সরকারি বাজেট ও এসএসকে থেকে অর্থ সহায়তা পাবে যাহা ব্যয়ের ভিন্নতানুসারে অর্থায়ন আলাদা হইবে।

নিম্নের চার্ট ও সারণী দ্বারা এসএসকে'র অধীনে আর্থিক কাঠামো দেখানো হলো:

এসএসকে'র অধীনে অর্থপ্রদান কাঠামো ঃ (Financing structure)

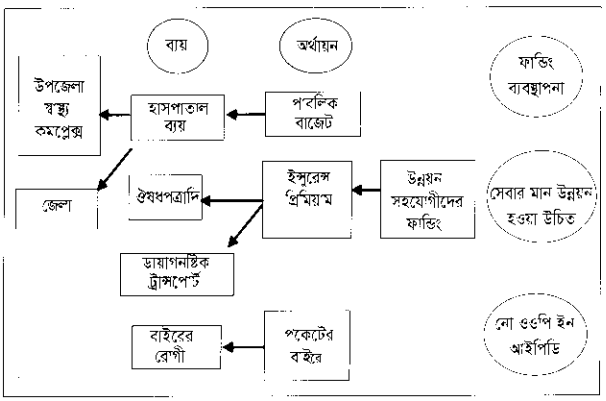

সেবার ধরণের উপর ভিত্তি করে আর্থিক সহায়তা (Funding by type of service)

খরচের ক্ষেত্র	বর্তমান আর্থিক সহায়তা	ভবিষ্যত আর্থিক সহায়তা
হাসপাতাল	সরকারি বাজেট, উন্নয়ন সহযোগী	সরকারি বজেট, এসএসকে, উন্নয়ন সহযোগী
ঔষধ	সরকারি বাজেট, রোগীর নিজস্ব খরচ	এসএসকে, সরকার, উন্নয়ন সহযোগী
রোগ নির্ণয়	সরকারি বজেট, রোগীর নিজস্ব খরচ	সরকারি বাজেট থেকে বিনিয়োগ ও এসএসকে
হাসপাতালে ভর্তি হয়নি এমন রোগীর (outpatient) চিকিৎসা সেবা	সরকারি বাজেট, রোগীর নিজস্ব খরচ	সরকারি বাজেট (হাসপাতল) এবং রোগীর নিজস্ব খরচ

SSK রোগীদের জন্য প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভবিষ্যত অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজস্ব ব্যয় কমে শূণ্যে পৌছাবে নিম্নোক্ত উপায়ে ঃ

- এসএসকে অফিসিয়াল কো-পেমেন্ট/সহ-অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সও সরকারি হাসপাতালের ব্যয়ভার মিটাবে:
- এসএসকে প্রয়োজনীয় ঔষুধ ও রোগনির্ণয় ব্যয়ভার মিটাবে:

বিশেষ করে বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ ঔষুধ সংক্রান্ত ব্যায় ভার মিটানোয় পরিবর্তন আসবে, যেহেতু এখন এসব ঔষুধ আনতে রোগীকে হাসপাতালের বাইরে ফার্মেসি থেকে নিজের অর্থে ঔষুধ ক্রয় করতে হয়।

'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK)' শীর্ষক পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ

২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২ সনে Health Care Financing Strategy তথা স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২-৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত কৌশল সকল জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে HCFS-তে কিছু উপায় (Interventions) নির্ধারণ করা হয়েছে। HCFS-এ বর্ণিত উপায়সমূহ (Interventions) বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাংগাইল জেলার তিনটি উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলটের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি রোগের অন্ত:বিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে । গত ২৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে কালিহাতী উপজেলায় কার্ড প্রদানের মাধ্যমে SSK কার্যক্রম উদ্বোধনের পর SSK বেনিফিট প্যাকেজের নির্ধারিত রোগসমূহের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। SSK কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত ৪৫০০ পরিবারকে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে এবং তারা সুনির্দিষ্ট বেনিফিট প্যাকেজের আওতায় বিনামূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন।

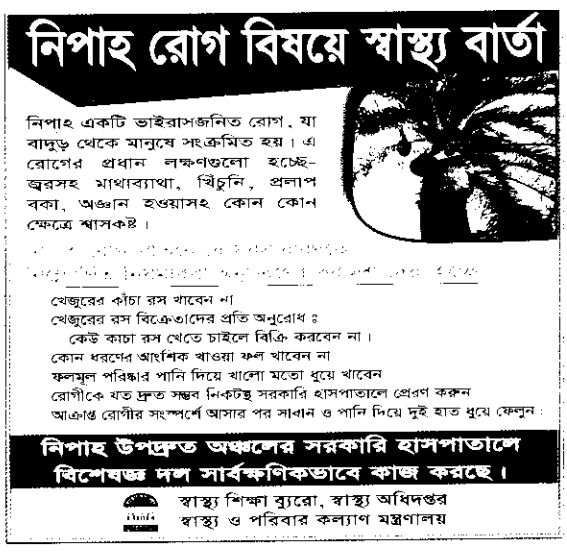

কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য 'মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ'। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট স্থাপন করেছে।

কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট এর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া যা দ্বারা মানসম্মত টুলস, নীতিমালা, স্ট্যান্ডার্ডস্ ক্লিনিকাল প্রোটোকল, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং কার্যপ্রণালী (SOP) এবং সূচকসমূহ প্রস্তুত এবং কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে যা মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নীতি নির্ধারকদের, পরিকল্পনাকারীদের এবং সেবা প্রদানকারীদের পরিচালনা করার সাথে তাদের নিজ নিজ অংশের কাজের ফলাফলের প্রভাবসমূহ মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতে সকল মান উন্নয়ন এবং মান নিশ্চিতকরণে সম্পৃক্ত ও সমন্বয় করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্য অর্জন প্রতিষ্ঠার সাথে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবার সমন্বয় করবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নের মান নিশ্চিতকরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার উপর এবং বিভিন্ন সুযোগের তুলনামূলক উপকারীতার উপর নির্ভর করে। এই পরিকল্পনা গৃহীত হয় মান উন্নয়নের এ্যাপ্রোচ এবং একই সাথে এর পূর্ববর্তী মান নিশ্চিতকরণ প্রোগ্রাম হতে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন তৈরী হয়েছে।

জাতীয় কৌশলপত্রে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামগ্রিকভাবে তাত্ত্বিক দিক ও সাংগঠনিক দিক সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট এর প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

১। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার স্টান্ডার্ড চূড়ান্ত এবং অনুমোদিত হয়েছে। (স্বাস্থ্য সেবার মানের স্তর অনুসারে)

২। প্রটোকল, গাইডলাইন, টুলসসহ আরও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুতকরণের জন্য টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজরি গ্রুপ (TAG) গঠন করা হয়েছে।

৩। একটি চূড়ান্ত কর্মশালার মাধ্যমে মান উন্নয়নের জন্য কী পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর (KPI) চূড়ান্ত করা হয়েছে। (সর্বমোট = এন ৫১ কেপিআই চূড়ান্ত করা হয়েছে)

৪। একটি চূড়ান্ত কর্মশালার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন স্তরের (উপজেলা, জেলা, বিভাগ ইত্যাদি) মান উন্নয়নের জন্য ফ্যাসিলিটি লেভেল ইন্ডিকেটর চূড়ান্ত করা হয়েছে। (সর্বমোট ১৫৯ টি ফ্যাসিলিটি লেভেল ইন্ডিকেটর চূড়ান্ত করা হয়েছে)

৫। একটি চূড়ান্ত কর্মশালার মাধ্যমে মনিটরিং এবং ইভালুয়েশনের ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। এবং এটি DHIS-2 এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৬। অর্গানাইজেশনাল এবং ফ্যাসিলিটি লেভেল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ষ্টিয়ারিং কমিটির প্রধান সচিব মহোদয়, ন্যাশনাল কমিটির প্রধান অতিরিক্ত সচিব মহোদয়, টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ডিজি মহোদয়, ৮টি বিভাগীয় কমিটি, ৬৪টি জেলা কমিটি এবং টারশিয়ারী পর্যায় থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৭। ৮টি বিভাগীয় রিসোর্সপুল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি রিসোর্সপুলের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। রিসোর্সপুলের সদস্যরা স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন স্তরে সেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার মাধ্যমে সেখানকার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন।

৮। কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট (QIS) এর ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে এবং মাসিক ই-নিউজ লেটার প্রকাশিত হচ্ছে।

৯। মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার জন্য তথ্য সংগ্রহ সম্পাদন করা হয়েছে।

১০। মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবার জন্য জি.ও-এনজিও এবং ডিপিদের মাধ্যমে যৌথ ম্যাপিং কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

১১। কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে ১০টি জেলায় মান সম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের কাজ চলছে। এই ১০টি জেলায় ১০টি মডেল হাসপাতাল প্রস্তুতের কাজ চলছে।

১২। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে মডেল হাসপাতালে রূপান্তরের কাজ চলছে।

১৩। Save the Children এবং Unicef এর সহায়তায় বিভিন্ন মানসম্মত কার্যক্রম যৌথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৪। ৮টি বিভাগে কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট কো-অর্ডিনেটর হিসাবে ৮ জন চিকিৎসক এবং ৬ জন QI Monitor নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১৫। ২ জন QI কনসালটেন্ট QIS এ সার্বক্ষনিক কাজ করছে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা

স্বাস্থ্য সেবাকে সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং সেবাকে আরো সহজলভ্য করতে প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সরকারের রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা চালু করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাস্থ্য সেবাকে ডিজিটালাইজেশন করার দায়িত্বে রয়েছে। এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর নির্দেশনা ও সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে সফলভাবে বাংলাদেশের সকল বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা পর্যায়ে, ইউনিয়ন পর্যায়ে, ওয়ার্ড ও গ্রাম-গ্রামান্তরে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঃ

মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা ও হেল্‌থ কল সেন্টার ঃ

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নাগরিকগণ এখন সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকের কাছ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারছেন। দেশের ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা/ সপ্তাহের ৭ (সাত) দিন বিনা মূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এর নম্বর ১৬২৬৩। মোটামুটি স্বাভাবিক কল রেটে এর মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার করা হয়। গত ০৫/০৬/২০১৬ তারিখে টেলিনরের সাথে যৌথ সহযোগীতামূলক স্বাস্থ্যসেবার কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়েছে। এই সেবা চালুর ফলে গ্রাম বা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ধনী-গরীব সকলের জন্যই বিনামূল্যে সরকারী চিকিৎসকদের নিকট থেকে চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিঝুম রাতে, জরুরী প্রয়োজনে বা পথের দুরত্বের কারণে চিকিৎসা পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবার ব্যাপক প্রচার হলে অনেক রোগী ঘরে বসেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ফলে হাসপাতালগুলোর উপর চাপ কমবে। তখন সীমিত জনবল ও সম্পদ দিয়েই আগত রোগীদের ভালো চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে। রোগীদের সন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পাবে। মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা কমিউনিটি ক্লিনিকেও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

24/7 Health Call Center
16263
Services
- Live consultation
- Content management
- Complaint management

টেলিমেডিসিন সেবা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় সমন্বয় কেন্দ্রসহ (১টি) ৮৪টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। শীগগীরই যুক্ত হচ্ছে আরও ১০টি হাসপাতাল। এই সেবা চালুর ফলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা আধুনিকমানের টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। এছাড়া প্রতিটি উপজেলা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ ও ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা প্রদান করা হয়েছে। ফলে নিম্ন পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি রোগীদের জন্য উচ্চ পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

Telemedicine
Advanced Telemedicine System 59 Health Center
Mobile Phone Health Service 482 Health Center

কমিউনিটি ক্লিনিকে টেলিমেডিসিন সেবা চালু

ইতিমধ্যে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে ওয়েব ক্যামেরাযুক্ত মিনি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। এসব মিনি ল্যাপটপে তারহীন ইন্টারনেট সংযোগ থাকছে। টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের কাজে ল্যাপটপগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। যেসব রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হবে, সেসব রোগীর জন্য ভিডিও কনফারেন্স চালু করে উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করা যাবে। ল্যাপটপগুলো গ্রামীন জনগণের স্বাস্থ্য শিক্ষার কাজেও ব্যবহার করা হবে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বেড়েছে। মাঝে মাঝে কিছু সংক্রামক ব্যাধি প্রাণ সংহারী মহামারী হিসেবে দেখা দেয়। তখন জনগণকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরী সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করা অতি আবশ্যক হয়ে পড়ে। পাওয়ার পয়েন্ট, বক্তব্য, ভিডিও ক্লিপ এ ধরণের স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক মেসেজ তৈরি করে তখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে বিতরণ করা যাবে এবং জনগণের সামনে

প্রদর্শন করা যাবে। স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপন, নিরাপদ পানি, সেনিটেশন, পুষ্টি ইত্যাদি সকল বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন তথ্যও সহজেই বিতরণ হবে এই চ্যানেলে। গ্রামীন জনগণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডারও আপডেট করা হবে এই ল্যাপটপগুলো দিয়ে।

এসএমএস-এর মাধ্যমে অভিযোগ ও পরামর্শ ঃ

দেশের সকল সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহের সেবার মান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ ও পরামর্শ জানা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমএস-ভিত্তিক চমৎকার ও উদ্ভাবনামূলক অভিযোগ/ পরামর্শ জানানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিদিন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অভিযোগগুলো দেখা হয় এবং সমাধান দেয়া হয়।

এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রসুতি পরামর্শ

ইউএসএআইডি এবং ডি.নেট নামক একটি স্থানীয় সংস্থার সহায়তায় আপনজন নামে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক মোবাইল ভয়েস ও এসএমএস ভিত্তিক পরামর্শ সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একজন মা গর্ভ ধারণ করলে তিনি এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রসুতি পরামর্শ নিতে পারেন। এ জন্য তাকে এ সেবার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করা সহজ রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যান।সেখানে টাইপ করুন ঃ dghs reg lmp_date mobile_no. name

উদাহরণ ঃ dghs reg 04072012 01713018545 marjina

ব্যাখ্যা ঃ lmp হলো Last menstrual period (শেষ মাসিকের তারিখ)।

লিখতে হবে এভাবে 04072012 (অর্থাৎ ০৪ জুলাই ২০১২ - প্রথমে তারিখ; এরপর মাস; এরপর বছর)।

মোবাইল নম্বর হলো, আপনি যে মোবাইল নম্বরে পরামর্শ পেতে চান। নাম হলো প্রসুতি মায়ের নাম। টাইপ করা হয়ে গেলে মেসেজ পাঠাতে হবে ১৬৩৪৫ নম্বরে। ফিরতে মেসেজে রেজিসেস্ট্রশন করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হবে। প্রসুতির সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ জানানো হবে এবং সন্তানের জন্ম হওয়া পযন্ত স্বয়ক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রেরণ করা হবে। প্রসুতি মা এসব পরামর্শ অনুসরণ করলে নিরাপদে সন্তান জন্ম দিতে পারবেন এবং নবজাতকও সুস্থ থাকবে।

এসএমএস-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান

আমরা আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য হালনাগাদ স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান জানানোর ব্যবস্থা করেছি। যে কোন স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান জানতে হলে এসএমএস পাঠান ১৬২৬৩ নম্বরে। এসএমএস লিখতে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যান এবং টাইপ করুন dghs এবং তারপর যে পরিসংখ্যান চান তার সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন মাতৃ মৃত্যুর হালনাগাদ হার জানতে হলে লিখুন ঃ dghs mmr । সব পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্ত রূপ জানতে হলে মেসেজ পাঠান এভাবে ঃ dghs help

হাসপাতাল অটোমেশন

২০১১-১২ অর্থ বৎসরে সরকারী হাসপাতালগুলোতে অটোমেশনের কাজ শুরু হয়। জাতীয় কিডনী রোগ ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউট, সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি ও জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এ জাতীয় অর্থোপেডিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল অটোমেশন কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

Service Automation

- Annual Developmental Programe Monitoring System
- Online Medical College Admission System
- Bulk SMS System
- Online Local Health Bulletin
- Web Portal
- Social Media

তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে অফিসে উপস্থিতি তদারকি

সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে আংগুলের ছাপ সনাক্তকরণের মাধ্যমে অফিস উপস্থিতি তদারকির পদ্ধতি চালু হয়েছে। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় উভয় পর্যায় থেকেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস উপস্থিতি ও প্রস্থানের তারিখ ও সময় এই প্রক্রিয়ায় জানা সম্ভব। নীতি-নির্ধারকগণ এটি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কাজের মূল্যায়নের আরও একটি বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় স্থাপিত মনিটরিং সেলের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ও ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে দৈবচয়ন ভিত্তিতে সারা দেশের সরকারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি মনিটরিং করা হচ্ছে। এসব ব্যবস্থার ফলে কর্মস্থলে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

Biometric Remote Office Attendance

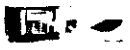

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল এবং ৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ৪৬৩টি প্রতিষ্ঠানে আংগুলের ছাপ সনাক্তকারী রিমোট ইলেক্টনিক্স অফিস এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

মানব সম্পদ ডাটাবেজ ঃ

এমআইএস এর সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন সকল জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এইচআরআইএস (HRIS) সিস্টেম চালু করেছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বদলী, পদায়ন, পদোন্নতি, লিয়েন, ডেপুটেশন, এনওসি ও বিভিন্ন ধরণের ছুটিসহ সকল প্রকার কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। সফটওয়্যারটিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক

HRIS

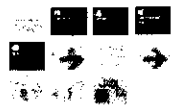

প্রত্যেক ব্যক্তির সকল তথ্য সংযোজন/হালনাগাদ করার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও পার্সোনাল ডাটা শীট বা পিডিএস নামে আরেকটি সফটওয়্যার বায়োডাটার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অনলাইনে মেডিকেল-ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা প্রক্রিয়াকরণ

অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে এক এবং অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার ফি পরিশোধ করে। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইও হয় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। প্রবেশ পত্রও অনলাইনে পাওয়া যায় প্রিন্টারে মুদ্রণ করে পরীক্ষার হলে যাওয়া যায়। পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখা হয় ওএমআর মেশিনে। ফলাফল তৈরি হয় কম্পিউটার সফটওয়্যারে। ফলাফল প্রকাশও হয় অনলাইনে এবং পৌঁছে যায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছে এসএমএস-এর মাধ্যমে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তদারকি সফটওয়্যার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতি মাসে একবার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে। এই পর্যালোচনা সভার সুবিধার্থে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তদারকি সফটওয়্যার নামে একটি ডাটাবেইজ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে এখন যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর হালনাগাদ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যায়। সফটওয়্যারটির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১৬-এর অন্তর্ভূক্ত ৩২টি অপারেশনাল প্লান ও ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিটি প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকের কার্য্যালয়ের পক্ষ থেকে এই ডাটাবেইজ সফটওয়্যারে তথ্য আপডেট করা হয়। ফলে সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছক, চার্ট ও রিপোর্ট তৈরি হয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইএমইডি ফরমও প্রস্তুত হয়। প্রকল্প পরিচালক নিজে, সংস্থা প্রধান বা মন্ত্রণালয় একক বা সম্মিলিতভাবে বরাদ্দ, প্রাক্কলন, অর্থ অবমুক্তি ও অর্থ ব্যয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করতে পারে। আর্থিক ও বস্তুগত উভয়-বিধ অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় সফটওয়্যারটির মাধ্যমে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন ও কানেকটিভিটি ঃ

জাতীয় পর্যায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে

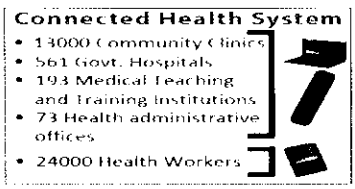

কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টেবলেট প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীদের টেবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব সুবিধার ফলে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ফিল্ড লেভেল থেকে অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরি, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও ই-লার্নিংসহ তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবায় জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম

জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম বা জিআইএস পদ্ধতি প্রয়োগে দেশের কোথায় কি স্বাস্থ্য সেবা আছে, কোথায় নেই, কোথায় প্রয়োজন, এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হচ্ছে। এজন্য দেশের প্রতিটি সিভিল সার্জনের অফিসে গ্লোবাল পজিশনিং সিসটেম বা জিপিএস নামক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গুগল-এর সহায়তায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান গুগল ম্যাপে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর জিআইএস ডাটা সংগ্রহ করার কাজ শেষ।

অফিসিয়াল কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও অধঃস্তন অফিসমূহের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দৈনন্দিন অফিসের বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও অন্য কর্মসূচীতে ব্যস্ত থাকতে হয়। এমআইএস এজন্য একটি অনলাইন সফটওয়্যার তৈরি করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়সহ বেশ কজন কর্মকর্তা এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে উপকার পাচ্ছেন।

ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা

সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়গুলো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সফটওয়্যার ভিত্তিক ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যেখানে ১০০ ব্যক্তি একসাথে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রসুতি মা ও অনুর্ধ ৫ শিশুদের নিবন্ধন ও ট্রাকিং

জাতিসংঘের কোইয়া (COIA) নামক একটি উদ্যোগের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সরকারী-বেসরকারী, এনজিও-দাতা সংস্থার সমন্বিত অংশগ্রহণে অনলাইনে প্রতিটি কমিউনিটির প্রসুতি মা ও অনুর্ধ ৫ শিশুদের নিবন্ধন ও ট্রাকিং করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যা এসডিজি অগ্রগতি পরিমাপ ও উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে।

ডাটা সেন্টার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগে সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার

স্থাপন করা হয়েছে এবং খুলনায় এর একটি রিমোট ডিজেস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

ডাটা সেন্টার, এম আই এস স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সিটিজেনস ইলেক্টনিক হেলথ রেকর্ড

দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য উপাত্ত ভিত্তিক একটি ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পর্যায়ে বসবাসকারী সকল নাগরিকের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন এই ডাটাবেইজ ভিত্তিক লাইফ টাইম শেয়ার পোর্টেবল সিটিজেনস ইলেক্টনিক হেলথ রেকর্ড তৈরির কাজ চলছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্টাটিটিসক্স নামে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ইলেকশন কমিশন ভোটার ডাটাবেইজ, স্বাস্থ্য ডাটাবেইজ এবং নির্মীয়মান দারিদ্র ডাটাবেইজসমূহ সমন্বিত করে আংগুলের ছাপ ও রেটিনার ছবিযুক্ত ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক পপুলেশন রেজিস্টার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

কর্মকর্তাদের ডিজিটাল বার্ষিক গোপনীয় তথ্য

স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অন লাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইল ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার হচ্ছে।

ই-হেল্‌থ পলিসি এবং ই-হেল্‌থ স্ট্রাটেজি

জাতীয় ই-হেল্‌থ পলিসি এবং ই-হেল্‌থ স্ট্রাটেজি তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমাদের বিভিন্ন ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক সাউথ-সাউথ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জার্তিক পুরস্কার পেয়েছে আমাদের কার্যক্রমসমূহ। আমাদের এসব কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, জিআইজেড, ইউএসএইড, আইসিডিডিআর'বি, ডিএফআইডি, বিশ্বব্যাংক, এমএসএইচ, ইউএন-এসকাফ, ইউএনএফপিএ, জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়, জাইকা, প্লান ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দি চিলড্রেন, ব্রাক প্রভৃতি সংস্থা সাহায্য করছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, এগুলোর অগ্রগতি, আগামীর পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি ঃ

বর্তমানে সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নররূপ-

- আইসিটি ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ১৩০০টি মানোন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আইসিটি সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও ইন্টারনেট মডেম) সরবরাহ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের কম্পিউটার পরিচালনা ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে Local Area Network (LAN) সহ Broad Band ইন্টারনেট এবং WiFi নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন দুটি বিশেষায়িত হাসপাতাল Maternal & Child Health Training Institute (MCHTI), Dhaka Ges Mohammadpur Fertility Services and Training Center (MFST), Dhaka এর সেবা অটোমেশন এর আওতায় আনা হয়েছে এবং সেবা গ্রহণকারীদের মেডিক্যাল রেকর্ড ইলেকট্রনিক্যালী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।
- তথ্য আদান প্রদানে আইসিটি ব্যবহার অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কিশোর - কিশোরীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত 'মাসিক সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং 'মাসিক লজিস্টিক্স প্রতিবেদন' সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য অনলাইন ওয়েববেইস সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। অনলাইন সফটওয়্যারসমূহ হলোঃ- Service Statistics (SS), Logistics Management Information System (LMIS), Personnel Management Information System (PMIS), Pregnant Mother Registration Software, Long Acting Permanent Method User Traking and Bottom Up Projection Software. এই সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করে সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় হতে 'মাসিক সার্ভিস স্ট্র্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং 'মাসিক লজিস্টিক্স প্রতিবেদন' এর তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Supply Chain Management Portal (SCMP) -টিতে Procurement Plan, Procurement Tracker, Stock Status Report, DGFP LMIS সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। SCMP পোর্টাল ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রির বিভিন্ন স্তরে মজুদ অবস্থা, সম্ভাব্য মজুদ শূন্যতা, অতিরিক্ত মজুদ অবস্থা ইত্যাদি তদারকি করা হয়ে থাকে।

❑ অধিদপ্তরাধীন সকল কর্মকর্তার Personal Data Sheet (PDS) ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাগণ ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তাদের PDS দেখতে পারবেন। পিডিএস এ কোন ভূল/সংশোধনী থাকলে কর্মকর্তাগণ তা দেখে দ্রুত সময়ে এমআইএস ইউনিটকে অবহিত করতে পারবেন।

❑ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্যসমূহ সবার কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে যে কোন Browser-এ গিয়ে www.dgfpmis.org লিখে Customized Software গুলি ব্রাউজ করা এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

❑ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ইলেক্ট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৮টি ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgfp.gov.bd) রয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

❑ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের বিভিন্ন আইইসি উপকরণ (নাটক/নাটিকা, টিভি স্পট, রেডিও বিজ্ঞাপণ) এর ডিজিটাল আর্কাইভ করা হয়েছে। এর ফলে যে কোন Browser-এ গিয়ে www.dgfpbd.org লিখে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন ব্যবহারকারী এসব প্রকাশনাসমূহ দেখা, শোনা এবং প্রয়োজনে প্রিন্ট নিতে পারেন। ডিজিটাল আর্কাইভ -কে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক করা হয়েছে।

❑ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রচারণা সম্পর্কিত অনলাইন মুখপাত্র 'ই-বুলেটিন' প্রতি দুই মাস অন্তর প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত 'ই-বুলেটিন ই-মেইলে স্টেকহোল্ডারদের নিকট পাঠানো হয় এবং ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়।

❑ অধিদপ্তরাধীন এমসিএইচ ইউনিট হতে কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক নিউজলেটার অনলাইনে (www.adolescent-mchdgfpbd.org) প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

❑ PPR অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের পাশাপাশি CPTU এর ওয়েবসাইট এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

❑ দাপ্তরিক কাজে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এর পর থেকে ই-রেজিস্টার চালু করার জন্য পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এর ই-ভার্সন করা হয়েছে। ই-রেজিস্টার এর কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে icddr,b এবং Save the Children এর সহায়তায় দুটি জেলায় চালু করা হয়েছে।

❑ অধিদপ্তর পর্যায়ের ৩৩ জন কর্মকর্তা ই-ফাইলিং কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ই-ফাইলিং কার্যক্রমটি অধিদপ্তরে অনুশীলন পর্যায়ে রয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ঔষধ প্রশাসনের ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত একটি ওয়েব সাইট রয়েছে (www.dgda.gov.bd) ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ সার্বিক তথ্যাদি অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ওয়েবসাইট এর আপ-গ্রেডেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান প্রক্রিয়ায় নিয়মিত তথ্যসমৃদ্ধ করা হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়কে ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি আদান-প্রদানের লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটা-বেইস রয়েছে। উক্ত ডাটাবেইসকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরাধীন জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সকল কার্যালয়কে ইন্টারনেট-এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে জেলা পর্যায়ের সার্বিক তথ্যাদি ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান-সম্ভব হচ্ছে। অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে অনলাইন রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঔষধ রেজিস্ট্রেশনের আবেদন অনলাইনে দাখিলের নিমিত্তে ফার্মাডেস্ক নামীয় সফটওয়্যার বাস্তবায়নের বিষয়াদি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) আওতাধীন সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড কর্তৃক দাখিলকৃত "ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রিপোর্টিং, নকল ঔষধ ও নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ দাখিলের জন্য ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন" শীর্ষক প্রকল্প ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আছে। এই সফটওয়ারটি তৈরী হলে জনগণ এসএমএস এর মাধ্যমে ১. নকল ঔষধ সনাক্ত করতে পারবে, ২. নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিকট অনলাইন ভিত্তিক অভিযোগ দাখিল করতে পারবে এবং ৩. ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রিপোর্টিং করতে পারবে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর

- সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীন কর্মরত সকল নার্স এবং নন-নার্স কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পিএমআইএস চালু করা হয়েছে;
- সেবা পরিদপ্তরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে; (www.dgnm.gov.bd)
- ৬৪ জেলায় অবস্থিত সিভিল সার্জন কার্যালয়ে কর্মরত জেলা পাবলিক হেলথ নার্স এবং ৫৪টি (৪৩+০৭+০৪) নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সংগে যোগাযোগের জন্য অফিশিয়াল ই-মেইল সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- সেবা পরিদপ্তরের হেড কোয়ার্টারে ওয়াই-ফাই চালু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান ৫টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। উক্ত অধিকার বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল/ জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল/ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

কর্মপরিধিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে ৬১০টি সরকারী হাসপাতাল রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে বেড সংখ্যা ৪৮৯৩৪। তাছাড়া বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃনমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে উন্নয়নখাতভুক্ত (প্রতি ৬০০০ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে) প্রস্তাবিত ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে আগষ্ট/২০১৬ পর্যন্ত ১৩৩২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা তথা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার আলোকে আরও নতুন নতুন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে ৩০শে জুন, ২০১৬ ইং পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত ৪৫৯৬টি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/নার্সিং হোম এবং ৯৭৪১টি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার এর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন/হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ/চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন/পরিকল্পনা ও গবেষণা/প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা/এমআইএস/রোগ নিয়ন্ত্রণ/ভান্ডার ও সরবরাহ/হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা/এমবিডিসি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো শাখা কাজ করছে। (তথ্য সুত্রঃ হেল্‌থ বুলেটিন ২০১৬)

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ জনবল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে জনবল

ক্রঃ নং	জনবল	মোট পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদ সংখ্যা
০১	মোট জনবল	১২৭,৮৪১	১০৬১০৪
০২	মোট ডাক্তারের সংখ্যা	২৪০২৮	২২৩৭৪
০৩	মেডিকেল টেকনলজিস্ট	৭৭৯০	৫৯৪৫
০৪	উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	৫৪১১	৪৫৭৮
০৫	কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার, কমিউনিটি ক্লিনিক		১৩৬২২
০৬	ডেন্টাল সার্জন		৫২৬৭
০৭	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (জুন-২০১৬ সাল পর্যন্ত)	৭৭৯০	৫৯৪৫
	স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	৪৯৭	৪৩২
	ডেন্টিস্ট	৫৪০	৪৮৪
	ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান	২১৭২	১৬২৯
	রেডিওথেরাপিস্ট	৬৬	৩৮
	রেডিওগ্রাফার	৭৪৫	৬২৩
	ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট	২৮৬	১৭১
	ফার্মাসিস্ট	২৯৪৪	২১০৬
	ইপিআই টেকনোলজিস্ট	৫০০	৪৬২
০৮	ডমিসিলিয়ারী ওয়ার্কফোর্স	২০,৮৭৭	১৭,৩৩২
	স্বাস্থ্য সহকারী	২০,৮৭৭	১৭,৩৩২
	সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক	৪২০৫	৩৮৯১
	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	১৩৯৯	১২৩২

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ ঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ঃ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে সারা দেশের ৬৪ টি জেলায় ১২৮ টি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন আদর্শ গ্রামে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই, পুষ্টি, গর্ভবতি ও গর্ভোত্তর মায়ের পরিচর্যা, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এর উপর স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয়। গ্রাম কমিটি, মা/শ্বাশুড়ী, কিশোর-কিশোরীদের সাথে এডভোকেসী সভা করা হয় এবং জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্থানীয় স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত ২০০৯ হতে ২০১৫ পর্যন্ত সার্ভিস প্যাকেজের মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় স্বাস্থ্য বিষয়ক এডভোকেসী সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্তা সম্বলিত বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম ঃ

১. ২০০৯-১৬ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলায় ১২৭ টি স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রামে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

২০০৯-১৬ অর্থ বছরে দেশব্যাপী নিবিড় স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবছর সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার ঃ

১. প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শো আয়োজন।
২. দুর্যোগকালীন সময়, নব আবির্ভূত রোগের প্রাদুর্ভাব, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।
৩. ডেঙ্গু প্রতিরোধ, বিশ্ব রক্তদান দিবস উপলক্ষে টিভি স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
৪. বন্যাকালীন স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।
৫. জেলা সদর হাসপাতালে স্বাস্থ্য বার্তা সম্বলিত বিলবোর্ড ও ৪টি হাসপাতালে ডিজিটাল সাইনিং স্ক্রল স্থাপন করা হয়েছে।
৬. হজ্বযাত্রীদের করণীয় বিষয়ে টিভি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
৭. বিশ্ব এস্তেমা উপলক্ষে টিভিতে বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা ঃ

১. 'USAID'এর সাহায্যপুষ্ট বিকেএমআই সংস্থার সহযোগিতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে-

✧ স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পেইজ (www.bhe.dghs.gov.bd) চূড়ান্ত করা হয়েছে।
✧ ডিজিটাল আর্কাইভ চূড়ান্ত করা হয়েছে।
✧ ই-লার্নিং কোর্স চালু করা হয়েছে।

✧ **Unicef** এর সহযোগিতায় ১৩ টি জেলায় WASH Program এর আওতায় Behavioral change, water sanitation and hygiene practices বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

২. জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ও কুষ্ঠ উচ্ছেদ কর্মসূচী:

যক্ষ্মা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। প্রতিবছর তিনলক্ষ ষাট হাজারের বেশী লোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগী। প্রতিবছর প্রায় ৮১০০০ লোক এ রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৫ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে যক্ষ্মার প্রিভিলেন্স ৪০৪/প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় এবং ইনসিডেন্স ২২৭/প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায়। বাংলাদেশের যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব জানার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় যক্ষ্মার প্রিভিলেন্স সার্ভে করা হয়।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

বাংলাদেশে ডটস্ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে ডটস্ আওতাভূক্ত যক্ষা রোগ সনাক্তকরণ এবং কাশিতে জীবানুযুক্ত যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা সাফল্যের ক্ষেত্রে অর্জন সমূহ ঃ

১. যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হার (প্রতি লাখ জনসংখ্যায়)-১৯৯০ সালে ৭৬ থেকে ২০১৫ সালে ৫ এ নেমে এসেছে।
২. যক্ষ্মার প্রিভেলেন্স (প্রতি লাখ জনসংখ্যায়) সকল ধরণের রোগী ১৯৯০ সালে ৬৩০ থেকে ২০১৫ সালে ৪০৪ এ নেমে এসেছে।
৩. সকল ধরণের নতুন যক্ষা রোগীর হার (প্রতি লাখ জনসংখ্যায়) ১৯৯০ সালে ২৬৪ জন থেকে ২০১৫ সালে ২২৭ এ নেমে এসেছে।

*** আন্তর্জাতিক সাফল্য ঃ**

বাংলাদেশে যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে জাতিসংঘের মহাসচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১২ সালে পত্র প্রদান করেন।

*** বাংলাদেশ যক্ষ্মার চিত্র**

গত ৭ বছরে যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরণের সংখ্যা ৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে

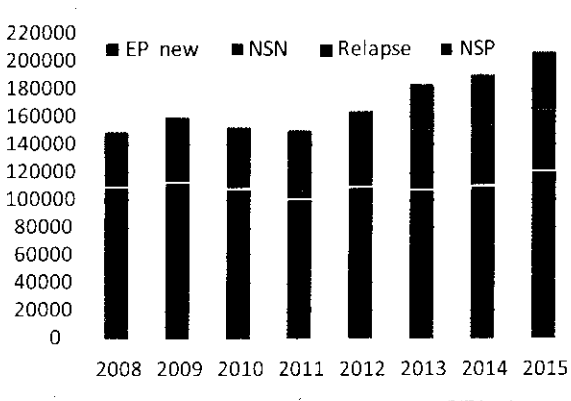

* যক্ষ্মা চিকিৎসার সফলতার চিত্র

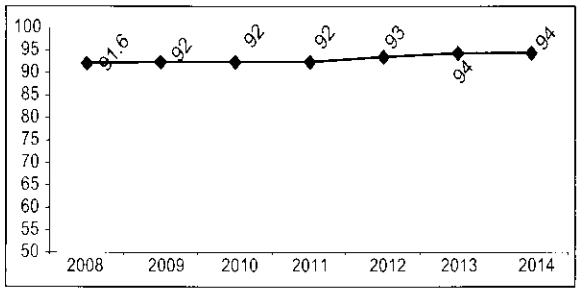

চিত্র : ২০০৮ হতে ২০১৪ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসার পরিসংখ্যান

* যক্ষ্মা সনাক্তকরণের হারের (প্রতি লক্ষে) চিত্র

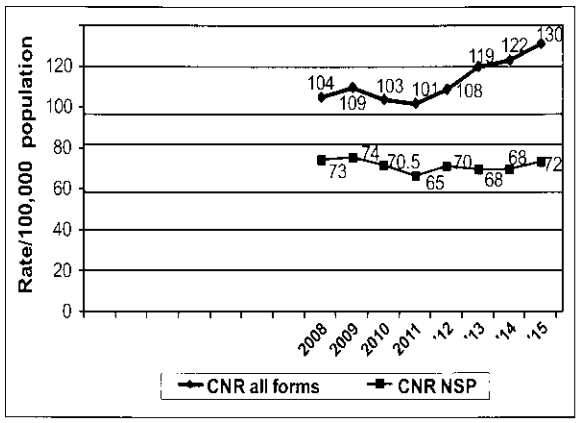

চিত্র : প্রতি বছর যক্ষ্মা সনাক্তকরণের পরিসংখ্যান

* Number of MDR TB enrolled on treatment 2005-2015

Year	GLC approved 20-24 month regimen						Non-GLC (DF) including CDH Rajshahi	Grand Total
	NIDCH	CDH, CTG	CDH, Pabna	CDH, Khulna	CDH, Sylhet	Total		
2005 May-2007							(67+69+106) 242	**242**
2008	107					**107**	129	**236**
2009	179					**179**	181	**360**
2010	183					**183**	154	**337**
2011	212	41				**253**	137	**390**
2012	290	86				**376**	129	**505**
2013	330	120	31	44		**495**	191	**686**
2014	447	123	31	61	54	**716**	230	**946**
2015	430	121	26	43	60	**680**	200	**880**
Total	**2,178**	**491**	**88**	**118**	**114**	**2,989**	**1,593**	**4,582**

* Treatment Success Rate -MDR TB (%)

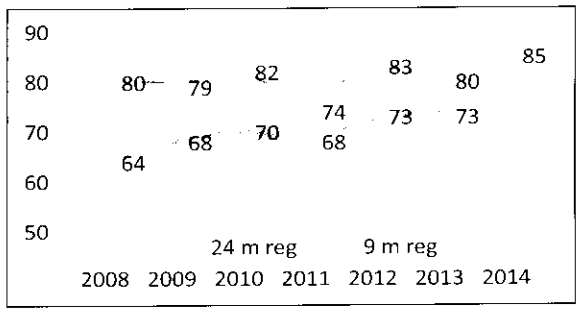

চিত্র : প্রতিবছর এমডিআর চিকিৎসার সফলতার পরিসংখ্যান

৩. জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ঃ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৫ সালের রিপোর্ট অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১.৫% বসবাস করে বাংলাদেশে।

নিচে বাংলাদেশের ম্যালেরিয়ার চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

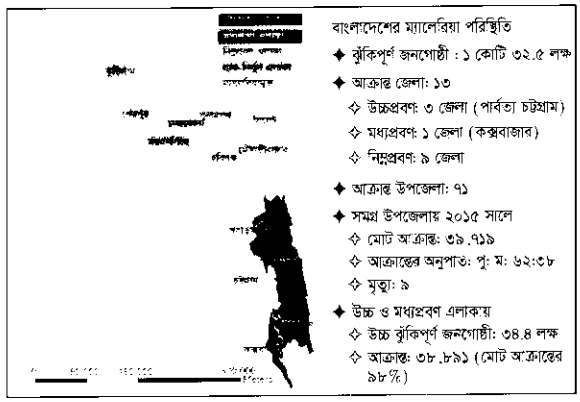

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

৩.১ ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ (কীটনাশকযুক্ত মশারি বিতরণ ও ব্যবহার)

- ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৬৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৩৭টি দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি (LLIN) বিতরণ করা হয়েছে;
- বর্তমানে ৩৭ লক্ষ ২১ হাজার ৫৩২টি কীটনাশকযুক্ত মশারি কার্যকর আছে;
- নিয়মিত খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে এই মশারি ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে;
- দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি (LLIN) মশার কামড় হতে আত্মরক্ষা ও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকরী;

- ❑ স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকা দ্বারা বাড়ীর দোরগোড়ায় ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বিষয়ক বার্তা প্রদান করা হচ্ছে;
- ❑ ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় সমন্বিত বাহক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (IVM) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

৩.২ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ

- ❑ স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক উঠান বৈঠকের আয়োজন
- ❑ ম্যালেরিয়া বিষয়ক বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশন ও সভায় স্থানীয় ডাক্তার, ওষুধ বিক্রেতা, গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইমাম প্রমুখ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ;
- ❑ "বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস" উদ্‌যাপন;
- ❑ সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, মাইকিং, ইত্যাদির মাধ্যমে ম্যালেরিয়া বার্তা প্রচার
- ❑ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন;
- ❑ খবরের কাগজে প্রচার ও প্রতিবেদন;

৩.৩ অংশীদারিত্ব/পার্টনারশিপ

- ✦ সরকারের সাথে ব্র্যাকের নেতৃত্বে ২১টি এনজিও এর একটি কনসোর্টিয়াম সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একযোগে কাজ করছে;
- ✦ সরকার এবং এনজিওদের যৌথ উদ্যোগে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, গ্লোবাল ফান্ড থেকে রাউন্ড-৬, রাউন্ড-৯ এবং নিউ ফান্ডিং মডেলের (NFM) অনুদান পেতে সমর্থ হয়;
- ✦ ২০০৭ সাল থেকে এই যৌথ পার্টনারশিপ সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে;
- ✦ পার্টনারশিপের কারণে যেখানে সরকারের প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব রয়েছে, সেখানে মাঠ পর্যায়ে এনজিও কর্মীরা রোগীর দ্বার প্রান্তে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিচ্ছে, এমনকি দূর্গম এলাকাগুলোতেও;

* ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর ধারা

* মারাত্মক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের ধারা

* জেলা ভিত্তিক ম্যালেরিয়া রোগী এবং মৃত্যুর সংখ্যা

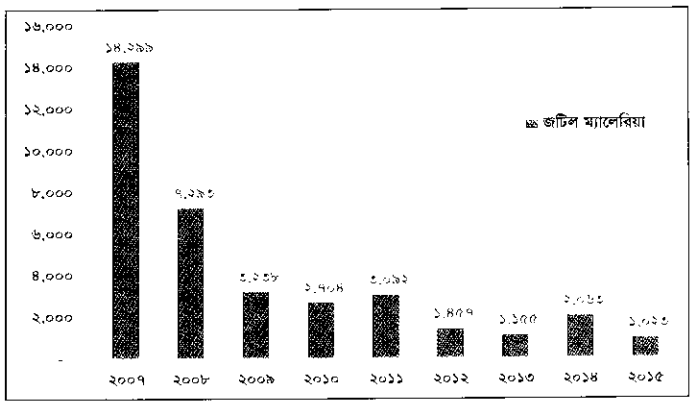

জেলার নাম	২০১৫		২০১৪		২০১৩		২০১২		২০১১	
	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা
[illegible]	১৭		১৪		৪১		[illegible]		১৬	
ময়মনসিংহ	৩৩		২৬		৭৪		১৬৮		২৪৪	
[illegible]	১৪২		২০৩		১৭৭	১	২৭৫		[illegible]	১
কুড়িগ্রাম	৩	-	৯		৬৪	-	১০১	-	১৪৮	
[illegible]	৪৬		১০৬		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
হবিগঞ্জ	১১	-	৫১		৩৪	-	[illegible]	-	৬৫	-
[illegible]	[illegible]		১২৭		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
মৌলভীবাজার	৫৩	-	১৪৫		১৯৮		৫২১	-	৪৪৮	-
[illegible]	[illegible]	৪	[illegible]	১২	[illegible]	২	[illegible]		[illegible]	
খাগড়াছড়ি	৩,৮৭৪		৯,৮৯৬	১১	৪,০৯৬	৭	৫,৯৯৭	৬	১২,৯৫২	১৫
[illegible]	১২,৮৫২		[illegible]		[illegible]	২	[illegible]	১	[illegible]	[illegible]
বান্দরবান	১৮,২৬২	৩	২৬,৪১৮	১৬	৯,৪৫৯	৫	৮,৪৬১	৩	১৬,০৯৭	১২
[illegible]	[illegible]		[illegible]	৫	[illegible]		[illegible]	১	[illegible]	২
মোট	৩৯,৭১৯	৯	৫৭,৪৮০	৪৫	২৬,৮৯১	১৫	২৯,৫১৮	১১	৫১,৭৭৩	৩৬

৩.৪ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অর্জন (MDG)

লক্ষ্য এবং নির্দেশক	বেসলাইন উপাত্ত (২০০৮)	২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৫ সালের অর্জন
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের হার/ ১০০,০০০ জনসংখ্যা	৭৭৬	৩১০	৩০০
ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার/ ১০০,০০০ জনসংখ্যা	১.৪	০.৬	০.০৬
৫ বছরের কম বয়সের শিশুর মশারির নিচে ঘুমানোর হার	৮১%	৯০%	৯৪.৬%
৫ বছরের কম বয়সের শিশুকে ম্যালেরিয়ার যথার্থ চিকিৎসা প্রদানের হার	৬০%	৯০%	৯৯.৯%

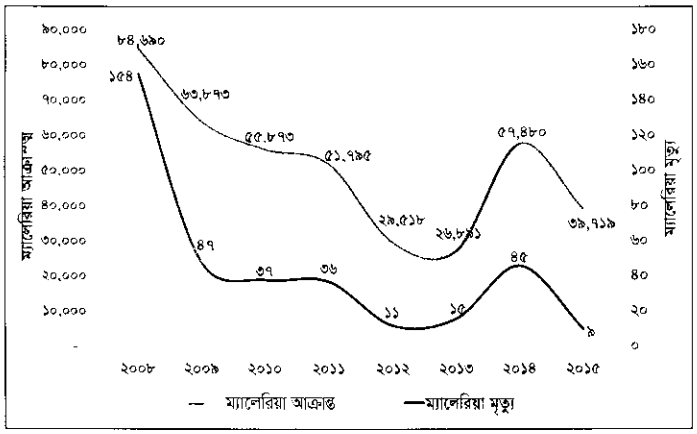

৩.৫ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ✦ ২০২০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণে ম্যালেরিয়াজনিত স্থানীয় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা
- ✦ পার্শ্ববর্তী/সীমান্তবর্তী দেশসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করা
- ✦ বেসরকারী চিকিৎসক, বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন ও সংস্থা (যেমন পর্যটন, কৃষি, পরিবেশসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়) এবং পার্বত্য এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করা

- ✦ কীটতাত্ত্বিক নিরীক্ষণ ও সমন্বিত বাহক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা
- ✦ ম্যালেরিয়া চিকিৎসার নির্দেশনা হালনাগাদ করা
- ✦ রেফারেলপূর্বক চিকিৎসা দেয়া
- ✦ অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি (জুম চাষী, কাঠুরিয়া, কয়লা শ্রমিক, ইত্যাদি) এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ
- ✦ স্কুলভিত্তিক ম্যালেরিয়া সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা
- ✦ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ

৪. হাসপাতাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট

চিকিৎসা সেবা আধুনিকীকরণ ও উন্নত স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালে আইসিইউ চালুকরণ, সিসিইউ সেবা সম্প্রসারণ, ক্যান্সার চিকিৎসা সুযোগ বৃদ্ধি, নবজাতকের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, কিডনী রোগীদের চিকিৎসার জন্য ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপন ও সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক মানের বার্ণ ইউনিট স্থাপন, হাসপাতালসমূহে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। এ লক্ষ্যে বিশেষায়িত হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা ও উপজেলা সমূহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

৪.১ সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিসমূহঃ

ক) সিসিইউ চালু করণের/সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
(২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(৩) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল
(৪) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(৫) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(৬) রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(৭) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর
(৮) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
(৯) আধুনিক সদর হাসপাতাল, নীলফামারী
(১০) মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
(১১) যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর

পর্যায়ক্রমে আরও হাসপাতালে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে

খ) আইসিইউ চালু করণ/সম্প্রসারণকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট

আইসিইউ ইউনিট

(২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী
(৩) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর
(৪) শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল
(৫) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(৬) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল, ঢাকা
(৭) জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
(৮) কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(৯) শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ
(১০) জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ
(১১) জেনারেল হাসপাতাল, জামালপুর
(১২) জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা

গ) ক্যাথল্যাব যন্ত্রপাতি সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা-২টি
(২) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৪) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-১টি

তাছাড়া মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যাথল্যাব এর কার্যক্রম চালু হয়েছে।

ঘ) ডায়ালাইসিস চালু/সম্প্রসারণে যন্ত্রপাতি সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ

হাসপাতাল, সিলেট
(২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী
(৩) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা
(৪) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
(৫) শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া
(৬) জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ
(৭) মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(৮) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা
(৯) শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ
(১০) শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা
(১১) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(১২) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
(১৩) জেনারেল হাসপাতাল, নওগাঁ

ঙ) ক্যানসার চিকিৎসায় যন্ত্রপাতি (বেকোথেরাপী মেশিন) সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ
(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
(২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
(৩) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম
(৪) খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা
(৫) বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল

চ) Cervical Scan Machine সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ
(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(২) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(৩) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(৪) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা-১টি

ছ) MRI Machine সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ
(১) শেখ সাহেরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ-১টি
(২) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৩) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর-১টি
(৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি (আরো-১টি)
(৫) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৬) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-১টি
(৭) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী-১টি
(৮) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা-১টি

জ) CT Scan Machine সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ
(১) শেখ সাহেরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ-১টি

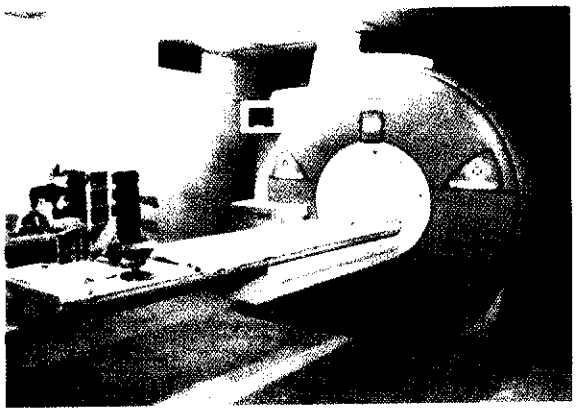

সিটি স্ক্যান

(২) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৩) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর-১টি
(৪) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী-১টি
(৫) মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা-১টি
(৬) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মৌলভীবাজার-১টি
(৭) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(৮) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৯) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(১০) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(১১) পাবনা জেনারেল হাসপাতাল-১টি

ঝ) Echo Color Dopplert সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ
(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(২) জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৩) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-১টি
(৪) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-২টি
(৫) সিরাজগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল-১ (এক)টি
(৬) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৭) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল-১টি
(৮) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, জামালপুর-১টি
(৯) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ-১টি

ঞ) Pinpoint endoscopic fluorescence imaging system mnear infrared(nir) imaging technology সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ
(১) শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বরিশাল-১টি
(২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী-১টি

(৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৪) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি

ট) **Blood Automation System and Automated Hematology Analyzer** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(২) মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি

ঠ) **Bronchoscope Machine** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) জাতীয় ব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-১টি
(২) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-১টি

ড) **Blood Gas Analyzer** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(২) জাতীয় ব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-১টি
(৩) জামালপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(৪) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুরসহ আরো ১০(দশ)টি বিভিন্ন হাসপাতালে

ণ) **Table Top Steam Sterilizer/High Pressure with Sterilizer** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনবার্সন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)-২টি
(২) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-১টি
(৩) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী-১টি
(৪) সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(৫) শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,বরিশাল-১টি
(৬) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা-১টি

ত) **Fully Automatic Electrolyte Analyzer with Accessories** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(২) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
(৩) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা-১টি
(৪) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি

দ) **High Power drill machine with bettary support** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)-১০টি

ধ) **Video Arthoscope with Camera with Accessories** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা-২টি

ন) **Audio Meter** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- ৫টি

প) **Diagnostic Spirometer** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

১) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী ১টি

ফ) **Tracheostomy Set** যে সকল হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে ঃ

১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- ১টি
২) স্যার সলিমুল্লাহ মেডি কলেজ হাসপাতাল-১টি
৩) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি

ব) **Orthopedic OT Table** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান ঢাকা-২টি
২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-২টি
৩) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-১টি
৪) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
৫) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
৬) সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ-১টি
৭) মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি

ভ) **Elesa Machine** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৩) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, জামালপুর-১টি
(৪) মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(৫) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা-১টি

ম) **Haemoglobin Electrophoresis** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(২) মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,ঢাকা-১টি

য) **X-ray Machine** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(২) ই এন টি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা-১টি
(৩) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা-১টি

র) বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালের জন্য ২০টি ৫০০ এমএ ডিজিটাল এক্সরে মেশিন ও ৩০টি ৫০০ এমএ এক্স-রে ও সিআর ক্রয় করা হয়েছে যা চলমান। **E C G Machine** (প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়েছে)

ল) ১টি **Ice Maker Frige** চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে

শ) **Auto Analyzer Biochemical** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১টি
২) জামালপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতাল-১টি
৩ সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল-১টি
৪) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, ঝালকাঠি-১টি

ষ) **Autoclave/High Pressur Steam Sterilizer (350 Liter)** ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, দিনাজপুর-১টি সরবরাহ করা হয়েছে

স) **Medical Waste Treatment Plant** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

- জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
- শেখ আবু নাসেব বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা-১টি

হ) **Ultrasounogram Machine** সরবরাহকৃত হাসপাতালসমূহ ঃ

(১) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা-১টি
(২) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল-১টিসহ ২০টি আল্টাসনোগ্রাম সার্ভে ও বিতরনের জন্য অপেক্ষমান আছে।

৫. নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন ঃ

SBTP কর্মসূচীর আওতায় যে সকল কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে ঃ

(১) লাইসেন্সিং ও মনিটরিং কার্যক্রম
(২) বাধ্যতামূলক Screening এর জন্য পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় কিটস ও রিএজেন্ট নিশ্চিত করা
(৩) Voluntary Blood Donation উদ্বুদ্ধকরণ এর জন্য প্রয়োজনীয় Blood Bag সরবরাহ নিশ্চিত করা
(৪) ডাক্তার/মেডিকেল টেকনোলজিষ্টদের প্রশিক্ষণ
(৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে Kits, Reagent I Blood Bag সরবরাহ
(৬) Automated Blood Gas & Apheresis সরবরাহ

৬. মেটারনাল, নিউনেটাল চাইল্ড এন্ড এ্যাডোলসেন্ট হেলথ ঃ

মাতৃমৃত্যুর হার ঃ ২০০০ সালে প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ৩২২। Bangladesh Maternal Survey (BMMS) ২০১০ অনুযায়ী এই হার ১৯৪। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ১৭০ (ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, ডাব্লিউএইচও, বিশ্ব ব্যাংক এবং ইউএন পপুলেশন ডিভিশন)

(ক) মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস" কে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

(খ) **জরুরি প্রসূতি সেবা (ইওসি) কার্যক্রম ঃ** বেসিক ইওসি কার্যক্রম ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ চলমান আছে। সমন্বিত জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫৯টি জেলা হাসপাতাল ও ২৩টি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ জোরদার করা হয়েছে।

(গ) **ইওসি কার্যক্রমের অধীনে চিকিৎসকদের ৬ মাস মেয়াদী অবস-গাইনী এবং এ্যানেসথেসিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ** জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রমের অধীনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ গর্ভবতী মায়েদের প্রসূতি সেবাসহ যে কোন জটিলতার সেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে ৩৯৪ জন চিকিৎসককে অবস্ গাইনী এবং এ্যানেসথেসিয়া বিষয়ে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৫ জন প্রশিক্ষণরত আছেন।

(ঘ) **ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম ঃ** হতদরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকল্পে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম কার্যক্রম ৩৩টি উপজেলা থেকে ৫৩টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৯,০২,৯৬৪ (নয় লাখ দুই হাজার নয়শত চৌষট্টি) জন দরিদ্র গর্ভবতী মাকে ভাউচার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) **সিএসবিএ প্রশিক্ষণ ঃ** তৃণমূল পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য ১০২৮৪ জনকে কমিউনিটি স্কীল্ড বার্থ এ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৪০ জন প্রশিক্ষণরত আছে।

(চ) **মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণ ঃ** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক

SCANU - এর সাহায্যে হাসপাতালে শিশুর চিকিৎসা - আইএমসিআই

প্রসবসেবা এবং প্রসবপূর্ব ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সদেরকে প্রসবসেবা এবং প্রসবপূর্ব ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সদেরকে ৬ মাসের মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ এবং ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। ৬০০ জন মিডওয়াইফকে ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্তি শেষে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে পদায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬৭৫ জন প্রশিক্ষণরত আছে।

(ছ) **প্রসবোত্তর রক্তরণ প্রতিরোধকরণ ঃ**

১) প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে নিম্নলিখিত কার্যক্রম চালু ও জোরদারকরণ-

ক) Injection Oxytocin-এর ব্যবহার

খ) Active Management of Third Stage of Labour (AMTSL)

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে চালু আছে।

২) মাঠ পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের রক্তরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধ কার্যক্রম ঃ মাঠ পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের রক্তক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে Tab Misoprostol বিতরণ কার্যক্রম সকল জেলার চালু করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে এমএসআর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(জ) **MR, PAC & FP-এর সমন্বিত কার্যক্রম একত্রে চালু করণ ঃ** Menstrual Regulation (MR), Post Abortion Care (PAC) & Family Planning (FP)-এর সমন্বিত কার্যক্রমসমূহ ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ২৮টি জেলা হাসপাতাল, ২৯টি মা ও শিশু সদন কেন্দ্র, ৩০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১১টি স্বাস্থ্য ও পবিরার কল্যাণ কেন্দ্র, ১৬ টি রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং এন্ড এডুকেশনাল প্রোগ্রাম (RHSTEP) এবং মোহাম্মদপুর ফারটিলিটি সার্ভিসেস ও ট্রেনিং সেন্টারসহ মোট ১৩৬ টি কেন্দ্রে ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রমে আরও প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

(ঝ) **UN-Organization-এর সহায়তায় মাতৃ ও নবজাতকের অসুস্থতা এবং মৃত্যুরোধকল্পে চলমান কার্যক্রম গতিশীলতা আনয়ন ঃ** বর্তমানে ১১টি জেলায় স্থানীয় কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে এ কার্যক্রম চালু ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সহায়তায়-ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ।

(ঞ) **কমিউনিটি ক্লিনিকসমুহে নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা ঃ** এ পর্যন্ত ৯৫২টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরও প্রতিষ্ঠানকে এ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

(ট) **অবসটেট্রিক ফিষ্টুলা রিপেয়ার কার্যক্রম ঃ** সরকারী ১০ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এবং ১টি বেসরকারী হাসপাতাল এ কার্যক্রম চালু আছে। এছাড়া প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ফিষ্টুলা সেন্টার স্থাপনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঠ) **সারভাইক্যাল ও ব্রেষ্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং কার্যক্রম ঃ** সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৭টি জেলা হাসপাতাল এবং ১২৭ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারী হাসপাতালে এই কার্যক্রম চালু করা হবে।

(ড) **মাতৃস্বাস্থ্যের উপর জাতীয় কৌশলপত্র হালনাগাদকরণ ঃ** মাতৃস্বাস্থ্যের উপর জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন, প্রসব পরবর্তী, নবজাতকের স্বাস্থ্য এবং জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রমের প্রটোকল চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রোগ্রামসমূহ ঃ

৭.১ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

☆ ২০০৯ থেকে ২০১৫ ইং পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)-তে শিশুদের জীবন রক্ষার্থে প্রচলিত ৭টি টিকার অতিরিক্ত আরও ৩টি টিকা সংযক্ত হয়। সংযুক্ত ৩টি টিকা শিশুদের মারাত্মক ৩টি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি থেকে মুক্ত রাখছে। সংযুক্ত ৩টি টিকা নিম্নবর্ণিত তারিখে ইপিআই কর্মসূচিতে সংযুক্ত হয়েছে ঃ

রোগের নামঃ	টিকার নাম	সংযুক্ত হওয়ার তারিখ
১। হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি	হিব (Hib) ভ্যাকসিন	১৫-০১-২০০৯ ইং
২। হাম রুবেলা	এম.আর ভ্যাকসিন	২৬-০৯-২০১২ ইং
৩। নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া ও পোলিওমাইলাইটিস	নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (PCV) ইনএ্যাকটিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন (IPV)	২১-০৩-২০১৫ ইং

[illegible] GAVI Award গ্রহণ করছেন

☆ এ ছাড়াও বিগত ২৫-০১-২০১৪ ইং তারিখ থেকে ১৩-০২-২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী হাম রুবেলা (MR) টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সের নীচের প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ শিশুকে এ ক্যাম্পেইনের আওতায় হাম রুবেলা (MR) টিকা প্রদান করা হয়।

[illegible]

☆ ১ বছর বয়সের নিচের শিশুদের পূর্ণ টিকার প্রাপ্তির হার বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৭৫% থেকে ৮২% এ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিশুদের মৃত্যু হার বহুলাংশে হ্রাস পায়; যা MDG-৪ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

☆ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশ পোলিও মুক্ত অবস্থায় বজায় রাখার জন্য বিগত ২৭ মার্চ ২০১৪ইং সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পোলিও নির্মূল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়।

৭.২ অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

☆ সকল উপজেলায় আইএমসিআই এর কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করা হয়েছে ৪৮৭ টি উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে আইএমসিআই ও পুষ্টি কর্ণারের মাধ্যমে ৫ বৎসরের কম বয়সী অসুস্থ শিশুদের মান সম্মত সেবা প্রদান।

☆ ২৫০ টি উপজেলায় কমিউনিটি আইএমসিআই কর্মকান্ড সম্প্রসারণ

☆ ১টি জাতীয় নবজাতক কৌশলপত্র ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। কৌশলপত্রের আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে

☆ হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের যথাযথ চিকিৎসার লক্ষ্যে ১ টি ইনডোর ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন (Pocket book) রিভাইসড, আপডেটেড মুদ্রণ ও বিতরণ

☆ নবজাতকের চিকিৎসায় Standard Operating Procedure (SOP) তৈরি করা হয়েছে

☆ জাতীয় নবজাতক কৌশলপত্রের আলোকে ৫ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩৫ টি জেলা হাসপাতালে মারাত্মক অসুস্থ নবজাতক ও ছোট শিশুদের চিকিৎসার জন্য স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ণ ইউনিট (SCANU) ও ৬১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিউবর্ণ স্টেবিলাইজিং ইউনিট (NSU) তৈরি করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালে স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ণ ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

☆ নবজাতকের নাভির সংক্রমণ রোধকল্পে নবজাতকের নাড়ি কাটার পর ৭.১% কোরোহ্যাকসিডিন ব্যবহারের উপর চিকিৎসক, নার্স ও মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ ২০টি জেলায় সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং ৭.১% কোরোহ্যাকসিডিন সকল জেলায় বিতরণ করা হয়েছে

☆ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ অর্জনে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ হতে গ্রহণ করেছেন।

৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু হার ৬৫ প্রতি হাজার জীবিত জন্মে (বিডিএইচএস-২০০৭) থেকে কমে ৪৬ প্রতি হাজার জীবিত জন্মে (বিডিএইচএস-২০১৪) এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ অর্জিত হয়েছে

৭.৩ স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম ঃ

☆ ৯টি জেলার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের ৫৮৭ জন কর্মকর্তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে TOT দেয়া হয়।

☆ ১৭৭২০ জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং যাতে তাদের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে নানা কিছু জানতে পারে।

☆ এ ছাড়া ৩৫০০ টি Height weight মেশিন বিভিন্ন জেলায় বিতরণ করা হয়।

৭.৪ এ্যাডোলসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম

(ক) ১৪ টি জেলায় ৩৫৯ জনকে TOT প্রদান ৯,৪৯১ জন Health Service Provider ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকাকে এ বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং মাধ্যমিক স্কুলের ২৬৭৬ জন ছাত্র/ছাত্রী এ্যাডোলসেন্টদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(খ) ৬৫২ টি AFHS কর্ণার চালু করা হয়েছে।

৮. ই-হেলথ ঃ

❂ জাতীয় পর্যায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টেবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪

হাজার স্বাস্থ্য কর্মীদের টেবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব সুবিধার ফলে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ফিল্ড লেভেল থেকে অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরি, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও ই-লার্নিংসহ তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা যাচ্ছে।

- অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা হাসপাতালে এবং জেলা হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা/ সপ্তাহের ৭ (সাত) দিন বিনা মূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এর নম্বর ১৬২৬৩। মোটামুটি স্বাভাবিক কল রেটে এর মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার করা হয়। গতকাল (০৫/০৬/২০১৬) টেলিনরের সাথে যৌথ সহযোগীতামূলক স্বাস্থ্যসেবার কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় সমন্বয় কেন্দ্রসহ (১টি) ৮৪টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়গুলো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- দেশের সকল সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহের সেবার মান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ ও পরামর্শ জানা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমএস-ভিত্তিক চমৎকার ও উদ্ভাবনামূলক অভিযোগ/পরামর্শ জানানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিদিন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অভিযোগগুলো দেখা হয় এবং সমাধান দেয়া হয়।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল এবং ৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ৩৬৩টি প্রতিষ্ঠানে আংগুলের ছাপ সনাক্তকারী রিমোট ইলেক্ট্রনিক্স অফিস এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার, দেশ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য মানবসম্পদ তথ্য ভান্ডার, জিও-লোকেশন তথ্য ভান্ডার, হাসপাতাল অটোমেশনের জন্য ওপেন এমআরএস সফটওয়্যার চালু, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিএইচআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।
- জাতিসংঘের কোইয়া (COIA) নামক একটি উদ্যোগের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সরকারী-বেসরকারী, এনজিও-দাতা সংস্থার সমন্বিত অংশগ্রহণে অনলাইনে প্রতিটি কমিউনিটির প্রসুতি মা ও অনুর্ধ ৫ শিশুদের নিবন্ধন ও ট্র্যাকিং করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যা এমডিজি ৪ ও ৫ অগ্রগতি পরিমাপ ও উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে।
- ইউএসএআইডি এবং ডি.নেট নামক একটি স্থানীয় সংস্থার সহায়তায় আপনজন নামে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক মোবাইল ভয়েস ও এসএমএস ভিত্তিক পরামর্শ সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগে সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং খুলনায় এর একটি রিমোট ডিজেস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য উপাত্ত ভিত্তিক একটি ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পর্যায়ে বসবাসকারী সকল নাগরিকের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন এই ডাটাবেইজ ভিত্তিক লাইফ টাইম শেয়ার পোর্টেবল সিটিজেনস ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড তৈরির কাজ চলছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্টাটিটিসক্স নামে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ইলেকশন কমিশন ভোটার ডাটাবেইজ, স্বাস্থ্য ডাটাবেইজ এবং নির্মীয়মান দারিদ্র ডাটাবেইজসমূহ সমন্বিত করে আংগুলের ছাপ ও রেটিনার ছবিযুক্ত ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক পপুলেশন রেজিস্টার তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।
- প্রতিটি জেলা ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে একটি করে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কমিউনিটি কিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জিপিএস লোকেশনের জিও-কোঅর্ডিনেট সংগ্রহ করা হয়েছে যা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমে বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন এক এবং অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয়কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অন লাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে।
- জাতীয় ই-হেল্‌থ পলিসি এবং ই-হেল্‌থ স্ট্র্যাটেজি তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

- আমাদের বিভিন্ন ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক সাউথ-সাউথ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তজার্তিক পুরস্কার পেয়েছে আমাদের কার্যক্রমসমূহ।
- আমাদের এসব কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, জিআইজেড, ইউএসএইড, আইসিডিডিআর,বি, ডিএফআইডি, বিশ্বব্যাংক, এমএসএইচ, ইউএন-এসকাফ, ইউএনএফপিএ, জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়, জাইকা, প্লান ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দি চিলড্রেন, ব্রাক প্রভৃতি সংস্থা সাহায্য করছে।

জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

- দেশের ৬৪টি জেলায় সিভিল সার্জনের নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলাসমূহে ৬৩৯১টি স্বাস্থ্য সহকারী পদে এবং উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো)-৭২৯ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে

৯. Planning, Monitoring & Research খাতে প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

৯.১ পলিসি প্রণয়ন

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১১, কেবিনেট কর্তৃক অনুমোদিত
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিমালা (খসড়া)
- স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশলপত্র (খসড়া)
- প্রশিক্ষণ নীতিমালা (খসড়া)
- জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও গুণগত নীতিমালা ২০১২ এবং কার্যক্রম (খসড়া)
- জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন

১০. জাতিসংঘ পুরস্কারঃ

বাংলাদেশ বিগত বৎসরসমূহে শিশুমৃত্যু রোধে যুগান্তকারী উন্নতি সাধন করেছে। ১৯৯০ সালে ৫ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১৫১ (জীবিত শিশু), ১৯৯৪ সালে কমে দাঁড়ায় ১৩৩ যা ২০১৫ সালে নেমে দাঁড়িয়েছে ৩৬ জনে। বয়স ভিত্তিক মৃত্যু-হ্রাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১২ - ৫৯ মাস বয়সের শিশু প্রতি বৎসরে গড়ে ৯.৩% হারে মৃত্যু কমেছে, ১-১১ মাসের বয়সের শিশু ৬.০% এবং নবজাতক অর্থাৎ ০-২৮ দিন পর্যন্ত বয়সের শিশু গড়ে ২.৬% হারে কমেছে । ক্রমবর্ধমান শিশু মৃত্যুহ্রাসের কারণে বাংলাদেশ সঠিক সময়ে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা-৪ অর্জন করতে পারবে বলে জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কারে ভুষিত হয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত সেপ্টেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশের পক্ষে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত MDG Award গ্রহণ করছেন

১১. জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস)

দেশে বড় ধরণের প্রথম পুষ্টি প্রকল্প 'বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (বিআইএনপি)' শুরু হয় ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আমলে। বিশ্ব জুড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিচালিত বৃহৎ পরিসরের পুষ্টি প্রকল্পের অন্যতম এ প্রকল্পের সুফল বাংলাদেশের তিন কোটিরও অধিক পরিবারে পৌঁছেছিল।

ক) সময়কাল ঃ ২০০৯-২০১১ জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম ঃ

পরবর্তীতে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি) ২০০৩ সাল হতে শুরু হলেও তা দেশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জনগণ-এর (১৬৭ টি উপজেলা) কাছে পৌঁছাতে পারে। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের সকল জনগণকে পুষ্টিসেবার আওতায় আনয়নের উদ্দেশ্যে ২০০৮ সাল-এ সরকার গঠণের পরপরই কাজ শুরু করে, যার ধারাবাহিকতায় 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) '২০১১-২০১৬-এর যাত্রা শুরু হয়।

খ) সময়কাল ঃ ২০১১-২০১৬ জাতীয় পুষ্টিসেবা ঃ

বর্তমানে চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) '২০১১-২০১৬' এর আওতায় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার পাশাপাশি পুষ্টিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবার মূলস্রোত ধারার সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস) এর মাধ্যমে দেশব্যাপী পুষ্টিসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এনএনএস-এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো 'বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান অপুষ্টির মাত্রা কমিয়ে আনা, বিশেষতঃ শিশু, কিশোর, মহিলা ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগণের প্রতি অধিকতর জোর দেয়া'।

বাংলাদেশের পুষ্টি খাতে বিগত ৭ বছরের সাফল্য:

(বিস্তারিত ২২ পৃষ্ঠায় ছক দেয়া আছে)

উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যাবলী ঃ

* প্রথমবার স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় পুষ্টিনীতি-২০১৫ প্রণয়ন ও মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।
* খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে।

* ৪২৪টি জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স 'শিশুবান্ধব হাসপাতাল' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
* ৬৪টি জেলায় পুষ্টিবিদের পদ সৃজন করা হয়েছে।

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস) হার ৪১% (২০০৭) হতে ৩৩% (২০১৪); খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশুর (০-৫৯ মাস) হার ৪৩.২% (২০০৭) হতে ৩৮% (২০১৪) হ্রাস পায়। উপরোক্ত ছকে পুষ্টির বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতির একটি পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

১২. Achievement of National AIDS/STD Programme (NASP)

Name of the service packages	# of service center	Population coverage
SP-1- HIV/AIDS Prevention Services for brothel based sex workers and their clients.	11 Drop in center (DIC) / Service center Implemented by: Population Services and Training Center (PSTC) and Community Health Care Project (CHCP)	3800 Sex workers **Duration of the Project:** November, 2012 - November 2015
SP-2-HIV/AIDS Prevention Services for Street based sex workers and their clients	5 Drop in center/ Service center Young Power in Social Action, Light House, Nari Unnayan Shokti	1500 Sex workers **Duration of the Project:** November, 2012 - November 2015
SP-3-HIV/AIDS Prevention Services for Hotel and Residence based sex workers and their clients	5 Drop in center/ Service center Peoples Development Center, Khulna Mukti Seba Songha, Durjoy Nari Sangha	1500 Sex warkers **Duration of the Project:** November, 2012 - November 2015
SP-5-HIV/AIDS Prevention Services for Men who have sex with men (MSM), Hijra.	5 Drop in center/Service center Organization of Development Program for the Under Privileged, Khulna Mukti Seba Songha and let there be light.	1000 MSM, Hijra **Duration of the Project:** December 2012 to December 2015
SP-6-HIV/AIDS Prevention Services for Injecting drug users (IDU)-Harm Reduction Program	20 Drop in center/ Service center Light House, Marie Stopes Clinic Society	6000 IDU's Duration of the Project: August 2013 - June 2016
SP-9-11- Comprehensive Care, Support and Treatment (CSTC) for the People Living with HIV (PLHIV)	20 Drop in center/ Service center CST 1 Ashar Alo Society, CST 2, Mukto Ashash Bangladesh, CST 3 Confidential Approach to AIDS Prevention	# of PLHIV 1702 and their 6500 family members Duration of the Project : May 2015 to June 2016
SP-12- Serological and Behavioral Surveillance	Implemented by IEDCR, icddrb Going on	The letter of agreement with IEDCR and NASP signed on 30/11/2015, the MOU with IEDCR and icddrb are also signed on the same date. The both parties are working on the package and progressing towards the achievements.
SP-15- Oral Substitution Therapy (OST) for injecting drug users (IDU)- Harm reduction program	2 Drop in center/Service center Implemented by: icddrb	300 IDU's to are getting Methadone from here Duration of the Project: February 2013 to November 2015 now extended phase started from December 2015 to June 2016.

১৩. দন্ত স্বাস্থ্য ঃ

- ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবন চালু করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- পুরাতন ৮টি মেডিকেল কলেজের ৬টিতে নতুন করে ৫০ আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট চালু করা হয়েছে। যা দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে। উক্ত ৮টি ডেন্টাল ইউনিটের জন্য ৯২৮টি পদ সৃজন প্রস্তাবনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন শেষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পরিচালক (ডেন্টাল) , উপ পরিচালক (ডেন্টাল) ও সহকারী পরিচালক (ডেন্টাল) এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বিভাগে একজন করে সহকারী পরিচালক (ডেন্টাল) এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য মোট ২৭২টি (২০০৯ সালে ২২০টি ও ২০১০ সালে ৫২টি) নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে ১৯৪টি নতুন পদ সৃষ্টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ১০তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালে অত্যাধুনিক ৬টি অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালু করা হয়েছে। ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি ও প্যাথলজি বিভাগে সিটিস্ক্যান, ওপিজি, জেনারেল এক্সরে, অটোমেটেড হেমাটোলজি এনলাইজার ও অটোমেটেড ইউরিন এনালাইজার, অ টো মে টে ড ইলেকট্রোফোরেসিস ল্যাব মেশিনসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ অধিকতর উন্নয়ন হয়েছে।
- ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়ান সার্জারী ও অর্থোডেন্টিস্টি বিভাগে এম.এস রেসিডেন্সি কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালে ১০ বেডের আইসিইউ চালু করা হয়েছে।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালটি নিরাপত্তামুলক সিসি ক্যামেরার আওতাভূক্ত করা হয়েছে।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের জন্য মেডিকেল সফটওয়্যার ভিত্তিক ডিজিটাল টেকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

১৪. অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি) কার্যক্রম

গত ০৭ বছরের অগ্রগতি/সাফল্যের তথ্য নিম্নরুপ ঃ

২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-২০১৬
১। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৫৭৬ জন ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ও ষ্টাফদের (কম্পাউন্ডার ও হারবাল এ্যাসিসটেন্ট) প্রশিক্ষণ প্রদান।	১। সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজে সেবার মানউন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্টার্নী চিকিৎসকদের ভাতা প্রদান, ০২ টি মাইক্রোবাস ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়। ২। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হেলথ ম্যানেজার এবং ৫৭৬ জন ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ও ষ্টাফদের (কম্পাউন্ডার ও হারবাল এ্যাসিসটেন্ট) প্রশিক্ষণ প্রদান।	১। সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নী চিকিৎসকদের ভাতা, ঔষধ, অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র ও এমএসআর ক্রয়। ২। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হেলথ ম্যানেজার এবং ৫৭৬ জন ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ও ষ্টাফ (কম্পাউন্ডার ও হারবাল এ্যাসিসটেন্ট) প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩। ২৭টি জেলা ও ১০০ টি উপজেলায় ভেষজ বাগান বর্ধিত করণ ও রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ বরাদ্দ প্রদান।	১। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হেলথ ম্যানেজার এবং ৫৭৬ জন ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ও ষ্টাফদের (কম্পাউন্ডার ও হারবাল এ্যাসিসটেন্ট) প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নী চিকিৎসকদের ভাতা, ঔষধ, অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র ও এমএসআর ক্রয়। ৩। বিসিসি কার্যক্রমের আওতায় জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল সমূহে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বার্তা সংক্রান্ত ফোল্ডার ও লিফলেট বিতরণ। ৪। ১৭টি জেলা ও ১১৪ টি উপজেলায় ভেষজ বাগান বর্ধিত করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বরাদ্দ প্রদান। ৫। সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কোর্স কারিকুলাম Up-gradation)	১। আউট সোর্সিং ০২ জন এমএলএসএস নিয়োগ কার্যক্রম। ২। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আইন এবং পূর্ণাঙ্গ রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল গঠন কার্যক্রম। ৩। এএমসি কর্তৃক ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বার্তা সংক্রান্ত ফোল্ডার ও লিফলেট তৈরি করা হয়েছে।	১। মেডিকেল অফিসার /প্রভাষক সমমান পদ এবং সহকারী অধ্যাপক, রেজিষ্ট্রার, রেসিডেনসিয়াল ফিজিসিয়ান এবং আবাসিক মেডিকেল অফিসার পদে মোট ২০০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন। অবশিষ্ট ১০২ জন কর্মকর্তার নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক এর মান উন্নয়ন ও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত। ৩। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মেডিকেল অফিসারদের জন্য ঔষধ সরবরাহ।	১। মেডিকেল অফিসার /প্রভাষক সমমান পদে মোট ২৫ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন। ২। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মেডিকেল অফিসারদের জন্য ঔষধ সরবরাহ। ৩। ইউনানী/আয়ুর্বেদিক/ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নামে অপচিকিৎসা প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য বিলবোর্ড ও ফেস্টুন এর মাধ্যমে প্রচার অভিযান। ৪। বর্তমানে দেশে ইউনানী/ আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাস্তব অগ্রগতি যাচাই করার জন্য সার্ভে সম্পন্ন। ৫। সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং সরকারী তিব্বিয়া কলেজ, সিলেট এর শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কোর্স কারিকুলাম Up-gradation. ৬। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন-২০১৩ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন-২০১৬ এবং রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল গঠন কার্যক্রমটি প্রক্রিয়াধীন। ৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনানী,ও আয়ুর্বেদিক এর উপর এম, ফিল, পিএইচডি কোর্স চালু করার জন্য কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুতকরন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে প্রথমে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ১৯৫৩ সালে বেসরকারিভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শুরু হয়। কর্মসূচীর গুরুত্ব অনুধাবনক্রমে ১৯৬৫ সালে সরকার কর্মসূচীকে অধিগ্রহণ করে এবং সীমিত আকারে ক্লিনিক ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আরম্ভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সকল সরকার জনসংখ্যা কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং কর্মসূচীকে এগিয়ে নেবার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বলেছিলেন,

"একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বছর আমাদের ১৮ থেকে ২০ লাখ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হলো ৫০ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি

তৎকালীন সরকার এর গুরুত্ব অনুভব করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকল্পে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করে। সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন আর্থ সামাজিক প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করে।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরই জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রনয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে এই নীতির আলোকেই বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে একটি কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিবিড়ভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সমূহ প্রদানের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা

বিভাগ তার কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান সরকার তাঁর কার্যকালীন বিগত সাত বছরে বিশেষভাবে এই খাতে বিশেষ সফলতা লাভ করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা, MDG-4 (শিশু মৃত্যুর হার) অর্জন এবং এই লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়েছে। নিম্নে এই সফলতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

১. মোট প্রজনন হার হ্রাসকরণ ঃ স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই দেশে একজন প্রজননক্ষম মহিলা তার সমগ্র জীবনে গড়ে ৬.৩ জন করে সন্তান জন্মদান করতেন ; এই হার ২০০৭ সালে ২.৭ এ নেমে আসে এবং বর্তমান সরকারের সফল কার্যক্রম পরিচালনায় এই হার ২০১৪ সালে ২.৩ এ নেমে এসেছে (বিডিএইচএস, ২০১৪)।

মোট প্রজনন হার হ্রাসের একটি তুলনামূলক চিত্র (বিডিএইচএস, ২০১৪)

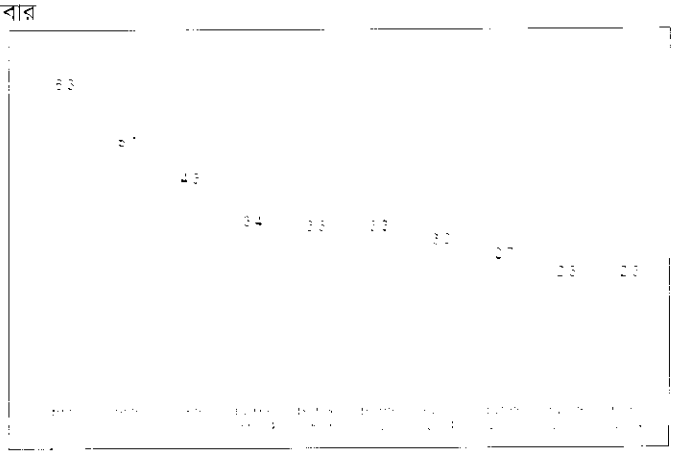

২. জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ঃ ২০০৭ সালে বাংলাদেশের ৫৫.৮% সক্ষম দম্পতি কোন না কোন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। বর্তমান সরকারের সুদৃঢ় নেতৃত্বে এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১৪ সালে ৬২.৪% এ উন্নীত হয়েছে (বিডিএইচএস, ২০১৪)। যার মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৩৭.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৪৬.৭% এ উন্নীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা হিসাবে সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার যথাক্রমে ২০০৭ সালের ২৪.৭% ও ৩৮.২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৪০.৯% এবং ৪৭.২% এ উন্নীত হয়েছে (বিডিএইচএস, ২০১৪)।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্র

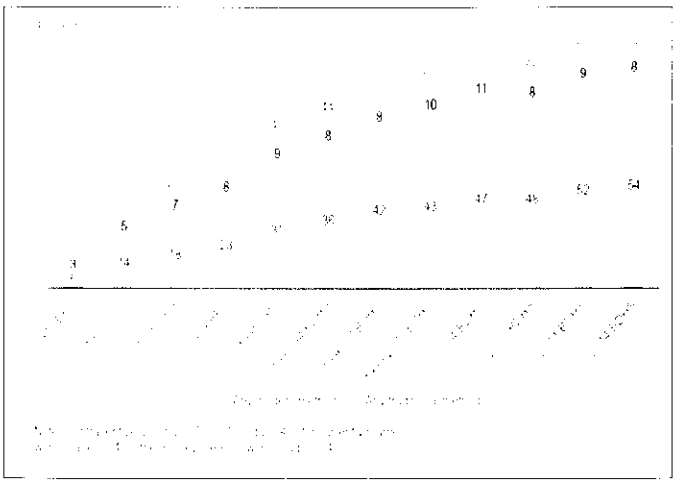

৩. জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাসকরণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছেড়ে দেবার হার হ্রাসকরণ ঃ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে এই সরকারের বিগত সাত বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাসকরণের লক্ষ্যে, ২০০৭ সালের ২৪.৭% অপূর্ণ চাহিদার হার কমিয়ে ২০১৪ সালে ১২% আনা সম্ভব হয়েছে। একই সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছেড়ে দেবার হার হ্রাসকরণের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সফলতা রয়েছে। ২০০৭ সালে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছেড়ে দেবার হার ৫৭% থেকে কমে ২০১৪ সালে এই হার ৩০% নেমে এসেছে(বিডিএইচএস, ২০১৪)।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছেড়ে দেবার হার হ্রাসকরণের একটি তুলনামূলক চিত্র

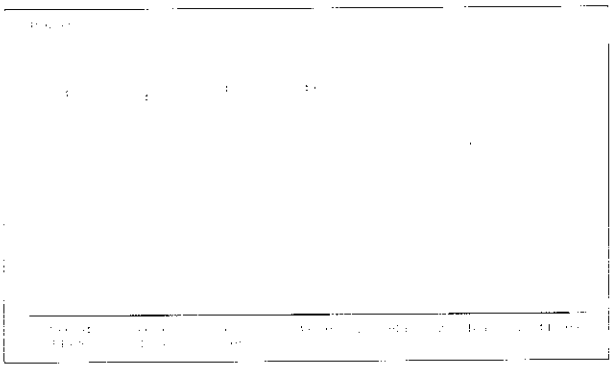

৪. মায়ের সেবার হার উন্নীতকরণ ঃ বর্তমান সরকার তার প্রতিশ্রুতিসমূহ এবং মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল (এমডিজি) ও সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বাস্তবায়নর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। সরকারের এই লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি সমূহ বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁরই ধারাবাহিকতায় সরকারের এই মেয়াদে গর্ভাবস্থায় নূন্যতম একবার গর্ভবতী পরিচর্যা সেবা গ্রহণের হার ২০০৭ সালের ৫৩.৪% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৬৩.৯% এ উন্নীত হয়(বিডিএইচএস, ২০১৪)। একই সাথে গর্ভাবস্থায় নূন্যতম চার বার গর্ভবতী পরিচর্যা সেবা গ্রহণের হার ২০০৭ সালের ১৬.৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৩১.২% এ উন্নীত হয়। প্রসবকালীন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালে ২০.৯% গর্ভবতী প্রশিক্ষিত জনবলের মাধ্যমে ডেলিভারী সেবা গ্রহণ করতেন, যার মধ্যে মাত্র ১৭.৩% ই বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে সেবা গ্রহণ করতেন। কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ২০১৪ সালেই এই হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪২.২% ও ৩৭.৪% এ উন্নীত হয়েছে (বিডিএইচএস, ২০১৪)। প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রসবের দুই দিনের মাঝে সেবা গ্রহণের হার ২০.১% থেকে উন্নীত হয়ে ৩৬.৪% এ দাড়ায় (বিডিএইচএস, ২০১৪)।

মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং সাফল্য ঃ

- ❋ মাতৃ মৃত্যুর হার বর্তমানে কমে দাড়িয়েছে, ১৭০ জন/প্রতিলাখ জীবিত জন্মে (ইউ এন সংস্থা-২০১৫)।
- ❋ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সকল কেন্দ্র থেকে বিনামুল্যে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন সেবা (কমপক্ষে চার বার), প্রসবোত্তর সেবা (কমপক্ষে চার বার), নিরাপদ প্রসব সেবা ও জরুরী প্রসূতী সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- ❋ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এবং জাতীয় পর্যায়ের ২টি কেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবাসহ জরুরী প্রসূতী সেবা কার্যক্রম (সিজারিয়ান অপারেশনও জটিলতার চিকিৎসা সেবা) নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বছরে প্রায় দুই লাখ (২,০০,০০০) প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ের ২৪/৭ কর্মসুচিটি ২০১১ খ্রিঃ হতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
- ❋ ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে অত্যবশ্যকীয় ১৫ (পনের) টি ঔষধপত্র সম্বলিত ডেলিভারী কিট এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি ২০,০০০ টি ডেলিভারী কিট মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- ❋ মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ প্রসব পরবর্তী অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রতিরোধে, সেবা কেন্দ্রে প্রসবের পরে ০২ টি অক্সিটোসিন ইনজেকশন প্রদান করার জন্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাবদ অর্থ (২০০টাকা/জন প্রতি মা) প্রদান এবং বাড়ীতে প্রসব পরবর্তী অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রতিরোধে গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের ০২ টি মিসোপ্রোস্টল বড়ি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৪ খ্রিঃ অদ্যাবধি প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে ২২,৫০,০০০ টি মিসোপ্রোস্টল ট্যাবলেট গর্ভবতী মায়েদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।
- ❋ নিরাপদ এম আর ও প্যাক সেবা প্রদানের জন্য ৫৩০০০ টি এম আর কিট এবং ৫৫৫০ টি এমভিএ কিট ক্রয় করা হয়েছে। প্রসব পরবর্তি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রতিরোধে প্রতি বছর ৭ লক্ষাধিক ট্যাব মিসোপ্রস্টোল ক্রয় করা হচ্ছে।
- ❋ বর্তমানে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমুহে ৬৫ টি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চলমান আছে।

৫. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ ঃ ২০০৭ সালে বাংলাদেশে ০ থেকে ৫ বছরের নীচে প্রতি হাজারে ৬৫ জন শিশু মারা যেত। বর্তমান সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ২০১৪ সালে এই শিশু মৃত্যুর হার কমে প্রতি হাজারে ৪৬ এ চলে এসেছে।

শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের একটি তুলনামূলক চিত্র

Neonatal, postneonatal, infant, child, and under-5 mortality rates for five-year periods preceding the BDHS surveys

Data source	Approximate reference period	Neonatal mortality (NN)	Postneonatal mortality (PNN)[1]	Infant mortality (1q0)	Child mortality (4q1)	Under-5 mortality (5q0)
BDHS 2014	2010-2014	28	10	38	8	46
BDHS 2011	2007-2011	32	10	43	[illegible]	53
BDHS 2007	2002-2006	37	15	52	14	65
BDHS 2004	1999-2003	41	24	65	24	[illegible]
BDHS 1999-2000	1995-1999	42	24	66	30	94
BDHS 1996-1997	1992-1996	48	34	82	37	[illegible]
BDHS 1993-1994	1989-1993	52	35	87	50	[illegible]

[1] Computed as the difference between the infant and neonatal mortality rates

শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং সাফল্য ঃ

- ❋ বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার কমে হয়েছে, ৩৮জন/ প্রতিলাখ জীবিত জন্মে (বিডিএইচএস-২০১৪)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা, MDG-4 (শিশু মৃত্যুর হার) অর্জন এবং এই লক্ষ্যে জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এমডিজি এওয়ার্ড প্রদান করেছে ।
- ❋ সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে নবজাতক ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ❋ নবজাতক-এর সংক্রমণ প্রতিরোধে নাভীতে ৭.১% কোরহেক্সিডিন প্রদানসকরা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য ৩৪,৭৯৪ জন কর্মকর্তা ও সেবা প্রদানকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

✲ নবজাতকের বার্থ এসফেক্সিয়া প্রতিরোধে ৯৫১৯ জন সেবা কর্মীকে এইচবিবি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

✲ অপরিণত জন্ম নেয়ার শিশুর পরিচর্যা করার নিমিত্তে ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর এমএফএসটিসি ও আজিমপুর এমসিএইচটিআই- ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

✲ নবজাতকের অত্যাবশকীয় সেবা প্রদানসহ ০-৫ বৎসরের বয়সী শিশুদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। HBB/IMCI/EPI/Nurtrion/Breast feeding/Kangaroo Mother Care/ নবজাতকের নাভীতে ৭.১% Chlorhexidene প্রদান এবং নবাজাতকের সংক্রমণ প্রতিরোধ কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমে এসেছে।

৬. শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় টিকাদান কর্মসূচি ঃ শিশু মৃত্যু হ্রাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশে ইপিআই কার্যক্রম একটা লম্বা সময় ধরে তার সফলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৭ সালে ৭৬% শিশু সকল রোগের টিকা গ্রহণ করতো, যা ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮% এ দাড়িয়েছে।

৭. শুধুমাত্র বুকের দুধ পান ঃ জন্ম গ্রহণের পর থেকে ৬মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ পানের বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীগণ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের এই সাত বছরের সময়ে ২০০৭ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে জন্ম গ্রহণের পর থেকে ৬মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ পান করানোর হার ৪২.৯% থেকে ৫৫.৩% এ উন্নীত হয়েছে।

৮. সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ঃ

✲ জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ২০,৯৮,৭৭৫ টি স্যাটালাইট ক্লিনিক সংগঠন

✲ ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নতুন ৯৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মানসহ বর্তমানে ৩৮৭৬টি কেন্দ্র চালু রাখা।

✲ ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নতুন ৪০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মান উন্নীতকরণসহ বর্তমানে ১৪৪১টি কেন্দ্রকে মান উন্নীত কেন্দ্র হিসাবে চালু রাখা।

✲ ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নতুন ৫০ স্টোর কাম উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নির্মাণসহ বর্তমানে ৭৮টি স্টোর কাম উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় চালু রাখা।

✲ ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নতুন ৯৮টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণসহ বর্তমানে ১৯৪টি কেন্দ্র চালু রাখা।

✲ ASRH Networking Forum, ১৫ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও ১১৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা কর্ণারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৯. জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ ঃ

✲ জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, দুই সন্তানের মাঝে বিরতি, মা ও নবজাতকের যত্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন।

✲ জেলা পর্যায়ে ১ ও ২ সন্তান বিশিষ্ট সক্ষম দম্পতিদের নিয়ে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির উপর সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন।

✲ পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠন এবং স্থানীয় অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।

✲ উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, চেয়ারম্যান, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ, ছোট পরিবার ধারণার উন্মেষ, পুষ্টি, এএনসি, পিএনসি এবং ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।

✲ সারাদেশের নিম্ন অগ্রগতিসম্পন্ন উপজেলা এবং দূর্গম এলাকাসমূহে নবদম্পতিদের নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, দুই সন্তানের মাঝে বিরতি এবং পুষ্টি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন।

✲ উপজেলা পর্যায়ে অষ্টম-দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে জনসংখ্যা উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।

✲ সিলেট এবং চট্রগ্রাম বিভাগের নিম্ন অগ্রগতিসম্পন্ন উপজেলা এবং দূর্গম এলাকায় নারী স্কুল শিক্ষকদেরকে নিয়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন পুষ্টি এবং ব্যক্তিগত পরিছন্নতা বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন।

✲ জেলা পর্যায়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে ছোট পরিবার ধারণার উন্মেষ, এএনসি, পিএনসি, নিরাপদ প্রসব, নবজাতকের যত্ন এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন।

✲ উপজেলা পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন সমাজকর্মীদের নিয়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ,

পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন।

- জেলা পর্যায়ে গর্ভবতী এবং দুটির কম সন্তান বিশিষ্ট দম্পতিদের নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন।
- উপজেলা পর্যায়ের জনগণকে নিয়ে এএনসি, পিএনসি, নিরাপদ প্রসব, প্রতিষ্ঠানিক প্রসব এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা- শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে প্রতি বছর ০২(দুই) বার বিশেষ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন।
- প্রতি বছর ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন।
- দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিলবোর্ডের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বার্তা প্রদান।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, জেন্ডার বৈষম্য ও পুষ্টি বিষয়ে টিভি স্পট,স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র,টিভি নাটক, টিভি ম্যাগাজিন নির্মাণ এবং বিটিভিসহ অন্যান্য প্রাইভেট টেলিভিশনে প্রচার।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে ইলেকট্রনিক বিলবোর্ড/ট্রাইভিশনের মাধ্যমে বার্তা প্রচার।
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও পরিবার পরিকলল্পনার দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি সর্ম্পকে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার।
- বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার।
- বেসরকারী এফ এম ও কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ে রেডিও জিঙ্গেল (RDC) প্রচার।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জেন্ডার বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ে ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বস্তি এলাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন।
- দেশের নিম্ন অগ্রগতিসম্পন্ন ও দূর্গম এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ে লোকগান, জারী গান, ও পটের গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আয়োজন।
- দেশের ৩টি পার্বত্য জেলায় পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ে স্থানীয় ভাষায় পথ নাটকের আয়োজন।
- দেশের বহুল প্রচলিত বিভিন্ন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ও পুষ্টি বিষয়ে টিভি স্ক্রল প্রচার।
- দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ও পুষ্টি বিষয়ে রোড শো আয়োজন।

১০. উন্নততর উপকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা ঃ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণও সরবরাহ ইউনিট জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচীর আওতায় নিয়মিতভাবে বিভন্ন প্রকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ এবং এমএসআর (যন্ত্রপাতি) ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করে যথা সময়ে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করে থাকে। সেবা গ্রহীতাদের কাছে সঠিক সময়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পৌছে দেয়ার ওপর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য তথা প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সফলতা একান্ত ভাবে নির্ভরশীল।

উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের ২০০৯-২০১৬ সাল বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দুটি শাসনকালে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনের এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২০০৬ সালের অবস্থান নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তির প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর লজিস্টিকস্ ব্যবস্থাপনা অনেকদুর এগিয়েছে। এ অধিদপ্তরের Supply Chain Management এর প্রতিটি পদক্ষেপেই এখন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে বিশেষ করে এই সংস্থার ক্রয় কার্যক্রম এবং লজিস্টিকস্ ব্যবস্থাপনা একটি দক্ষ ও ফলপ্রসূ ডিজিটাল ব্যবস্থা হিসেবে দেশে এবং বর্হিবিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের ক্রয়/সংগ্রহ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় আরও গতিশীল এবং কার্যকর করার জন্য Supply Chain Information Portal (SCIP) নামে একটি ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে যা Digital innovation fair-2011 এর প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এই ওয়েব পোর্টালের সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০১৩ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্যও MoHFW Supply Chain Management Portal (SCMP) স্থাপন করা হয়েছে যার ঠিকানা http://scmpbd.org।
- ২০১০ সাল থেকে উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের মাধ্যমে

ক্রয়/সংগ্রহকৃত দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ, বিতরণ এবং এর রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা হয়েছে। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে ৩টি সফটওয়্যার ১। Warehouse Inventory Management System (WIMS) ২। Logistic Management inventory System (LMIS) এবং ৩। Upazilla Inventory Management System (UIMS) ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় পণ্যাগার, আঞ্চলিক পণ্যাগার ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা স্টোর এর মজুদ ব্যবস্থা মনিটরিং করে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

- ✲ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এখন SDP dashboard module ব্যবহার করছে যা একটি Electronic Logistics Management Information System এবং অনলাইন ডাটাব্যাংক। এই মডিউল দিয়ে DGFP এখন শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় পণ্যাগার, আঞ্চলিক পণ্যাগার এবং উপজেলা এমনকি গ্রামাঞ্চলে প্রায় ২৯৫০০ সংখ্যক সার্ভিস ডেলিভারী পয়েন্ট (SDP) থেকেও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর স্টক সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। SDP dashboard module ব্যবহার করে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ লগ ইন করে স্টক সংক্রান্ত তথ্য মনিটর করতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সালে ক্রয় এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় এভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি তথা ডিজিটাল ব্যবস্থার ব্যবহার শুরু হয়নি।
- ✲ ২০০৯-২০১৬ সময়কালে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রায় ১,১০০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের Basic Logistic Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ✲ প্রায় ১,৫০০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের Inventory Management Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার ফলে ৪৮৮টি উপজেলা এবং ২১টি আঞ্চলিক পণ্যাগারে ফলপ্রসূভাবে Inventory Management System টি কার্যকরী রয়েছে।
- ✲ ২০০৯-২০১৬ সময়কালে প্রায় ৩৫০টি উপজেলা স্টোরে ব্যবহার অযোগ্য এবং অকেজো মালামাল ধ্বংসের মাধ্যমে ৩৫০ x ৫০ বর্গফুট = ১৭,৫০০ বর্গফুট জায়গা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও, একইভাবে কেন্দ্রীয় পণ্যাগারের ৩,০০০ বর্গফুট জায়গা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
- ✲ ২০০৯-২০১৬ সময়কালে উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের বড় সফলতা হলো এই ৭ (সাত) বছরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর কোন মজুদ শূন্যতা হয়নি। দক্ষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যহারের মাধ্যমে যথাসময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ✲ সরকারী ক্রয় কার্যক্রম স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও অবাধ করার জন্য প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি ই-জিপিতে ক্রয় প্রক্রিয়া করণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর গত ৬/১২/২০১৫ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫২ টি প্যাকেজের মধ্যে ৪টি প্যাকেজ এবং জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ৪৭টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজ ই-জিপি পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী সেক্টর প্রোগ্রামে শতভাগ ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি এর আওতায় আনয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই ইউনিট কর্তৃক ৩৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মনোনয়নপূর্বক ই-জিপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, পর্যায়ক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে CPTU এর সহযোগিতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-জিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন বিষয়ক অঙ্গিকার রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সাল পর্যন্ত ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।
- ✲ বর্তমান সরকারের আমলে যুগান্তকারী সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পণ্যাগারটিকে আগামী দিনের চাহিদার আলোকে আধুনিক ও বৃহদাকার পণ্যাগার হিসেবে গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ভোলার আঞ্চলিক পণ্যাগারটিকে নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণসহ ২১টি আঞ্চলিক পণ্যাগার সম্প্রসারিত করে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
- ✲ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা ২০০৯ সালের আগে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

১১. জনসংখ্যা নীতি ও প্রকাশনা ঃ

- ✲ ২০০৪ সালের জনসংখ্যা নীতি ২০১২ সালে যুগপোযোগী করা।
- ✲ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর ইংরেজি ভার্সন প্রণয়ন।
- ✲ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর আলোকে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ✲ কিশোর কিশোরিদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করনে Adolescent Health Strategy প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে।

* প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নিরাপদ এম আর সেবা প্রদানের দিক-নির্দেশনার দেয়ার জন্য বাংলা ও ইংরেজীতে The National MR Guideline তৈরী করা হয়েছে।
* প্রথমবারের মতো The National Plan of Action on ASRH তৈরী করা হয়েছে।
* ১৯৮৬ সালে প্রথম সংস্করণের পর "Operational Manual of Union Health & Family Welfare Centre" ২০১৪ সালে তৈরী করা হয়েছে।
* ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত "Orientation Programme on Adolescent and Youth Health for Health Service Providers in Bangladesh"-Facilitator's Guide and Handout টি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

১২. জনবল নিয়োগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

* গ্রেড ভিত্তিক অনুমোদিত, কর্মরত এবং শূন্যপদের হিসাব

গ্রেড (শ্রেণি)	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
গ্রেড ৩-৯ (প্রথম)	১,৯৫৩	১,২৪০	৭১৩
গ্রেড ১০ (দ্বিতীয়)	১,০৯১	৪১৯	৬৭২
গ্রেড ১১-১৬ (তৃতীয়)	১৬,৮৭৮	১৫,০৩১	১,৮৪৭
গ্রেড ১৭-২০ (চতুর্থ)	৩২,৫১৩	২৭,৭৯৭	৪,৭১৬
	৫২,৪৩৫	৪৪,৪৮৭	৭,৯৪৮

* সরাসরি জনগণের সেবায় নিয়োজিত জনবল

ক্রমিক নং	জনবল	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
১.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	৪৮৫	৩৭৫
২.	মেডিকেল অফিসার	১,১৫৫	৯৫৬
৩.	সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	৪৮৫	৩৫৫
৪.	সহকারী উপজেলা পরিবার কল্যাণ অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)	৪৬৫	৮৫
৫.	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা	৫,৭১০	৫,০৯৬ (৫৩০ জন বর্তমানে প্রশিক্ষণে)
৬.	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	৪,৫০০	৩,৯৬২
৭.	পরিবার পরিকল্পনা সহকারী	১,৪৫৫	১,৩৫৫
৮.	পরিবার কল্যাণ সহকারী	২৩,৫০০	১৯,৫৮৩

* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান।

সন	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
২০০৯	০	০	০	০	০
২০১০	০৪	০	০	০	৮
২০১১	০৫	০	১২১	৩	১২৯
২০১২	১৮	০	২৫৫২	৩০৪৪	৫৬১৪
২০১৩	৪৫	৬২	১৯৫৬	২৭৯৫	৪৮৫৮
২০১৪	৫	০	৩৫৩	০	৩৫৮
২০১৫	৯	০	০	০	৯
২০১৬	৩৩৫	০	১০৩৪	৪৮৭	১৮৫৬
মোট	৪২১	৬২	৬০১৬	৬৩২৯	১২৮২৮

* উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন।
* পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসারদের নিয়ে সারাদেশে অবহিতকরণ কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন।
* উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কমিটি সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এবং নিয়মিতকরণ।
* পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে নিয়োজিত চিকিৎসক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং মহিলা উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারদের দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।

চিকিসক ও সেবা কর্মীদের দক্ষতার ক্ষেত্রে সাফল্য ঃ

* নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে ৩৩০ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে চাকুরীকালীন মিডওয়াইফারী দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* জরুরী প্রসূতী কার্যক্রমে সিজারিয়ান অপারেশনসহ অন্যাণ্য কাজে সহায়তা করার জন্য ২১১ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে ওটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড নার্সিং কেয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
* মাতৃ-মৃত্যুর অন্যতম কারণ-প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ প্রতিরোধে টাবলেট মিসোপ্রস্টোল ব্যবহারের উপর ৭০৩ জনকে টিওটি এবং ২৬২৫৯ জন মাঠ-কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* এ্যাকল্যাম্পসিয়াজনিত মার্তৃ-মৃত্যু রোধে চারটি জেলার ৫১ জন চিকিৎসক ও ২৭৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও স্যাকমোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* মা ও কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণে আয়রণ ফলিক এসিডসহ ০৮ প্রকারের

ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে এ সেবা কার্যক্রমটি সারা দেশে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

* নিরাপদ এম আর সেবা প্রদানের জন্য ৩১৮ জন সেবাকর্মীকে মৌলিক ও ৭৫১ জন সেবা কর্মীকে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* মাঠ পর্যায়ে (মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র) এম আর এম সেবা প্রদান করার জন্য ১৮ জন চিকিৎসক ও ৩০১ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* ১৭৩ জন সেবা কর্মীকে Women centered MR and PAC Service উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ঃ বর্তমান সরকারের ২০০৯-২০১৬ সময় পর্যন্ত ডিজিটাল পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিনির্মানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও রুপকল্প ২০২১ অর্জনে এবং আইসিটি ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ১৩০০টি মানোন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আইসিটি সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা এবং সংশ্লিষ্টদের কম্পিউটার পরিচালনা ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা করেছে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে Local Area Network (LAN) সহ Broad Band ইন্টারনেট এবং WiFi নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
* পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও সেবাকেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমের তথ্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে (www.dgfp.gov.bd) আপলোড করা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে যে কেউ পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও সেবাকেন্দ্র সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের দুটি বিশেষায়িত হাসপাতালে {Maternal & Child Health Training Institute (MCHTI), Azimpur, Dhaka Ges Mohammedpur Fertility Services and Training Center (MFST), Dhaka} পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অটোমেশন এর আওতায় আনা হয়েছে এবং সেবা গ্রহণকারীদের মেডিক্যাল রেকর্ড ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
* তথ্য আদান প্রদানে আইসিটি ব্যবহার অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত 'মাসিক সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং 'মাসিক লজিস্টিক্স প্রতিবেদন' সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য অনলাইন ওয়েববেইস সফটওয়্যার "Service Statistics (SS), Logistics Management Information System (LMIS), Personnel Management Information System (PMIS), Pregnant Mother Registration Software, Long Acting Permanent Method User Traking and Bottom Up Projection softwar" প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করে সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় হতে 'মাসিক সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং 'মাসিক লজিস্টিক্স প্রতিবেদন' এর তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এবং Supply Chain Manaagement Portal (SCMP) পোর্টাল ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রির বিভিন্ন স্তরে মজুদ অবস্থা, সম্ভাব্য মজুদ শূন্যতা, অতিরিক্ত মজুদ অবস্থা ইত্যাদি তদারকি করা হয়। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ যে কোন Browser-এ গিয়ে www.dgfpmis.org লিখে ব্রাউজ করা যায় এবং এতে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
* অধিদপ্তরাধীন সকল কর্মকর্তার Personal Data Sheet (PDS) ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে। যা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত এইচআরআইএস সফটওয়্যারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের ডাটা এন্ট্রি চলমান রয়েছে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি ই-টেন্ডারিং (e-GP) চালু করা হয়েছে।
* দাপ্তরিক কাজে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এর পর থেকে ই-রেজিস্টার চালু করার জন্য পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এর ই-ভার্সন করা হয়েছে। ই-রেজিস্টার এর কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে দুটি জেলায় চালু রয়েছে।
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে এমআইএস ইউনিট এবং প্রশাসন ইউনিট এর ২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-ফাইলিং কার্যক্রম উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ই-ফাইলিং কার্যক্রমটি অধিদপ্তরে অনুশীলন পর্যায়ে রয়েছে।
* সরকারী কর্মচারীরে মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার অংশ হিসেবে

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন কর্মচারীদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে মোট ২৯টি উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সফল বাস্তবায়িত পাইলট উদ্যোগ হতে ২টি পাইলট উদ্যোগ স্কেলআপ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

- ✲ সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নাগরিক সমস্যা সমাধান ও দাপ্তরিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ফেসবুক পেজ "Family Planning- সুখের সোপান' তৈরী করা হয়েছে।
- ✲ অধিদপ্তর থেকে সরাসরি জেলা পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ✲ কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এ্যাডোলসেন্ট ওয়েব সাইট তৈরী করা হয়েছে এবং নিউজ লেটার প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৪. মানবিক উদ্যোগসমূহ ঃ

- ✲ মাতৃ- শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পা সেবায়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সকল সেবাকেন্দ্রসমুহ হতে সম্পুর্ণ বিনা মুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।
- ✲ গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন সেবা (কমপক্ষে চার বার), প্রসবোত্তর সেবা (কমপক্ষে চার বার), নিরাপদ প্রসব সেবা ও জরুরী প্রসূতী সেবা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটেছে (এমডিজি-৫) এবং মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে।
- ✲ গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসব সেবা দেয়ার জন্য কেন্দ্রে আনায়নের জন্য বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ✲ স্বাস্থ্য সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগনের জন্য স্থাপিত কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছে।
- ✲ মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকল্পে সেবা গ্রহীতার দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে গর্ভবতী মায়েদের মোবাইল ফোনে এসএমএস ও ভয়েস কল প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ গর্ভবতী মা-কে নির্ধারিত প্রসবপূর্ব সেবা, ডেলিভারী সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা ও নবজাতকের সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ এবং সেবা কেন্দ্রমুখী করতে কার্যকরী অবদান রাখছে।
- ✲ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর গর্ভবতী মায়েদের নির্ধারিত প্রসবপূর্ব সেবা, ডেলিভারী সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা ও নবজাতকের সেবা নিশ্চিতকরণ ও তদারকির জন্য অনলাইন Pregnant Mother Registration Software চালু করা হয়েছে।
- ✲ সফলভাবে চাকরিজীবন সমাপনান্তে একজন সরকারি কর্মচারী যাতে সহজে তাঁর পেনশন সুবিধাদি পেতে পারেন এই লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে 'পেনশন সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ✲ নব দম্পতিদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন।
- ✲ শহরের বস্তি এলাকা সমূহে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান জোরদাড়করণ।
- ✲ দূর্গম এলাকায় বসবাসরত এবং পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠিদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদাড়করণ।
- ✲ মাঠকর্মীদের ব্যবহারের জন্য রেজিস্টার, ব্যাগ, এপ্রোন বা পোষাক এবং ছাতা সরবরাহ।

১৫. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকের অবস্থান ঃ

জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
							মোট	পুরুষ	মহিলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৭.৮৮ BBS-২০১২	৪.৮ BBS-২০১২	১.৩৭% Census-২০১১	৪৩ BDHS-২০১১	৫৩ BDHS-২০১১	১.৯৪ BMMS-২০১০	৭৬.৯০ ২৬২২০১৮৭ (জুন-১৩ পর্যন্ত)	৬৯.৭	৬৬.৭ BBS-২০১১	৬৬.৮ BBS-২০১১

১৬. এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা- ৫ ঃ মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি

সূচক	ভিত্তি বছর	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫
এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা- ৫ এ ঃ ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাসকরণ			
মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে)	৩২০	১৭৬ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৫)	১৪৩
দক্ষ স্বাস্থ্য পেশাজীবির বিপরীতে প্রসব সহায়তাকারীর অনুপাত	৫	৪২.১ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৫০
এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা- ৫ বি ঃ ২০১৫ এর মধ্যে প্রজননকালীন স্বাস্থ্য সেবার সার্বজনীন প্রবেশাধিকার অর্জন			
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (সিপিআর)% (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৫)	৫৬ (বিডিএইচএস ২০০৭)	৬২.৪ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৭২
প্রসব পূর্ববর্তী সেবা (কমপক্ষে ১ বার) %	২৭.৫(১৯৯৩)	৭৮.৪ (বিডিএইচএস ২০১৪)	১০০
প্রসব পূর্ববর্তী সেবা (কমপক্ষে ৪ বার) %	৫.৫ (১৯৯৩)	৩১.২ (বিডিএইচএস ২০১৪)	১০০
কৈশোরে মাতৃত্ব (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	১২১ (বিডিএইচএস ২০০৭)	১১৮ (বিডিএইচএস ২০১১)	১০০
পরিবার পরিকল্পনায় অপূর্ণ চাহিদার হার (%)	১৭.৬ (বিডিএইচএস ২০০৭)	১২.০ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৯

বর্তমান সরকারের লক্ষমাত্রাসমূহ, এসডিজি এবং জনসংখ্যা নীতি ২০১২সহ অন্যান্য নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে এই খাতের লক্ষ্যমাত্রা সমূহ নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন তথা মাঠ পর্যায়ে গুনগত সেবা প্রদানের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য সূচক সমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনার জন্য ১৯৭৭ সালে একটি অধিদপ্তর হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠা থেকে নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের (কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, নার্স, প্যারামেডিক ও মাঠকর্মী) জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভংগি/মনোভাব পরিবর্তন জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এর পাশাপাশি নিপোর্ট প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচীভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী এবং অপারেশনস্ গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করছে। এছাড়া কর্মসূচী উন্নয়নের জন্য ও প্রতি বছর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী মূল্যায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের সার্ভের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, মা ও শিশুর অপুষ্টি, মা ও শিশু মৃত্যু, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করে যাচ্ছে এবং গবেষণা ও সার্ভের ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করছে। নিপোর্ট গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। এছাড়া প্যারামেডিকস, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেশব্যাপী বিস্তৃত বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ঃ

জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিকস, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি কর্মসূচী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে ৫৯,০২৮ জন কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, নার্স, প্যারামেডিক ও মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণের ধরন অনুযায়ী অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক) মৌলিক এবং ইন্ডাকশন প্রশিক্ষণ

- ❖ ১,৭৯৭ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV)
- ❖ ৩,৬৬৫ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)
- ❖ ৩,০৪২ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI)

খ) চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ

- ❖ ৪৮,৯৪২ জন সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক্স এবং মাঠকর্মী
- ❖ ১,৫৮২ জন কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, প্রশিক্ষক

চলমান প্রশিক্ষণ ঃ

❖ নিপোর্টের প্রধান কার্যালয়ে ৫ দিন মেয়াদী নার্স ও প্যারামেডিকদের জন্য নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা (ENC) প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাগণের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, কর্মচারীদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা ও আচরণগত পরিবর্তনে যোগাযোগ (BCC) প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) চলমান আছে।

❖ নিপোর্টের ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (FWVTI) এ ৪৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীর ১৮ মাস মেয়াদী পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) মৌলিক প্রশিক্ষণ চলমান আছে। এ প্রশিক্ষণ ১৩/০৬/২০১৬ তারিখে শুরু হয়েছে এবং আগামী ১২/১২/২০১৭ তারিখে শেষ হবে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীত এ সকল প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ

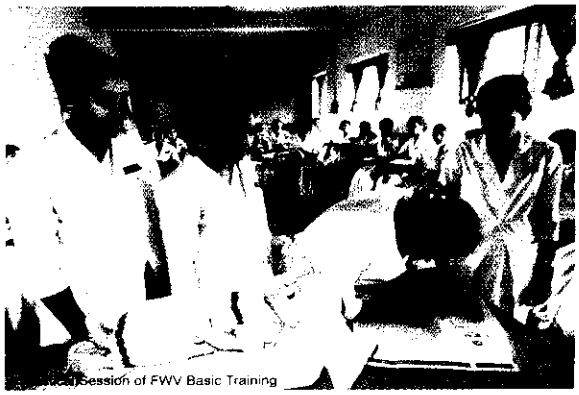

Session of FWV Basic Training

নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন কেবলমাত্র তারাই FWV পদে নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

❖ নিপোর্টের ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) এ ৫ দিন মেয়াদী পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) ও স্বাস্থ্য সহকারীদের (HA) জন্য দলগত প্রশিক্ষণ, কর্মচারীদের জন্য আচরণগত পরিবর্তনে যোগাযোগ (BCC) প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজারদের জন্য মনিটরিং, সুপারভিশন ও ফলো-আপ প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

গবেষণা ঃ

নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভে সমূহ জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচী মূল্যায়ণ ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা এবং কর্মসূচীর অগ্রগতির অবস্থা নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচী ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস হিসেবে কাজ করছে।

নিপোর্ট জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে ঃ

- বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS), ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD), বাংলাদেশ আরবান হেল্‌থ সার্ভে (BUHS), বাংলাদেশ হেল্‌থ ফেসিলিটি সার্ভে (BHFS) এবং বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS) সহ জনসংখ্যা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ৯টি জাতীয় পর্যায়ের সার্ভে সহ ৬৮ টি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/সার্ভে পরিচালনা করেছে। উক্ত সময়ে সম্পাদিত জাতীয় পর্যায়ের সার্ভেসমূহ নিম্নরূপ :
  - বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS) ২০১০ ও ২০১৬
  - বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১১ ও ২০১৪
  - ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী (UESD) সার্ভে ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৩
  - বাংলাদেশ আরবান হেল্‌থ সার্ভে (BUHS) ২০১৩
  - বাংলাদেশ হেল্‌থ ফেসিলিটি সার্ভে (BHFS) ২০১৪
- জাতীয় পর্যায়ে ডেসিমিনেশন সেমিনার ও সভা আয়োজন এবং জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহার সম্পর্কিত সূচক, শিশু মৃত্যু হার, মোট প্রজনন হার এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে হাল নাগাদ তথ্য পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ৭৯ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ১৪০ জন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত কর্মকর্তাকে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী:
- বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩২২ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪ হয়েছে।
- প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে ১ বার) ২০০৭ সালের ৬২.৯% থেকে ২০১৪ সালে ৭৮.৬% এ উন্নিত হয়েছে।
- দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০০৭ সালের ২০.৯% থেকে ২০১৪ সালে ৪২.১% এ উন্নীত হয়েছে।
- প্রসব পরবর্তী মা এর সেবা গ্রহণকারীর হার ২০০৭ সালের ২০.১% থেকে ২০১৪ সালে ৩৬.৪% এ উন্নীত হয়েছে।
- জন উর্বরতার হার (TFR) ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে কমে ২০১৪ সালে ২.৩ হয়েছে।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ২০০৭ সালের ৫৫.৮% থেকে ২০১৪ সালে ৬২.৪% এ উন্নিত হয়েছে।
- আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৪৭.৫% থেকে ২০১৪ সালে ৫৪.১% এ উন্নিত হয়েছে।
- কম বয়সী মায়েদের (married adolescent)মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৩৭.৬% থেকে ২০১৪ সালে ৪৬.৭% এ উন্নিত হয়েছে।
- খর্বকায় (stunted) শিশুদের হার ২০০৭ সালের ৪৩.২% থেকে ২০১৪ সালে ৩৬.১% এ হ্রাস পেয়েছে।
- কৃশকায় (underweight) শিশুদের হার ২০০৭ সালের ৪১.০% থেকে ২০১৪ সালে ৩২.৬% এ হ্রাস পেয়েছে।

নিপোর্ট বর্তমানে ঃ

- বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS)-২০১৬ এর তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সেমিনারের জন্য উপস্থাপনা তৈরীর কাজ করছে,
- বাংলাদেশ হেল্‌থ ফেসিলিটি সার্ভে (BHFS) ২০১৬-১৭ এর প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করে মূল সার্ভে পরিচালনার কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

প্রশাসন ঃ

সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিপোর্ট প্রশাসন উইং নিয়মিত ভাবে প্রশাসনিক ও লজিস্টিকস সেবা প্রদান করে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে গুনগতমান বজায় রেখে সময় অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে নিপোর্ট নিম্নবর্ণিত প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করেছে ঃ

- সিলেটে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এর নতুন ক্যাম্পস্ চালু করা হয়েছে
- নোয়াখালীতে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) নতুন ক্যাম্পস্ চালু করা হয়েছে
- ৪৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের মাধ্যমে ২৭ জন প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ৩৪ টি প্রথম শ্রেনীর শূন্য পদে নিয়োগ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের প্রক্রিয়াধীন।
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর সকল শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ১টি জিপ, ১টি কার ও ৭টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর দেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর জাতীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অভিহিত। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও কার্যকর ঔষধ উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয়, বিতরণ এবং ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ঔষধ প্রশাসনের অন্যতম কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঔষধ উৎপাদন কারখানার নতুন প্রকল্প মূল্যায়ন, ঔষধ প্রস্তুতের জন্য উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য সনদ প্রদান, ঔষধ উৎপাদন কারখানা ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (ডিপো) এবং ফার্মেসী পরিদর্শন, ঔষধের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ব্লকলিষ্ট অনুমোদন, ইনডেন্ট অনুমোদন, আমদানীকৃত তৈরী ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের ছাড়পত্র প্রদান, ঔষধের বাজার মনিটরিং, ঔষধ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ড্রাগ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের, ঔষুধ রপ্তানির জন্য লাইসেন্স, Certificate of Pharmaceutical Products(CPP)/Free Sale Certificate (FSC), GMP Certificate প্রদান, ঔষধের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোয়ালিফায়েড ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ড্রাগ এ্যাক্ট-১৯৪০, ড্রাগস (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স-১৯৮২, ড্রাগ রুলস-১৯৪৫, বেঙ্গল ড্রাগ রুলস ১৯৪৬, ঔষধনীতি-২০০৫ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জিএমপি গাইড লাইন অনুসরণে উল্লেখিত সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

গত ০৭ বৎসরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন খাতে অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুলভমূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে মূল অনুষঙ্গ হিসেবে চলে আসে। সে কারণে বর্তমান সরকার ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ সেক্টরের উন্নয়নে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে। ফলে দেশের জনগণের নিকট সুলভমূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। নিম্নে বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ বিগত সরকারের কর্মকান্ডের তুলনামূলক বিবরণীসহ প্রদান করা হলোঃ

১। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ ঃ

সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভশীল জাতি গঠন বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জনস্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধে ঔষধ অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য কার্যকর ও মানসম্পন্ন ঔষধ নিশ্চিত করা সরকারের একান্ত দায়িত্ব। একটি শক্তিশালী ও কার্যকর ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষই মানসম্পন্ন ঔষধের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। দেশের ঔষধ শিল্প দ্রুত বিকাশমান। দেশে উৎপাদিত ঔষধ দেশীয় চাহিদার ৯৮% মিটাতে সক্ষম। দেশ হতে প্রচুর পরিমাণ ঔষধ উন্নত বিশ্ব যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে। এহেন অবস্থান ঔষধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো কার্যকর ও শক্তিশালীকরণের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গভীরভাবে অনুধাবন করেন এবং বিগত ১৭-০১-২০১০ তারিখে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অতিরিক্ত ১৫০জন জনবলসহ অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে জনগণের বহুল প্রতিক্ষীত প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হয়েছে। একজন মহাপরিচালক ও চারজন পরিচালকসহ জনবল ৩৭০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম শ্রেণীর বেশীরভাগ শূণ্য পদ পিএসসি-এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

২। সরকারি পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরী স্থাপন, ঔষধের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ঃ

দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত ঔষধের মান যাচাই এর

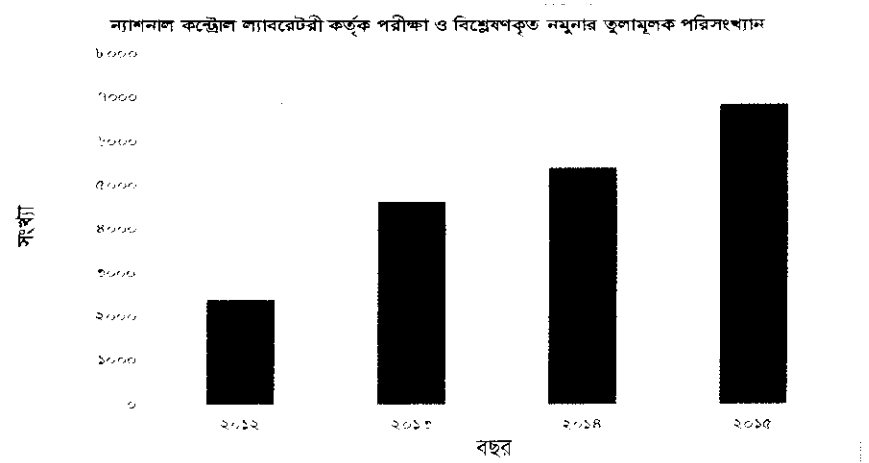

চিত্র ঃ ২০১২ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী, ঢাকা কর্তৃক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণকৃত নমুনার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

জন্য বর্তমানে ২টি ঔষধ পরীক্ষাগার রয়েছে। একটি ঢাকায় অন্যটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। চট্টগ্রামের পরীক্ষাগারটি পূর্ব হতেই ঔষধ প্রশাসনের অধীনস্থ। ঢাকায় অবস্থিত ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী যা পূর্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ ছিল National Control Laborator নামে বর্তমান সরকার

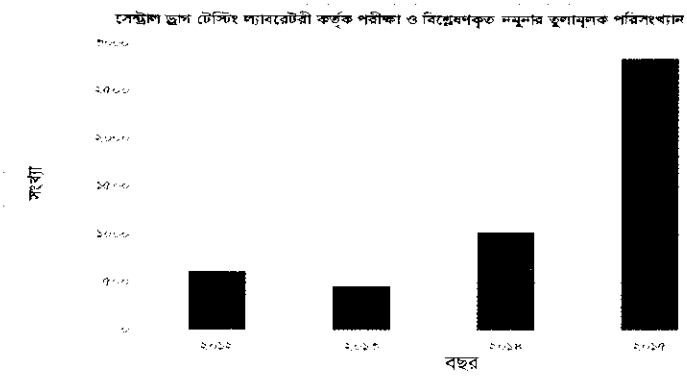

চিত্রঃ ২০১২ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী, চট্টগ্রাম কর্তৃক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণকৃত নমুনার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করেছে। ভ্যাকসিন জাতীয় ঔষধের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য উক্ত ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরীতে একটি Vaccine Wing স্থাপন করা হয়েছে। উচ্চ প্রযুক্তির সকল ঔষুধের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে National Control Laboratory এর Drug Testing Laboratory এবং Vaccine Testing Laboratory দুটির আধুনিকায়নে ইতোমধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৩। Human Resource Development :

ঔষধ উৎপাদন ও মান-নিয়ন্ত্রণে উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ ও যোগ্য জনবলের প্রয়োজন হয়। ঔষধ শিল্পে নিয়োজিত যোগ্য জনবলকে GMP Concept অনুসরণপূর্বক ঔষধ উৎপাদনে পারদর্শী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫৯ জন ফার্মাসিস্ট ও কেমিস্টকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে ঔষধ প্রশাসনের এ ধরণের ট্রেনিং প্রোগ্রাম/ওয়ার্কসপ চালু রয়েছে। তাছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর "National Regulatory Authority" হিসেবে দেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, ঔষধের রেজিস্ট্রেশন প্রদানসহ ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিশাল কর্মকান্ড ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৪। National Drug Policy যুগোপযোগীকরণ ঃ

চাহিদামাফিক ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজ লভ্যতার জন্য National Drug Policy-2005 আরো গণমুখী হওয়া প্রয়োজন ছিল। সকল পদ্ধতির যথা এ্যালোপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, হার্বাল জাতীয় মান-সম্পন্ন ঔষধের উৎপাদন ও বিপনন ব্যবস্থা এবং ঔষধ রপ্তানীর বিষয়ে অধিকতর সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে National Drug Policy-2005 যুগোপযোগী করার জন্য বর্তমান সরকার মতায় আসার পর পরই বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। গঠিত কমিটি সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে National Drug Policy-2005 যুগোপযোগীকরতঃ এর খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেন, যা ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৫। তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা ঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ঔষধ প্রশাসনের ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত একটি ওয়েব সাইট রয়েছে (www.dgda.gov.bd) ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ সার্বিক তথ্যাদি অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ওয়েবসাইট এর আপ-গ্রেডেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান প্রক্রিয়ায় নিয়মিত তথ্যসমৃদ্ধ করা হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়কে ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি আদান-প্রদানের লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটা-বেইস রয়েছে। উক্ত ডাটাবেইসকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরাধীন জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সকল কার্যালয়কে ইন্টারনেট-এর আওতায় আনা হয়েছে; ফলে জেলা পর্যায়ের সার্বিক তথ্যাদি ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান-সম্ভব হচ্ছে। অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে অনলাইন রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঔষধ রেজিস্ট্রেশনের আবেদন অনলাইনে দাখিলের নিমিত্তে ফার্মাডেস্ক নামীয় সফটওয়্যার বাস্তবায়নের বিষয়াদি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) আওতাধীন সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড কর্তৃক দাখিলকৃত "ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রিপোর্টিং, নকল ঔষধ ও নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়ে অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ দাখিলের জন্য ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন" শীর্ষক প্রকল্প ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আছে। এই সফটওয়ারটি তৈরী হলে জনগণ এসএমএস এর মাধ্যমে ১. নকল ঔষধ সনাক্ত করতে পারবে, ২. নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিকট অনলাইন ভিত্তিক অভিযোগ দাখিল করতে পারবে এবং ৩. ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রিপোর্টিং করতে পারবে।

৬। রপ্তানী বৃদ্ধি ঃ

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মুলতঃ আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বাংলাদেশ বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মিটাতে সক্ষম। শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্ল্যাড প্রোডাক্ট, বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারী দেশ হতে রপ্তানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে স্থানীয় চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বাংলাদেশ বিদেশে ঔষধ রপ্তানি করছে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ২০১৪ সালে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের ইউরোপ আমেকিরকাসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে মোট ৭৩৩.২৭ কোটি টাকা, ২০১৫ সালে ১২০টি দেশে মোট ৮১২ কোটি ৫১ লাখ টাকা এবং ২০১৬ সালের সালে মোট ১২৭টি দেশে ২২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি করেছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সহযোগিতার ফলে ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ ও দেশের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

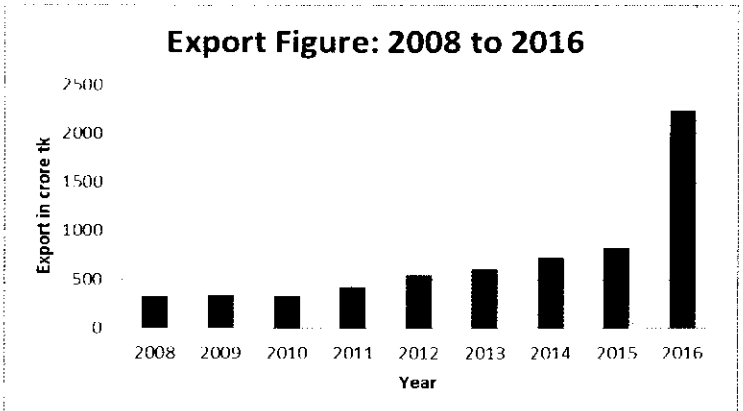

চিত্র ঃ বিগত ৯ (নয়) বছরের রপ্তানীকৃত ঔষধের তুলনামূলক বিবরণী

৭। বিদেশী বিনিয়োগসহ উচ্চ প্রযুক্তির ঔষধ উৎপাদন ঃ

ফার্মা সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বর্তমান সরকার তৎপর। এ সরকারের আমলে তিনটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তাদের কারখানা স্থাপন করেছে এবং অন্য ১টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান দেশীয় প্রতিষ্ঠানে সরাসরি বিনিয়োগ করেছে। ফলে ইতোমধ্যে ফার্মা সেক্টরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে। সরকার উচ্চ প্রযুক্তির ঔষধ উৎপাদনের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে এন্টি ক্যান্সার, প্রিফিল্ড সিরিঞ্জ, মিটার ডোজ ইনহেলার, ইনসুলিন, লাইফোলাইজড জাতীয় ইনজেকশন, হরমোন, ব্ল্যাড প্রোডাক্ট এবং ভ্যাকসিন জাতীয় ঔষধ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশকে কাঁচামাল উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা গজারিয়ায় কাঁচামাল উৎপাদনের নিমিত্তে এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) পার্ক স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত এপিআই পার্কের জমি উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজ ইতোমধ্যে প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০১৮ সাল নাগাদ উক্ত পার্কে এপিআই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা স্থাপনের নিমিত্তে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। ফলে বাংলাদেশ কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে যা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৮। জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ

নিয়োগ বিধিমালার অভাবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জটিলতা বর্তমান সরকারের আমলে নিরসন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম শ্রেণীর ৭২ জন ও ২য় শ্রেণীর ০৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং পরিচালক পদে ৩ জন, উপ-পরিচালক পদে ৯ জন, সহকারী পরিচালক পদে ১৭ জন এবং ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক পদে ৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর ৩১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণীর বাকী শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং কর্মচারীদের শূন্য পদে ৫৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৯। বিভিন্ন গাইডলাইন প্রণয়ন ঃ

ঔষধের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Good Clinical Practice (GCP) Guideline প্রণয়ন ও অনুমোদিত হয়েছে। এই GCP গাইডলাইন বাংলাদেশে Bioequivalence Study I Clinical Trial পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

গাইড লাইনটি Pharmaceutical Researcher দের জন্য দিক নির্দেশনা ও Human Subjects এর নিরাপত্তা বিধান করবে। নিরাপদ, মান সম্পন্ন এবং Proper Performance এর মেডিকেল ডিভাইস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেডিকেল ডিভাইসসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মেডিক্যাল ডিভাইস গাইড লাইন প্রণীত ও অনুমোদিত হয়েছে।

১০। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ঃ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত ঔষধের নমুনা সংগ্রহ করে মাঠ

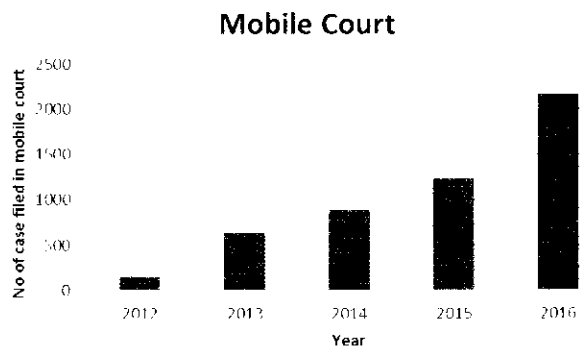

চিত্রঃ ২০১২ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোবাইল কোর্টে দায়েরকৃত মামলার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করে থাকে। মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ-২০০৯ এ ড্রাগ এ্যাক্ট ১৯৪০ জুলাই/২০১২-তে অন্তর্ভূক্ত করার পর সারাদেশে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা জোরদার করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর/২০১২ হইতে জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ভ্রাম্যমান আদালতে ৫১৩৬টি মামলা দায়ের করে সর্বমোট ১৭,৮২,৪১,৭০০/- (সতের কোটি বিরাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে ও মোট ৩৪৮ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে (সর্বোচ্চ ২ বছর, সর্বনিম্ন ৭ দিন) কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১টি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে নতুন জনবল (কর্মকর্তা) নিয়োগ করায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে তদারকী বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নকল ভেজাল ঔষধ বিক্রয়, বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফার্মেসী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের আদলে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের তত্ত্বাবধানে মডেল ফার্মেসী স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। Post marketing surveillance এর আওতায় Pharmcovigilance সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৪ সালে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর ADRM Cell কে National Drug Monitoring Center ঘোষণাকরতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Uppsala Monitoring Center (UMC) এর ১২০তম পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করেছে।

১১। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন ঃ

১৯৭৬ সালে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও কর্মচারীদের নিয়োগ-পদোন্নতির নিমিত্তে কোন নিয়োগবিধি ছিল না। ১৯৯৩ সালের পর অদ্যাবধি কোন কর্মচারী নিয়োগ হয়নি এবং তাদের পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা-২০১২ অনুমোদিত হয়েছে। ফলে কর্মচারীদের পদোন্নতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে ।

১২। নতুন নিজস্ব ভবনে অফিস স্থানান্তর ঃ

বর্তমান সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর- এর প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা হতে মহাখালীতে নবিনর্মিত ঔষধ ভবনে (নিজস্ব ভবন) গত-০৩-০১-২০১৬ তারিখে স্থানান্তর করা হয়েছে।

নবনির্মিত ঔষধ ভবন

তুলনামূলক বিবরনী ঃ

বিষয়	বিগত সরকারের আমল	বর্তমান সরকারের আমল
প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়নি। তখন অর্গানোগ্রামে অনুমোদিত জনবল ছিল ২২০ জন।	ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। অর্গানোগ্রামে অনুমোদিত জনবল ২২০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৭০ হয়েছে।
সরকারি পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরী স্থাপন	আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরী গ্রহণ হয়নি।	আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে এবং ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরাধীন করতঃ এনসিএল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
Human Resource Development	Functional NRA হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন/ স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি।	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫৯ জন ফার্মাসিস্ট ও কেমিস্টকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Functional NRA হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন/স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
National Drug Policy যুগোপযোগীকরণ	জাতীয় ওষুধনীতি-২০০৫ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু উক্ত ওষুধনীতিতে এসেনসিয়াল ড্রাগ লিস্টসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ ছিল না।	জাতীয় ওষুধনীতি-২০০৫ এ ঔষধ সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে উল্লেখ ছিলনা ফলে বেশ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। বর্তমান সরকার জাতীয় ওষুধনীতি-২০০৫ যুগোপযোগীকরণের নিমিত্তে বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি এসেনসিয়াল ড্রাগ লিস্ট প্রণয়নসহ জাতীয় ওষুধনীতি-২০১৬ প্রণয়ন করেন, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।
তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dgda.gov.bd) ছিল কিন্তু কোন প্রকার ডাটাবেইস ছিল না।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে ঔষধ প্রশাসনের ওষুধ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদির একটি ওয়েব সাইট (www.dgda.gov.bd) উন্নয়ন করা হয়েছে। নতুনভাবে সকল প্রকার ওষুধের জন্য (এ্যালোপেথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক এবং হার্বাল) পৃথক পৃথক ডাটাবেইস প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হচ্ছে। নকল ভেজাল ঔষধ, ঔষধের অতিরিক্ত মূল্য এবং ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অন-লাইনে রিপোর্ট করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এর সহযোগিতায় একটি Software তৈরীর কাজ চলেছে। Software তৈরি হলে জনগণ নকল ভেজাল ঔষধ, ঔষধের অতিরিক্ত মূল্য এবং ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অন-লাইনে সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবে।
রপ্তানি বৃদ্ধি	২০০৬ সালে ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৫২০ মিলিয়ন টাকা ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ৬১ টি দেশে ঔষধ রপ্তানী করত।	বর্তমান সরকারের সক্রিয় সহযোগীতায় বাংলাদেশ থেকে বিদেশে ওষুধ অভূতপূর্বভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে বিদেশে ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২২৪৭০.৫০ মিলিয়ন টাকা বর্তমানে বিশ্বের ১২৭টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করা হয়।
বিদেশী বিনিয়োগসহ উচ্চ প্রযুক্তির ঔষধ উৎপাদন	বিগত সরকারের আমলে ১টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছিল।	বর্তমান সরকারের আমলে ৩টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তাদের কারখানা স্থাপন করেছে এবং অন্য ১টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান দেশীয় প্রতিষ্ঠানে সরাসরি বিনিয়োগ করেছে। ফলে ইতোমধ্যে ফার্মা সেক্টরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে।
মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম	বিগত সরকারের আমলে নতুন কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় নি। ফলে জনবল স্বল্পতার কারণে যথাযথ তদারকিও সম্ভব হয়নি।	বর্তমান সরকারের আমলে মোট ৭২জন প্রথম শ্রেণীর এবং ৪জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে তদারকী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধের দৌরাত্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ-২০০৯ এ ড্রাগ এ্যাক্ট ১৯৪০ জুলাই/২০১২-তে অন্তর্ভূক্ত করার পর সারাদেশে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা জোরদার করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর/২০১২ হইতে জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ভ্রাম্যমান আদালতে ৫১৩৬টি মামলা দায়ের করে সর্বমোট ১৭,৮২,৪১,৭০০/- (সতের কোটি বিরাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে ও মোট ৩৪৮ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে (সর্বোচ্চ ২ বছর, সর্বনিম্ন ৭ দিন) কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১টি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়েছে। ফার্মেসী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের আদলে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের তত্ত্বাবধানে মডেল ফার্মেসী স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর ADRM Cell কে National Drug Monitoring Center ঘোষণাকরতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Uppsala Monitoring Center (UMC) এর ১২০তম পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করেছে।
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধিমালা অনুমোদন	বিগত সরকারের আমলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের কোন নিয়োগবিধিমালা ছিলনা।	বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগবিধিমালা ২০১২ সালে অনুমোদিত হয়েছে।
জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি	বিগত সরকারের আমলে মাত্র ২জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও বিগত সরকারের আমলে শূণ্য পদ পূরণে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।	বর্তমান সরকারের আমলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর ৯৬জন এবং ১৫জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ৩৬ জন কর্মকর্তা ও ৩১ জন কর্মচারীকে উচ্চপদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মচারীদের শূণ্য পদে ৫৫জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণীর বাকী শূণ্য পদে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূমিকা ঃ

১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিডিইউ নামে একটি পৃথক প্রকৌশল ইউনিট গঠন করেন। বর্তমান সরকারের আমলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে বিগত ২২.০৩.২০১০ইং তারিখে প্রাক্তন প্রকৌশল ইউনিট সিএমএমইউ-কে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপার্টমেন্ট হিসেবে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এ উন্নীত করা হয়েছে। এইচইডি (সাবেক সিএমএমইউ) এর বিদ্যমান ৩৮৬টি জনবলের অতিরিক্ত আরও ১০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার কর্তৃক গত ০৭/০৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যমান ৪৯১টি পদের অতিরিক্ত ১২৮টি (৩৬টি আউট সোর্সিং পদসহ) পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়। ফলে এইচইডি'র বর্তমান জনবল সংখ্যা মোট ৬১৯ জন।

কর্মপরিধি ঃ

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনাসমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত করা আছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং বিভাগ ভিত্তিক কর্ম বন্টন ঃ

ক. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। নিম্নে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলি দেয়া হল ঃ

ক্রঃ নং	কার্যালয়ের নাম	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা
০১।	প্রধান কার্যালয়	৮৯
০২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৬টি)	৫০
০৩।	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (১৯ টি)	২০৭
০৪।	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৫৬টি)	২৭৩
	মোট ঃ	৬১৯

খ. বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টন ঃ

এইচইডি'র কর্মপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, উপজেলা পর্যায়ে নতুন ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ, নতুন ২০ শয্যা ও ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা স্টোর নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা সদর হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), FWVTI, RTC নির্মাণ, নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ, মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল (MATS) সহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

১। ডিপিপি ভূক্ত কাজ ঃ

(১.১) শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মাটি ভরাট কাজ	৭১৯.০০	১০০%	
০২.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ মেরামত ও নবরূপায়ন কাজ	৭০৫.২৩	১০০%	
০৩.	৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ	৩৯২৭.২৮	৬৭%	
০৪.	ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেল ভবন নির্মাণ কাজ	২৭৯০.৮৩	৪৮%	

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০৫.	মহিলা ও পুরুষ ডক্টরস্ ভবন নির্মাণ এবং ষ্টাফ নার্স ভবন	১৪৬৯.৭৫	৬৫%	
০৬.	ইন্টার্ণি ডক্টরস্ ডরমেটরী ভবন নির্মাণ	১৩২০.১৯	২৫%	
০৭.	প্রিন্সিপ্যাল ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসরস্ ভবন নির্মাণ	১৩৩৯.৪১	২৭%	
০৮.	পরিচালক, উপ-পরিচালক, মেট্রোন ও ইনষ্ট্রাকটর ভবন নির্মাণ কাজ	৪৩০.৮১	২০%	
০৯.	এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ	১১৫.০৯	৮২%	
	মোট ঃ	১২৮১৭.৫৯		

(১.২) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ	৩৪১৩.৫৫	৪৬%	
০২.	প্রফেসরস্ কোয়ার্টার ও অন্যান্য কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ	১৭৭৪.৯৯	৪২%	
০৩.	পুরুষ ও মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ কাজ	১৮৭২.৫২	৪৩%	
	মোট ঃ	৭০৬১.০৬		

২। HPNSDP এর আওতায় OP (PFD) ভূক্ত কাজ ঃ

(ক) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি
১.	পলাশপোল, সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের (ফ্রন্ট ব্লক-এ) এর নির্মাণ কাজ	৩২৫৫.০০	১০০%
২.	পলাশপোল, সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের (ফ্রন্ট ব্লক-বি) এর নির্মাণ কাজ	৩৪৬৫.০০	১০০%
৩.	পলাশপোল, সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এর ডায়াগনোষ্টিক ব্লক, ডায়লাইসিস ইউনিট এবং বর্হি বিভাগ (ফ্রন্ট ব্লক-এ) এর নির্মাণ কাজ	২৯৯.৭৫	১০০%
৪.	নির্মাণ কাজ ১৫০০ এসএফটি সিনিয়র কনসালটেন্ট কোয়ার্টার (১০-ইউনিট)-১ ভবন, পলাশপোল, সাতক্ষীরা	৪০৮.২১	১০০%
৫.	নির্মাণ ১০০০ এসএফটি ষ্টাফ ডক্টরস কোয়ার্টার (২-ইউনিট)-১ ভবন, পলাশপোল, সাতক্ষীরা	৫৭০.৬৯	১০০%
৬.	নির্মাণ কাজ ১২০০ এসএফটি কনসালটেন্ট কোয়ার্টার (১০-ইউনিট)-১ ভবন, পলাশপোল, সাতক্ষীরা	৩৫৭.২১	১০০%
৭.	নির্মাণ কাজ ৮০০ এসএফটি ষ্টাফ ডক্টরস কোয়ার্টার (১০-ইউনিট)-১ ভবন এবং নির্মাণ কাজ ৬০০ এসএফটি ষ্টাফ কোয়ার্টার (১০-ইউনিট)-১ ভবন পলাশপোল, সাতক্ষীরা	৩৯৬.৪৪	১০০%
৮.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের আবাসিক ভবনে ৩১৫ কেভিএ ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশন যন্ত্রপাতি স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ	৭২.৪৭	১০০%
৯.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট পলাশপোল, সাতক্ষীরা হাসপাতালে সাব-ষ্টেশন যন্ত্রপাতি সরবরাহ, স্থাপন, টেষ্টিং ও কমিশনিং কাজসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৪০৭.৪০	১০০%
১০.	সাতক্ষীরা হাসপাতাল কোয়ার্টারে গভীর নলকূপ স্থাপন ও সরবরাহ কাজ	৪০.৩৭	৮০%
১১.	সাতক্ষীরা হাসপাতাল ভবনে গভীর নলকূপ স্থাপন ও সরবরাহ কাজ	২৩.৪০	১০০%
১২.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট পলাশপোল, সাতক্ষীরা হাসপাতালের ফ্রন্ট ব্লক-এ স্থানে মেঝেতে মার্বেল ষ্টোন (নীচতলা ও ২য় তলা) কাজ	০.৯৭	১০০%
১৩.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট পলাশপোল, সাতক্ষীরা হাসপাতালের বর্হিবিভাগ নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ (গ্যারেজ, পার্কিং এলাকা, ডিসপোজাল পিট, ডাষ্টবিন, সাইকেল ষ্ট্যান্ড, মাষ্টার ড্রেন, ফায়ার এড়িকিউজার এবং ইনসিনেটর) কাজ	১২৭.৬০	৭৫%
১৪.	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট পলাশপোল, সাতক্ষীরা হাসপাতালের সংযোগ সড়ক ও ফুটপাতসহ অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ কাজ	২৫০.৯২	১০০%
১৫.	সাতক্ষীরা জেলার পলাশপোল ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ০২টি বেড লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজসহ অন্যান্য আনুষংগিক কাজ	১৯৯.৯৯	৭৮%
১৬.	সাতক্ষীরা জেলার পলাশপোল ২৫০ শয্যা হাসপাতালের রিয়ার ব্লকে ০২টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজসহ অন্যান্য আনুষংগিক কাজ	১১৪.৯৫	৬০%
১৭.	সাতক্ষীরা জেলার পলাশপোল ২৫০ শয্যা হাসপাতালের রিয়ার ব্লকে ০২টি ক্যাপসুল লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজসহ অন্যান্য আনুষংগিক কাজ	৮০.০৫	৭০%
১৮.	সাতক্ষীরা জেলার পলাশপোল ২৫০ শয্যা হাসপাতালে সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	১৮.৬৪	৫%
	মোট ঃ	১০০৮৯.০৬	

(খ) স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ ঃ

ঢাকার মহাখালীতে স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ কাজের ১ম পর্বের কাজ

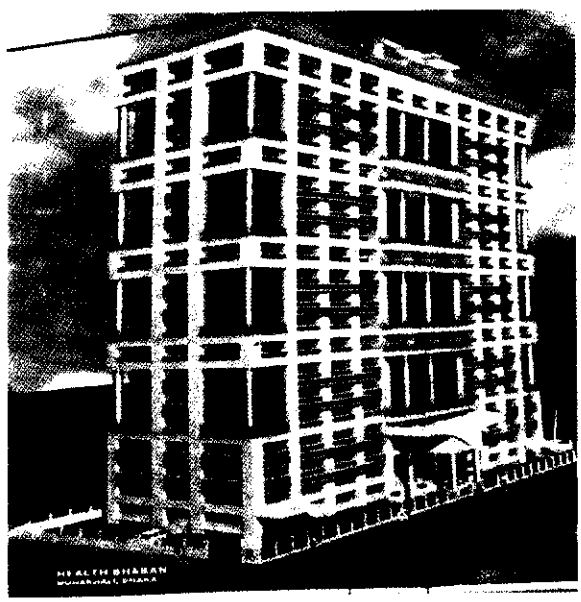

নবনির্মিত স্বাস্থ্য ভবন

সমাপ্ত হয়েছে। আনুমানিক ব্যয় ৩৩৯২.১১ লাখ টাকা। ২য় পর্বের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ২১/০৬/২০১৬ ইং তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মালামাল সরবরাহের কাজ চলছে। ২য় পর্বের কাজের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০০.০০ লাখ টাকা।

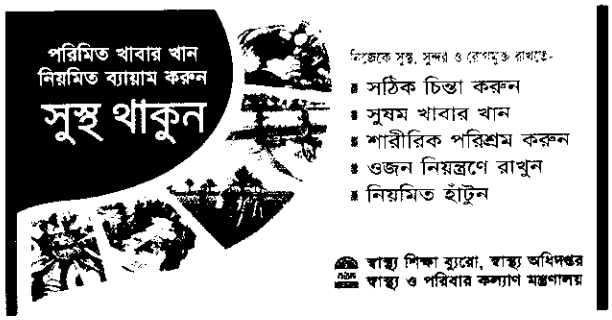

(গ) কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজ ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে নির্মিত ১০৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক দীর্ঘকাল যাবত পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় বর্তমান সরকারের আমলে পুনরায় চালুকরণের জন্য ক্লিনিকগুলির মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জিওবি রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১০৮১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার করে পুনরায় চালু করা হয়েছে। এ সকল মেরামত কাজে ৯৫৮১.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তন্মধ্যে ২৭৫৪টি কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, যার নির্মাণ ব্যয় ৩৫১৪৩.৬২ লাখ টাকা। এ পর্যন্ত ২৭৩৫টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৯টির নির্মাণ কাজ চলছে, যার গড় অগ্রগতি ৫০%। এছাড়া ৩০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক জাইকার অর্থায়নে নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন। যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৮০০.০০ লাখ টাকা। উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক সর্বমোট (২৭৩৫+১৯+৩০০) = ৩০৫৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য সর্বমোট নির্মাণ ব্যয় দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৩৯৯৪৩.৬২ লাখ টাকা।

(ঘ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ ঃ

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৩৭০৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC) নির্মিত হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিয়নে আরও ১৯০টি UHFWC নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে এপর্যন্ত সর্বমোট (৩৭০৮+১৯০)= ৩৮৯৮টি UHFWC নির্মিত হয়েছে। ১৯টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান, যার গড় অগ্রগতি ৬৫%। বিগত ৭ বছরে সম্পাদিত/ চলমান (১৯০+১৯)= ২০৯ টি কাজের নির্মাণ ব্যয় দাড়িয়েছে আনুমানিক ১৯৯৯২.০০ লক্ষ টাকা।

(ঙ) উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ঃ

গ্রামীন জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষাপটে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহের সম্প্রসারণ এবং মান উন্নীতকরণ করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে (আগস্ট ২০০৯- ডিসেম্বর ২০১৬) ৩৩২ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ২২টির কার্যক্রম চলছে, যার গড় অগ্রগতি ৬৪.৫২%। এ সকল কাজে নির্মাণ ব্যয় দাড়িয়েছে আনুমানিক ১৫৮২০০.০০ লাখ টাকা।

(চ) জেলা সদর হাসপাতালকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ ঃ

২০০৯ হতে ২০১৬ পর্যন্ত এইচইডি কর্তৃক ২টি জেলা হাসপাতাল; যথা নড়াইল ও গাজীপুর জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল বর্তমানে নির্মাণাধীন, যার অগ্রগতি ৯৬%। উল্লেখিত ৩টি কাজের নির্মাণ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২৬১৮.৬৯ লাখ টাকা।

(ছ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ (লক্ষ টাকা)	নির্মাণ ব্যয়	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	সৈয়দপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নীলফামারী জেলা	১৯৯৪.৬৬	১০০%	
০২.	টুংগীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জ জেলা	১৩৯৮.১৮	২০%	
	মোট ঃ	৩৩৯২.৮৪		

(জ) ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	ধনবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টাংগাইল জেলা	১৮৬৩.৪৪	১০০%	
০২.	খাদিমপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিলেট জেলা	১৬০১.০২	১০০%	
০৩.	জুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মৌলভীবাজার জেলা	১৯৯৯.৫৩	১০০%	
০৪.	আশুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	১৭৫৪.৭৪	৯৮%	
০৫.	বিজয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা	২২২২.৪১	৫৮%	
০৬.	কালুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজবাড়ী জেলা	১৭৬২.৪০	১০০%	
০৭.	কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নোয়াখালী জেলা	১৮৩৬.৭১	৯৫%	
০৮.	শালতা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদপুর জেলা	১৭৬০.৭৬	৯৫%	
	মোট =	১৪৮০১.০১		

(ঝ) নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজের তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট (লট-১ ও লট-২)	২৪২৭.৪৫	৯৪%	
০২.	গাজীপুর নার্সিং কলেজ, গাজীপুর	২৭৭৪.৮০	৯৯.৫০%	
০৩.	কাপাশিয়া, নার্সিং কলেজ, গাজীপুর	২২৩৩.৫৬	৮৮%	
০৪.	বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান	২৭৯৭.৭৮	৬৫%	
০৫.	মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, মানিকগঞ্জ (নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরের কাজ)	১৯৯১.১৮	৯৬%	
০৬.	ঝালকাঠি নার্সিং কলেজ, ঝালকাঠী (মালামাল সরবরাহ কাজ চলছে)	২৭৯৫.৬৭	৩০%	
	মোট ঃ	১৫০২০.৪৪		

(ঞ) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ ঃ

HPNSDP এর আওতায় Physical Facilities Development অপারেশনাল প্লানে ৯৫টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে। যার মধ্যে মার্চ ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৭৭টির কেন্দ্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৯টি কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২৮টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার বর্তমান গড় অগ্রগতি ৫৬.১৭%। সর্বমোট (৪৯+২৮) = ৭৭টি কাজের নির্মাণ ব্যয় দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৩০০৮৭.৪৫ লাখ টাকা।

(ট) ৩১ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	উত্তর মতলব, চাঁদপুর	৫৬৯.৪৩	১০০%	
০২.	মাঝিরা, শাহজাহানপুর, বগুড়া	৭০৮.১৩	১০০%	
০৩.	কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা	১১০৬.৪৪	১০০%	
০৪.	দক্ষিন সুরমা, সিলেট	১১৭৬.৩৩	১০০%	
০৫.	মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	৪৩৯.০৯	১০০%	
	চলমান কাজ ঃ			
০১.	সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা	৪৯৮.০৩	৬০%	
০২.	বাগবাটি, পিপুলবাড়ীয়া, সিরাজগঞ্জ	১৭৫৭.৫২	৯৮%	
	মোট =	৬২৫৪.৯৭		

(ঠ) বিভিন্ন শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় বাংলাদেশ-কোরিয়া মৈত্রী হাসপাতাল উন্নীতকরণ কাজ	৩৬৪.৫৫	১০০%	
০২.	ঢাকাস্থ মহাখালীতে বিসিপিএস ভবনের (২য় পর্যায়ের) কাজ	৭৬.৯৮	১০০%	
০৩.	দিনাজপুর জেলায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট অরবিন্দু চাইল্ড হাসপাতালের নির্মাণ কাজ	৩৫৭.৬৪	১০০%	
০৪.	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন মালিগাঁও হাসপাতাল ২০ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	১০৭৩.৮৬	১০০%	
০৫.	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন মালিগাঁও ২০শয্যা থেকে ৫০ শয্যা হাসপাতালের ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণসহ আনুসংগিক কাজ	৮৬০.২৯	৫০%	
	মোট =	২৭৩৩.৩২		

(ড) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০ শয্যা থেকে ৫০শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	১৮৫৫.৪৫	৭৫%	
০২.	বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ (মালামাল সরবরাহ কাজ চলছে)	১৭৩৮.১১	২৫%	
	মোট ঃ	৩৫৯৩.৫৬		

(ঢ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের লেডিস হোষ্টেল নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের লেডিস হোষ্টেল নির্মাণ কাজ	১৪৩০.৮২	৯৩%	

(ণ) ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	গোপালগঞ্জ জেলা	১৯৯৫.৫০	১০০%	
০২.	পটুয়াখালী জেলা	১৮৪৯.৫৭	৪৬%	
০৩.	মানিকগঞ্জ জেলা মালামাল সরবরাহ কাজ চলছে	১৮৪১.০২	২৬%	
	মোট ঃ	৫৬৮৬.০৯		

(ত) জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	চট্টগ্রাম	৪১৫.৯১	১০০%	
০২.	রাঙ্গামাটি	৪২৭.১৪	৮৮%	
০৩.	সিরাজগঞ্জ	৪৪৪.২২	১০০%	
০৪.	বগুড়া	৩৪৪.২৪	১০০%	
০৫.	মাদারীপুর (মালামাল সরবরাহ কাজ চলছে)	৩৯৯.৩৯	১৮%	
০৬.	জামালপুর	৩৬৬.০৯	৩৩%	
০৭.	কুমিল্লা	৪৬৬.৩৭	১৭%	
	মোট ঃ	২৮৬৩.৩৬		

(থ) মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাট্স) নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর জেলা	২০৪৬.৮৬	১০০%	
০২.	টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ জেলা	২১৭০.০৩	৯২%	
০৩.	নলতা, সাতক্ষীরা জেলা	১৫৬৪.২৫	৯৭%	
০৪.	গাজীপুর ম্যাটস্ এর সীমানা প্রাচীর	৭৯৯.০০	১০০%	
০৫.	নওগাঁ পত্নীতলা	২২৯৬.৬৭	২৬%	
০৬.	মাদারীপুর (কবিরাজপুর)	১৭৫০.৯৯	১০%	
	মোট ঃ	১০৬২৭.৮১		

(দ) এফডব্লিউভিটিআই নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর জেলা	১৯৭৭.১০	১০০%	

(ধ) আইসিইউ নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর সদর হাসপাতাল, গাজীপুর	৬৪.৯৮	১০০%	

(ন) বরিশাল জেলা স্কুল হেলথ ক্লিনিক এবং বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয় এর নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	বরিশাল জেলা স্কুল হেলথ ক্লিনিক এবং বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয় এর নির্মাণ কাজ	৪৭১.৬৬	৬৮%	

(প) সিভিল সার্জন অফিস নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	পাবনা জেলা	৪১৩.৬৮	৯৭%	
০২.	কুমিল্লা জেলা	৯১০.৯৪	৯৪%	
	মোট ঃ	১৩২৪.৬২		

(ফ) বিভাগীয় পরিচালক ও উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা এর অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	রংপুর	৪১৩.৩৬	৬০%	

(ব) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নীতকরণ কাজ ঃ

৪০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নীতকরণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩০৯টি কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯১টি কেন্দ্রের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৬৫% । এ কাজের নির্মাণ ব্যয় ১১৭২৯.২৩ লক্ষ টাকা।

(ভ) লিফট্ সরবরাহ ও স্থাপন কাজ ঃ

ঢাকার মহাখালীস্থ বিসিপিএস ভবনে ১টি লিফট্ স্থাপন কাজ এবং আইপিএইচএন ভবনে ১টি লিফট্ স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ কাজের ব্যয় ৭৫.২১ লাখ টাকা।

(ম) ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	বরিশাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ	১৬২০.২৭	১০০%	
০২.	সিলেট ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ	১৬০৮.৯৯	১০০%	
০৩.	ইসলামপুর ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ, জামালপুর (লট-১ ও লট-২)	২৭৯৪.২৪	৬২.৫০%	
০৪.	গাজীপুর ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ	৪৯৮৮.৮৩	১০০%	
০৫.	টুংগীপাড়া ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ, গোপালগঞ্জ	২৯৯৫.৭৩	৯৫%	
০৬.	কাশিয়ানী ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ, গোপালগঞ্জ	২৬৫৪.৮৮	৭৩%	
০৭.	কাজীপুর, গান্ধাইল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ, সিরাজগঞ্জ	২৮৯৯.৬০	৯৪%	

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০৮.	মুন্সিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ	৩৩৯৮.১৪	৬৬%	
০৯.	মাদারীপুর ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ	৩২৮২.৪৫	৪০%	
১০.	নলতা ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ	৪৬৯৪.২২	৯৮%	
	মোট ঃ	২৯১৯৯.৭৩		

(য) ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলাধীন কবিরাজপুর	১৩৯০.২০	৩৬%	
	মোট ঃ	১৩৯০.২০		

(র) ২০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ (এমসিডব্লিউসি) নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর, সদর, মেঘডুবী কবিরাজপুর	৭৪৭.৫৬	৪৩%	
	মোট ঃ	৭৪৭.৫৬		

৩। অন্যান্য কাজ ঃ

(ক) ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	নোয়াখালী ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	৫৯.৮১	১০০%	
০২.	গাইবান্ধা ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	৯৯.২৭	১০০%	
০৩.	মৌলভীবাজার ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	১৬৮.৫৭	১০০%	
০৪.	হবিগঞ্জ ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	১৪৮.২৫	১০০%	
০৫.	সুনামগঞ্জ ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	১৭৪.৩৮	১০০%	
০৬.	কড়বাজার ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	৯৮.৯৮	১০০%	
০৭.	রাঙ্গামাটি ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	১০২.৫২	১০০%	
০৮.	ভোলা ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	১৭৭.৮১	১০০%	
০৯.	খাগড়াছড়ি ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	৯৪.২৬	১০০%	
১০.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	৯৩.৬৩	১০০%	
১১.	বান্দরবান ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	৯৪.৯০	১০০%	
১২.	নীলফামারী ইপিআই ষ্টোর নির্মাণ	৯৬.৯৭	১০০%	
	মোট ঃ	১৪০৯.৩৫		

(খ) ইপিআই কোল্ড ষ্টোর নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	খোকশাবাড়ী ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ক্যাম্পাস, সিরাজগঞ্জ	১৬৭.৬২	১০০%	
০২.	তেজগাঁও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঢাকা	১৯২.৩৩	৯৩%	
০৩.	সিভিল সার্জন অফিস ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম	১৭৯.৫৮	৯২%	
০৪.	সিভিল সার্জন অফিস ক্যাম্পাস, ময়মনসিংহ	১৯৪.৭৫	৬০%	
০৫.	সিভিল সার্জন অফিস ক্যাম্পাস, কুমিল্লা	১৮০.০৪	৭১%	
০৬.	সিভিল সার্জন অফিস ক্যাম্পাস, লক্ষীপুর	১৫৯.৪৪	৭৬%	
	মোট ঃ	১০৭৩.৭৬		

(গ) ইপিআই কোল্ড ষ্টোর এর নবরূপায়ন ও মেরামত কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	সিলেট	১৫.৬২	১০০%	
০২.	নোয়াখালী	১২.৮১	১০০%	
০৩.	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	১০.৫৯	১০০%	
০৪.	ভোলা	১১.৮৪	১০০%	
০৫.	সুনামগঞ্জ	১৩.০২	১০০%	
০৬.	বরিশাল	৫০.০০	১০০%	
০৭.	কক্সবাজার	১৩.০৬	৯৮%	
০৮.	নেত্রকোনা	১৪.২২	৬৫%	
	মোট ঃ	১৪১.১৬		

৪। বিবিধ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা) হাসপাতাল ওপিডি ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ কাজ	১৫৪.৮৯	১০০%	
০২.	কক্সবাজার জেলার এইচইডি সহকারী প্রকৌশলী অফিস ভবন এর নবরূপায়ন ও সংস্কার কাজ	৯৯.০৬	১০০%	
০৩.	চট্টগ্রাম জেলার আগ্রাবাদে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী মেরামত ও নবরূপায়ন কাজ	১০৪.৬৩	১০০%	
০৪.	চট্টগ্রাম জেলার আগ্রাবাদে ডিভিশনাল (ডিজিডিএ) অফিস নির্মাণ কাজ (মালামাল সরবরাহ কাজ চলছে)	২৮৮.০৬	৩৫%	
০৫.	সিলেট ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শহিদ শামসুদ্দিন আহমেদ শিশু হাসপাতালের মেরামত ও সংস্কার কাজ	৯৯.৮৭	১০০%	
০৬.	সিলেট ডিভিশনাল ডাইরেক্টর অফিস, সিভিল সার্জন অফিস এর নির্মাণ কাজ মালামাল সরবরাহ কাজ চলছে	৬৯৪.২৬	২৩%	

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০৭.	ঢাকার মহাখালীস্থ (আইপিএইচ) ভবন ৯তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন নির্মাণ কাজ মালামাল সরবরাহ কাজ চলছে	৯৩০.০০	৫%	
০৮.	এইচইডি প্রধান কার্যালয়ে ১৩৫০ কেজি ১টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	৭৫.০০	১০০%	
০৯.	কক্সবাজার ইন্সপেকশন বাংলোর রি-মেইনিং কাজ ২৪.০৭.২০১৬ তারিখে NOA দেয়া হয়েছে	২৯৯.০৪	১০০%	
১০.	ঢাকার মহাখালীর বিসিপিএস ভবনে ১০০০ কেভিএ ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন যন্ত্রপাতি ও জেনারেটর সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ	১৭৬.৭৫	১০০%	
১১.	ঢাকার মহাখালীর আইপিএইচ ভবনে লিফট সরবরাহ ও আনুষংগিক কাজ	৪০.৭৪	১০০%	
১২.	ঢাকার আজিমপুর এমসিএইচটিআই ভবনে ১৩০০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি বেড লিফট সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কাজ	৫৯.০০	১০০%	

[illegible]

[illegible]

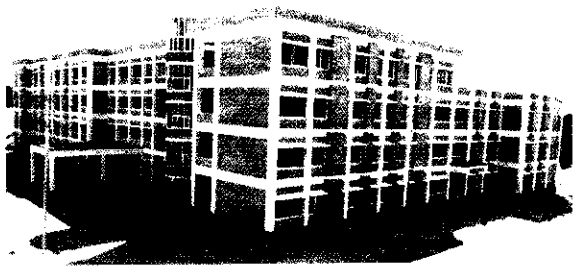

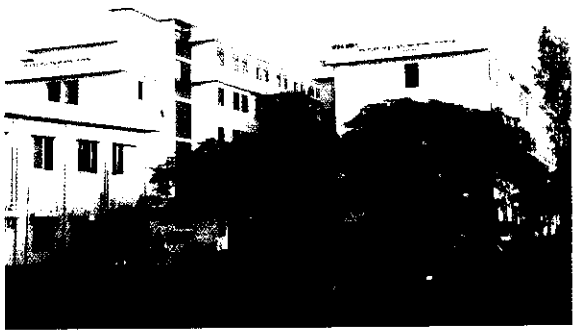

৫। ৩১ থেকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অসমাপ্ত কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	পঞ্চগড়, তেঁতুলিয়া	৩৮৮.৫১	১০০%	
০২.	পঞ্চগড়, বোঁদা	৩৯২.০৩	১০০%	
০৩.	সিরাজগঞ্জ, কামারখন্দ	৫৮৪.৯০	১০০%	
	মোট ঃ	১৩৬৫.৪৪		

[illegible]

৬। ডিটিএল, এনসিএল এবং ডিজিডিএ ভবন নির্মাণ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	ঢাকার মহাখালীস্থ আইপিএইচ কমপ্লেক্সে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজ	১০৫১.১৪	১০০%	
০২.	ঢাকার মহাখালীতে ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভবন নির্মাণ কাজ	৯২৬.০৯	১০০%	
	মোট ঃ	১৯৭৭.২৩		

[illegible]

গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)

গত ৭ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
১।	**বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ**		৯৫%
(ক)	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতাল নির্মান	১০০%	
(খ)	৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ	৯৫%	
(গ)	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরী মেডিসিন ও রেফারেল সেন্টার স্থাপন	৬৫%	
(ঘ)	নার্সিং এডুকেশন এর সম্প্রসারণ ও গুনগত উন্নয়ন	৮৫%	
(ঙ)	বিএসএমএমইউকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে রূপান্তরকরণ	৬৭%	
(চ)	১০০ শয্যা বিশিষ্ট বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গোপালগঞ্জ স্থাপন	১০০%	
(ছ)	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর সম্প্রসারণ	৪১%	
(জ)	মহাখালী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডাইজেসটিভ ডিজিস রিসার্চ ও হাসপাতাল স্থাপন	৬৫%	
(ঝ)	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন	৫৩%	
(ঞ)	কিশোরগঞ্জে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ স্থাপন	৬৮%	
(ট)	গোপালগঞ্জে ট্রমা সেন্টার নির্মান	৬৮%	
(ঠ)	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ NITOR হাসপাতাল নির্মান	৩১%	
(ড)	পাবনায় নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন	৪৬%	
(ণ)	খুলনা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ	৫০%	
(ত)	ঢাকার শ্যামলীতে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টি.বি হাসপাতাল নির্মান (১ম পর্যায় ১৫০ শয্যা)	৮৭.৭০%	
(থ)	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডায়াবেটিক		
	পঞ্চগড়	১০০%	
	খুলনা	১০০%	
(দ)	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ এর একাডেমিক ভবন, ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল নির্মান	১০০%	
(ক)	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় নিউরোসায়েন্সেস ইনস্টিটিউট ভবন	১০০%	
(খ)	ঢাকায় ENT এবং হেড, নেক ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট স্থাপন	১০০%	
(গ)	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সেস ডরমিটরী নির্মাণ	১০০%	
(ঘ)	ঢাকার ইনফেকশন ডিজিজ হাসপাতালে ডাক্তার এবং কর্মচারী কোয়ার্টার নির্মাণ	১০০%	
(ঙ)	ঢাকা মেডিকেল কলেজ সেন্ট্রাল ডি.এন.এ ল্যাব নির্মাণ	১০০%	
(চ)	ঢাকার শেরে বাংলা নগরে পঙ্গু হাসপাতালের ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	১০০%	
(জ)	ঢাকায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ENT স্থাপন	১০০%	
(ঠ)	জাতীয় ইনস্টিটিউট অব কিডনী এবং ইউরোলজী হাসপাতালের ডাক্তার ডরমিটরী, নার্সেস ডরমিটরী, ৩য় শ্রেণী কর্মচারী ডরমিটরী, অডিটরিয়াম, বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন ভবন, ইনসিনেটর ইত্যাদি স্থাপন	১০০%	
২।	**আইসিইউ ক্যাজুয়ালটি ইউনিট নির্মাণ**		৯৭.৫%
(ক)	সিলেট	১০০%	
(খ)	রাজশাহী	১০০%	
(গ)	বরিশাল	১০০%	
(ঘ)	ফরিদপুর	১০০%	
(ঙ)	খুলনা	৯৫%	
(চ)	কুমিল্লা	৮৫%	
(ছ)	বগুড়া	১০০%	
(জ)	দিনাজপুর	১০০%	
৩।	**সদর হাসপাতাল অভ্যন্তরে সি.সি.ইউ নির্মাণ**		১০০%
(ক)	কড়বাজার	১০০%	
(খ)	রাঙ্গামাটি	১০০%	
(গ)	পটুয়াখালী	১০০%	
৪।	মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন		৯২%
(ক)	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা থেকে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং সম্প্রসারণ, অডিটরিয়াম, লেকচার গ্যালারী ও লাইব্রেরী নির্মাণ	১০০%	
(খ)	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ এবং আই.সি.ইউ ক্যাজুয়ালটি ইউনিট স্থাপন	১০০%	
(গ)	সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	১০০%	
(ঘ)	ঢাকার ফুলবাড়িয়াস্থ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট কর্মচারী হাসপাতালকে আধুনিকায়ন	১০০%	
(ঙ)	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	১০০%	
(চ)	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	১০০%	

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
(ছ)	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও বর্ধিতকরণ কাজ	১০০%	
(জ)	ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ	১০০%	
(ঝ)	ঢাকাস্থ খিলগাঁও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	১০০%	
(ঞ)	বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	৫৮%	
(ট)	শেরেবাংলা নগরে NICVD হাসপাতালের ডাক্তার কোয়ার্টার এবং নার্সেস ডরমিটরী উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	১০০%	
(ঠ)	**৫০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডেন্টাল কলেজকে ডেন্টাল ইউনিটে উন্নীতকরণ**		১০০%
	চট্টগ্রাম	১০০%	
	রাজশাহী	১০০%	
(ড)	খুলনা মেডিকেল কলেজ একাডেমিক উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৯৬%	
(ণ)	দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	৯৮%	
(ত)	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রী হোষ্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১০০%	
৫।	মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ		৯৩%
(ক)	নোয়াখালী মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ	১০০%	
(খ)	পাবনা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ	১০০%	
(গ)	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ	৯৫%	
(ঘ)	যশোর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ	৮৫%	
(ঙ)	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন ও ২০০ সিট এর মহিলা হোস্টেল নির্মাণ	৯০%	
(চ)	ঢাকাস্থ সাভারে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট ভবন নির্মাণ	৮২%	
(ছ)	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ	১০০%	
৬।	**সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ**		৬৮%
(ক)	মৌলভীবাজার	১০০%	
(খ)	বি-বাড়ীয়া	১০০%	
(গ)	কক্সবাজার	১০০%	
(ঘ)	কিশোরগঞ্জ	১০০%	
(ঙ)	ফেনী	১০০%	
(চ)	চুয়াডাঙ্গা	৭৪%	
(ছ)	মাগুরা	৩৫%	
(জ)	চাপাইনবাবগঞ্জ	২১%	
(ঝ)	নওগা	৬৬%	
(ঞ)	ঠাকুরগাঁও	১২%	
(ট)	নীলফামারী	৭০%	
(ঠ)	কুড়িগ্রাম	৪৯%	
(ড)	মাদারীপুর	৫৪%	

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
(ঢ)	বাগেরহাট	৯০%	
(ণ)	মানিকগঞ্জ	৯৪%	
(ত)	গাজীপুর (১০০-৫০০ শয্যা)	৮৪%	
(থ)	শেরপুর (২০-২৫০ শয্যা)-৪০%	৪০%	
(ন)	হবিগঞ্জ	৪০%	
৭।	**সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ**		৮০%
	ভোলা		৮০%
	সুনামগঞ্জ		৯০%
	টঙ্গী উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, গাজীপুর		৯৯%
	বরগুনা		৬০%
	মুন্সীগঞ্জ		৭০%
৮।	**৯টি মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ**		৭৭%
(ক)	পাবনা		৭৫%
(খ)	চট্টগ্রাম		৯০%
(গ)	কক্সবাজার		৮২%
(ঘ)	নোয়াখালী		৮৮%
(ঙ)	কুমিল্লা		৯৬%
(চ)	বরিশাল		৩৫%
(ছ)	খুলনা		১০০%
(জ)	যশোর		৫১%
(ঝ)	সিলেট		
৯।	**নতুন প্রকল্পসমূহ ঃ (DPP এর আওতায়)**		
(ক)	শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ		
(খ)	টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যার হাসপাতাল থেকে ৫০০ শয্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সম্প্রসারণ।		
(গ)	মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যায় হাসপাতাল স্থাপন		
	HPNSDP এর আওতায়		
(ক)	সরকারি শিশু হাসপাতাল নির্মাণ		
	ক) রাজশাহী		
	খ) বরিশাল		
	গ) সিলেট		
(খ)	লালমনিরহাট জেলা হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।		
(গ)	ঝিনাইদহ জেলা হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরন।		
(ঘ)	নাটোর জেলা হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।		
(ঙ)	৭টি নার্সিং কলেজের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ক) ঢাকা, খ) ময়মনসিংহ, গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট, ঙ) রংপুর, চ) চট্টগ্রাম, ছ) বরিশাল।		
(চ)	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ ও ছাত্রী হোষ্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৫%	
(ছ)	মহাখালীতে মেডিকেল এডুকেশন ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।		
(জ)	মহাখালীতে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এর ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ		
(ঝ)	মহাখালীতে নার্সিং মিডওয়ারী ভবন নির্মাণ	৫%	
(ট)	কুড়িগ্রামে নার্সিং এডুকেশন এ নার্সেস হোষ্টেল নির্মাণ		

নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর

১. নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ-

- রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্মতিক্রমে ১৯৭৭ সালের ১৪ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর হিসেবে সেবা পরিদপ্তরের জন্ম হয়
- জন্মলগ্নে সেবা পরিদপ্তরের জন্য মাত্র ৫৬ টি (নার্সিং ০৬ এবং নন-নার্সিং ৫০) পদ সৃষ্টি করা হয়;
- সে সময় সেবা পরিদপ্তরের অধীনে নার্সিং এবং নন-নার্সিং জনবল ছিল প্রায় ৩০০০; এবং
- দেশে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০টি।
- গত ১৬ নভেম্বর ২০১৬ সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

২. নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

জনবল ঃ

গ্রেড	অনুমোদিত পদ			কর্মরত পদ			শূণ্যপদ		
	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট
গ্রেড ৩-৯	৩৫৯	০১	৩৬০	১৬৫	-	১৬৫	১৯৪	০১	১৯৫
গ্রেড ১০	৩০,২১৬	২৩	৩০,২৩৯	২৬,৬৬৪	১১	২৬,৬৭৫	৩,৫৫২	১২	৩৫৬৪
গ্রেড ১১-১৬	৬১০	৪০২	১০১২	৬১০	৩০৭	৯১৭	-	৯৫	৯৫
গ্রেড ১৭-২০	-	৭০৪	৭০৪	-	৫৮৯	৫৮৯	-	১১৫	১১৫
মোট	৩১,১৮৫	১১৩০	৩২,৩১৫	২৭,৪৩৯	৯০৭	২৮,৩৪৬	৩,৭৪৬	২২৩	৩,৯৬৯
সর্বমোট		৩২,৩১৫			২৮,৩৪৬			৩,৯৬৯	

(তথ্য-ডিসেম্বর/ ২০১৬)

৩. নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের ভিশন ও লক্ষ্য ঃ-

ভিশন ঃ

বাংলাদেশে সরকারিভাবে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষিত, দক্ষ রেজিস্টার্ড নার্স, নার্স-মিডওয়াইফ নিয়োগের মাধ্যমে নার্সিং এবং মিডওয়াইফারী সার্ভিস পরিচালনা করা।

লক্ষ্য ঃ

দক্ষ নার্স এবং দক্ষ নার্স-মিডওয়াইফ তৈরি, নিয়োগ, পদায়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করা।

৪. নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ-

- সকল সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ এবং সকল সরকারি হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির নার্স ও নন-নার্স পদ সৃজন, নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড, বদলি, ছুটি, অবসর, পেনশন, পুরস্কার, শাস্তি, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দেশী - বিদেশী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ প্রদান করা;
- দেশের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স তৈরির লক্ষ্যে নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ প্রতিষ্ঠা করাসহ সকল প্রতিষ্ঠানে অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ তৈরির জন্য আনুষংগিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।
- বিদ্যমান নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজের প্রয়োজনীয় সংস্কার, অবকাঠামো সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা।
- সরকারি সকল নার্সিং ইনস্টিটিউট ও নার্সিং কলেজসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করা।

৫. নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের কর্মকান্ডের অগ্রগতি ঃ-

ক. আন্তর্জাতিক ডাক্তার-নার্স আনুপাতিক হার (১ঃ৩) রক্ষায় বিদ্যমান ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে ঃ

- ২০১১ সালে ১২টি জেলায় ১২টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে;
- বিদ্যমান ৪৩টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটে আসন সংখ্যা ১৫৮০ থেকে ২৫৮০-তে বৃদ্ধি করা হয়েছে (বর্তমানে দেশে রেজিস্টার্ড নার্স-মিডওয়াইফের সংখ্যা ৪১,৯০০ জন);
- ২০১৩ সালে ৪১০০ রেজিস্টার্ড নার্স নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ২২,৯৩৯ টি নার্সিং পদের মধ্যে ১৮,৯১৩ টি পদে রেজিস্টার্ড নার্স-মিডওয়াইফগণ কাজ করছেন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১০,০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স পদ সৃষ্টি করা হয়েছে;

- নব সৃজিত এবং শুন্যপদ মিলিয়ে প্রায় ৯৫৯৮ টি পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ করা হয়েছে।

খ. নার্সিং শিক্ষা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে ঃ

- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সংশোধিত ডিপ্লোমা নার্সিং কারিকুলাম ২০০৮ সাল হতে অনুসরণ করা হচ্ছে;
- ২০০৮ সাল হতে ডিপ্লোমা নার্সিং কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা এসএসসি হতে এইচএসসিতে উন্নীত করা হয়েছে;
- নার্সিং-এ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য ২০১৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচনী পরীক্ষা চালু করা হয়েছে;
- বেসিক গ্রাজুয়েট নার্স তৈরির লক্ষ্যে ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে;
- এই ৭টি নার্সিং কলেজে ৭০০ আসনে ৪-বছর মেয়াদী বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে।
- সিডার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় নার্সিং ইনস্টিটিউট মনিটরিং ও ইভালুয়েশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেক্সট ও রেফারেন্স বই এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
- সিডার আর্থিক সহায়তায় ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট রেনোভেট করা হয়েছে;

গ. শিক্ষিত ও দক্ষ নার্স তৈরি ও পদায়নপূর্বক উন্নতমানের নার্সিং সার্ভিস চালু করে বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ঃ

- ১৮০ জন নার্স থাইল্যান্ড হতে নার্সিংয়ে স্নাতকোত্তর এবং ৩ জন পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন শেষে দেশের বিভিন্ন নার্সিং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।
- বর্তমানে ১৪ জন নার্স থাইল্যান্ড ও কোরিয়ায় পিএইচডি করছেন।
- দেশের সরকারি/বেসরকারি ইউনিভার্সিটি হতে নার্সিং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রায় ১৩ শতাধিক নার্স মাস্টার্স এবং ৪০ জনের অধিক নার্স পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনপূর্বক নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের মান উন্নয়নে কাজ করছেন।
- অপরেশনাল প্লানের আওতায় প্রতিবছর ১৮০ জন নার্সকে স্বল্প-মেয়াদী স্পেশালাইজড কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এবং ফিলিপাইনে পাঠানো হচ্ছে;
- দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে;
- এখন পর্যন্ত ২টি বিষয়ে - নার্সিং এবং পাবলিক হেলথ নার্সিং-এ পোস্ট-বেসিক বিএসসি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে; মিডওয়াইফারীতে পোস্ট-বেসিক বিএসসি ডিগ্রী প্রদানের জন্য কারিকুলাম প্রণয়ণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- পোস্ট-বেসিক বিএসসি ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১ সাল হতে প্রতি বছর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৭০ জন রেজিস্টার্ড নার্স গ্রাজুয়েশন করার সুযোগ পাচ্ছেন;
- মানিকগঞ্জ এবং দিনাজপুরে ২টি বেসিক নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বর্তমানে সেখানে ৩-বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন মিডওয়াইফারী কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে;
- লালমনিরহাট, বান্দরবন, গাজীপুর এবং কিশোরগঞ্জে ৪টি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে;
- দেশে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে মুগদা এবং শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় ২টি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, এর মধ্যে মুগদায় প্রতিষ্ঠিত নার্সিং কলেজে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সিং বিষয়ক ৬টি বিভাগে মোট ৩৮ জন (২৯ জন সরকারি এবং ৯ জন বেসরকারি প্রার্থী) ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে।

ঘ. মাতৃ ও শিশু-মৃত্যু রোধে মিডওয়াইফারী কার্যক্রম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঃ

- ৩৮টি (১০টি নার্সিং কলেজ এবং ২৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট) নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩-বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ২০১৫ সালে ১ম ব্যাচের চুড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ করার পর ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ১ম মিডওয়াইফারী লাইসেন্সিং পরীক্ষায় ৬৬০ জন মিডওয়াইফ উত্তীর্ণ হয়েছে;
- ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারী আসন সংখ্যা ৮০০ হতে বৃদ্ধি করে ৯৭৫টিতে উন্নীত করা হয়েছে;
- সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৪৮৪ জন রেজিস্টার্ড নার্সকে ৬-মাস মেয়াদী সার্টিফাইড এ্যাডভান্সড মিডওয়াইফ কোর্স প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৪ সালে ৪২১ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের প্রতিটিতে ৪টি করে ১৬৮৪টি এবং ১৩১২ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারে ১টি করে সর্বমোট ২৯৯৬ টি মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে।
- এর মধ্যে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ১২০০ পদে সার্টিফাইড মিডওয়াইফদের পদায়ন করা হয়েছে।

ঙ. নারী হিসেবে নার্সদের (নার্সিং সার্ভিসে ৯০% নার্স নারী) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঃ

- মহাখালী, ঢাকায় ১.৫ একর জমির উপর ২০ তলা বিশিষ্ট নার্সিং ও মিডওয়াইফারী ভবন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০১১ সাল হতে রেজিস্টার্ড নার্স-মিডওয়াইফদের প্রারম্ভিক বেতন ও পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে;

Midwifery awarded by Mohammed Nasim, Honorable Health Minister

- ১০ম গ্রেডধারী নন গেজেটেড নার্সিং সুপারভাইজারদের ২০১১ সাল হতে গেজেটেড করা হয়েছে;
- জেলা পর্যায়ের সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে জেলা পাবলিক হেল্‌থ নার্স ও ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদকে ২য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে;
- বিএসসি নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারী শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে;

চ. তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে ঃ

- সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীন কর্মরত সকল নার্স এবং নন-নার্স কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পিএমআইএস চালু করা হয়েছে;
- সেবা পরিদপ্তরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে;
- ৬৪ জেলায় অবস্থিত সিভিল সার্জন কার্যালয়ে কর্মরত জেলা পাবলিক হেলথ নার্স এবং ৫৪টি (৪৩+০৭+০৪) নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সংগে যোগাযোগের জন্য অফিশিয়াল ই-মেইল সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- সেবা পরিদপ্তরের হেড কোয়ার্টারে ওয়াই-ফাই চালু করা হয়েছে।

ছ. পদসৃজনের মাধ্যমে নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিস কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে ঃ

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের জন্য বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে ৭৭টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এর মধ্যে ১৭টি নার্সিং + ১৪টি নন-নার্সিং পদ এবং ৪৬ টি আউট সোর্সিং পদ;
- দিনাজপুর নার্সিং কলেজের জন্য ৬৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে, যেখানে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষা বছর হতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হবে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ ০১টি, উপাধ্যক্ষ ০১টি, অধ্যাপক ০২টি, সহযোগী অধ্যাপক ০৪টি, সহকারী অধ্যাপক ০৮টি, প্রভাষক ১৬টি, এবং ৩৩টি নন-নার্সিং যার মধ্যে ১৯টি পদ আউট সোর্সিং;
- রূপান্তরিত ৭টি নার্সিং কলেজের জন্য মোট ৫২৭টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে উপাধ্যক্ষ ০৭টি, অধ্যাপক ৩৫টি, সহযোগী অধ্যাপক ৪২টি, সহকারী অধ্যাপক ৭০টি, প্রভাষক ১১২টি, ল্যাব ইনচার্জ ০৭টি এবং ১৫৪টি নন-নার্সিং পদ যার মধ্যে ১৪৩টি আউট সোর্সিং পদ :
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে নার্সিং ও মিড্‌ওয়াইফারী অধিদপ্তরের অধীনস্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ১৮৫ টি শূণ্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ এবং পদায়ন করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০,০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সের মধ্যে সম্প্রতি ৯৫৯৮ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের নিয়োগ ও পদায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রক্রিয়াধীন কর্মকান্ডঃ–

- ২য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৭ ক্যাটাগরীর পদকে ১ম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ এর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে;
- রিলাড়েশন প্রক্রিয়ায় পদোন্নতির মাধ্যমে সকল শ্রেণির নার্সিং পদ দক্ষ নার্স কর্তৃক পূরণ করা;
- ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ;

নার্সিং ইনষ্টিটিউটগুলো হচ্ছে ঃ

(১) মিটফোর্ড, ঢাকা (২) কিশোরগঞ্জ (৩) পাবনা (৪) কুমিল্লা (৫) চাদঁপুর (৬) কক্সবাজার (৭) পটুয়াখালী (৮) কুষ্টিয়া (৯) যশোর (১০) বাগেরহাট (১১) ফরিদপুর (১২) ঠাকুঁরগাও (১৩) মৌলভীবাজার (১৪) গোপালগঞ্জ (১৫) মানিকগঞ্জ;

- ১৯৮০-১৯৮৫ এবং ১৯৮৬-১৯৯০ সাল পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্স ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত নার্সিং সুপারভাইজারদের গ্রেডেশন তালিকা প্রস্তুতকরণ;
- ১৯৮০ সাল হতে অদ্যাবধি নিয়োগপ্রাপ্ত সকল নার্সিং কর্মকর্তাকে চাকুরিতে স্থায়ী করা;
- ১৯৯০ সালে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ৭৫০ জন নার্সকে স্থায়ীকরণ;
- ২০১৩ সালে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ৪১০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে স্থায়ীকরণ;
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য সৃজিত ৬০০ মিডওয়াইফ পদে ফ্রেস মিডওয়াইফ নিয়োগ;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের নার্সিং ও নন-নার্সিং কর্মকর্তা কর্মচারীদের যুগোপযোগী নিয়োগবিধি প্রস্তুতকরণ।

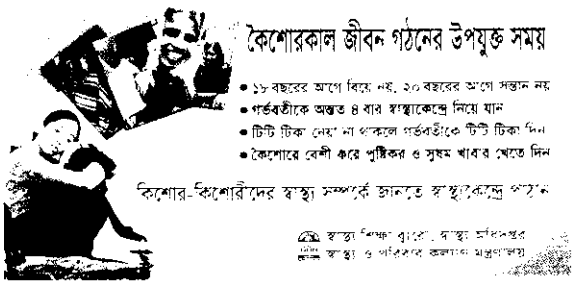

ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)

বর্তমান অবকাঠামো ঃ
অত্র প্রতিষ্ঠানের দুইটি ভবন ঃ

(ক) অফিস ভবন (তিন তলা), আয়তনঃ ৩০০০ বর্গফুট

(খ) ওয়ার্কশপ ভবন (চার তলা ও তিন তলা), আয়তন ঃ ২০,০০০ বর্গফুট

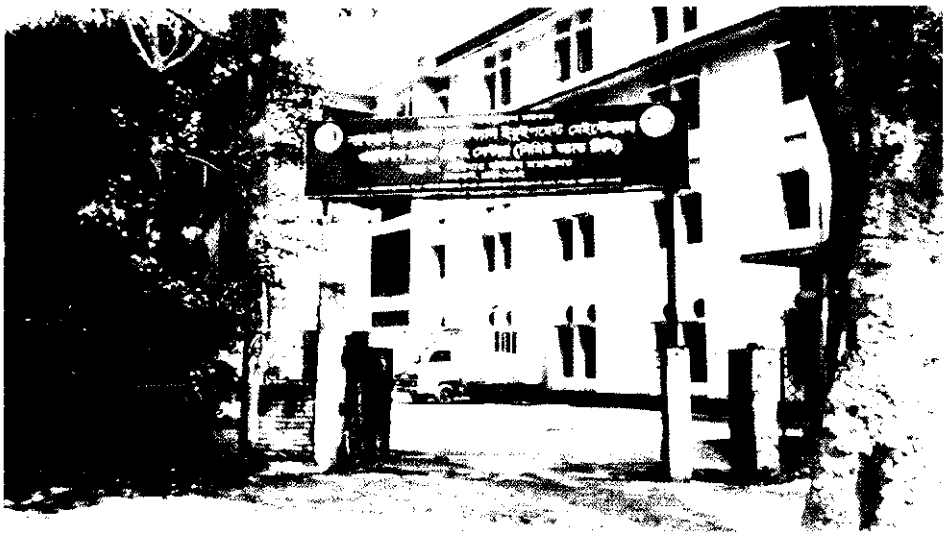

নিমিউ এন্ড টিসি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য

সঠিক রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবার প্রতিটি পর্যায়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক/দেশীয় মুদ্রায় ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত করা ছাড়া কোন বিকল্প নাই। মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন তৈরি এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ ঃ

অনুমোদিত পদ	ঃ	৯৫ টি
কমর্রত জনবল	ঃ	৬৪ জন
শুন্য পদ	ঃ	৩১ টি

সংগঠনের কার্যাবলী ঃ

(ক) দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহের মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপন করা।

(খ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের সুষ্ঠুভাবে যন্ত্রপাতি ব্যহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

মেরামত কার্যাবলি ছাড়াও নিমিউ এন্ড টিসি নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করে থাকে ঃ

১। চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় ভান্ডার, বিভিন্ন প্রকল্প ও হাসপাতাল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বিশেষজ্ঞের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রপাতির কারিগরি স্পেসিফিকেশন তৈরি করা।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত দর প্রস্তাবের কারিগরি মূল্যায়ন এবং অনুরুপ কাজে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

৩। ক্রয়কৃত/আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির গুনগতমান নিশ্চিতকরণ ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করা।

৪। সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সার্ভে করা ।

৫। নতুন হাসপাতাল যন্ত্রপাতি স্থাপন কার্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা।

৬। অনুদান প্রাপ্ত মেডিকেল যন্ত্রপাতি স্থাপনকরণ।

৭। অমেরামতযোগ্য হাসপাতাল যন্ত্রপাতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

যন্ত্রপাতি মেরামত-

নিমিউ ০৬টি শাখার মাধ্যমে মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপন করে থাকে

ক) ইলেকট্রনিক্স শাখা খ) এক্স-রে শাখা

গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন শাখা

ঘ) মেকানিক্যাল শাখা ঙ) ইলেকট্রিক্যাল শাখা

চ) অপটিক্যাল শাখা ।

গত ০৭ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি/ সাফল্যের তথ্য ঃ

১. **মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ** প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সুনামের সাথে

অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেও বিভিন্ন কারণে একটি পর্যায়ে কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। তবে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অভিপ্রায়। স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সরাসরি হস্তক্ষেপে স্থবিরতা কাটিয়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত ০৭ (সাত) বছরে সর্বমোট ১০,৫৮৭ (দশ হাজার পাঁচশত সাতাশি)টি বিভিন্ন প্রকার মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়েছে। নিম্নে বছর ভিত্তিক মেরামত কার্যক্রমের ০১(এক) টি চিত্র তুলে ধরা হল।

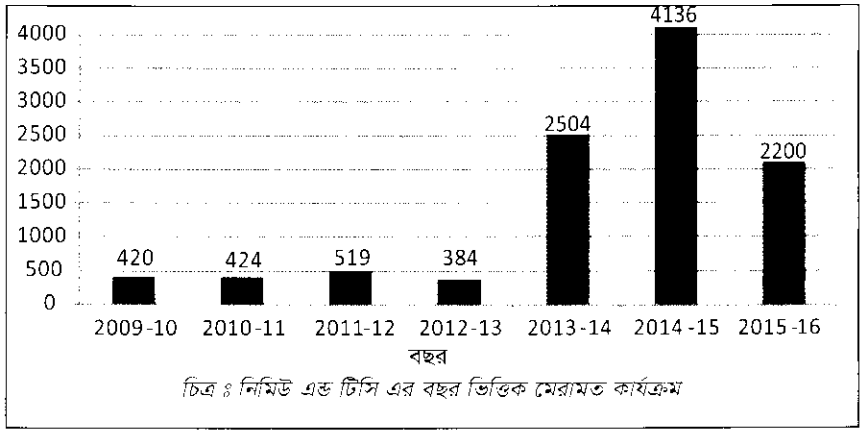

চিত্র ঃ নিমিউ এন্ড টিসি এর বছর ভিত্তিক মেরামত কার্যক্রম

২. প্রশিক্ষণ ঃ

ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামতকারী, ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিগত ০৭ (সাত) বছরে ৯০০ (নয়শত) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ) বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে আগত ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রো মেডিকেল/ইলেকট্রিক্যাল/রেফ্রিজারেশন এন্ড এসি/ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং'র ছাত্রছাত্রীসহ ১৭৯৫ (এক হাজার সাতশত পঁচানব্বই) জনকে বিগত ০৭ (সাত) বছরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. **মেরামত ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি ও লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) সম্প্রসারণ ঃ** নিমিউ'র সামগ্রিক কর্মকান্ড কম্পিউটারাইজেশনের অংশ হিসেবে মেরামত সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং সকল কম্পিউটারকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) এ যুক্ত করা হয়েছে।

৪. **ওয়েবসাইট তৈরি ঃ** বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে নিমিউ এন্ড টিসি'র ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং আপডেট কার্যক্রম চলমান রয়েছে (www.nememw.gov.bd)।

৫. **আধুনিক নথি ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন ঃ** নিমিউতে যুগোপযোগী আধুনিক নথি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

৬. **হোস্টেলের নীতিমালা ঃ** ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে প্রশিক্ষণে আগত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জনবলের অবস্থানের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে হোস্টেলের একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. **পদোন্নতি ও জনবল নিয়োগ ঃ** নিমিউ এন্ড টিসির শূণ্য পদের বিপরীতে ১০(দশ) জনকে পদোন্নতি প্রদান এবং ১ম শ্রেণীর ০৩(তিন) জনসহ ১২ (বার) জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮. **অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ** নিমিউ এন্ড টিসি'র প্রশাসনিক ভবনকে ২য় তলা হতে ৩য় তলায় এবং ওয়ার্কশপ ভবনকে ৩য় তলা হতে ৪র্থ তলায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিগত অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কক্ষ আধুনিকায়ন এবং বর্তমান অর্থবছরে চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজারের অফিস কক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে।

৯. **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ঃ** বর্তমান সরকারের সরকারি কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের উপর গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিমিউ সঠিক সময়ে বার্ষিক কর্মসম্পদান চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. **সিসি ক্যামেরা স্থাপন ঃ** নিমিউ এন্ড টিসির পারিপার্শিক অবস্থান বিবেচনায় নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

১১. **শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম চালু রাখা ঃ** বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল দপ্তরে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটি গঠন করে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিমিউতে সঠিক সময়ে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম সচল রয়েছে।

যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)

১৯৭৬ সালে ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে টেমোর কার্যক্রম শুরু হয়। সমগ্র বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব খাতভুক্ত যানবাহন মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়।

(১) ১৯৮০ সালে টেমোকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ।

(২) ১৯৮২ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক এই ওয়ার্কসপের কিছু কারিগরি জনবল অবলুপ্ত করতঃ টেমোর সাংগঠনিক কাঠামো ছোট করা হয়।

(৩) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং প্রশা-২/যান-১/৯৭/১৯৫/৩২০ তাং ৮/৩/০৫ এর মাধ্যমে প্রণীত অফিস আদেশ অনুযায়ী টেমো কর্তৃক যানবাহনের মেরামত কাজ সম্পাদিত হচ্ছে ।

(৪) এই অফিস আদেশ অনুযায়ী টেমো কর্তৃক শুধুমাত্র ঢাকা ও ঢাকার নিকটস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ টি রাজস্ব খাতভুক্ত যানবাহনের মেরামত কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। এই সমস্ত যানবাহনের অধিকাংশই ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরাতন ।

(৫) টেমোর কার্যক্রম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অডিট শাখা কর্তৃক আভ্যন্তরীণ ভাবে নিরীক্ষিত হচ্ছে। এ ছাড়া স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গত ৭ (সাত) বছরে সম্পাদিত সাফল্যের তথ্য ঃ

বর্তমান সরকারের বিগত ০৭(সাত) বছরের যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) এর অগ্রগতি/সাফল্যের তথ্য

১ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে গাড়ী মেরামতের ক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে গাড়ী মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে তৈরীকৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে দরপত্রের তুলনামূলক তালিকা প্রস্তুত,কার্যাদেশ প্রদান যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, ইস্যুভাউচার, ষ্টক রেজিষ্টার, গাড়ী মেরামতের রেকর্ড সংরক্ষণ ও ক্যাশ রেজিষ্টার মেইনটেইন করা এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিল তৈরি করে এজিবিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত কম জনবল দ্বারা স্বচ্ছতার সাথে অধিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

২ ওয়ার্কসপের পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে এক একর সরকারী জায়গা দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

৩ যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) এর কর্মকান্ড, বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য একটি ওয়েবসাইট ওপেন করা হয়েছে ।

৪ যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন সংস্থা (টেমো) এর কর্মকান্ড, বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করণের জন্য সিটিজেন চার্টার মূল ফটকে প্রদর্শন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।

৫ যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য বাংলা ভাষায় একটি ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে।

৬ নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পণা প্রণয়ন করে সকলের মধ্যে বিতরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারী সম্পদের অপচয়, দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সেবা প্রদান এবং ব্যক্তিভেদে আচরণগত তারতম্য ইত্যাদি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭ প্রতি বছর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ডিপ্লোমা ইন ইনিজনিয়ারিং অটোমোবাইল/পাওয়ার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের টেমো কর্তৃক ০৩(তিন) মাসের বাস্তব প্রশিক্ষণ (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট) প্রদান করা হয়। এতে দক্ষ জনবল তৈরী হচ্ছে।

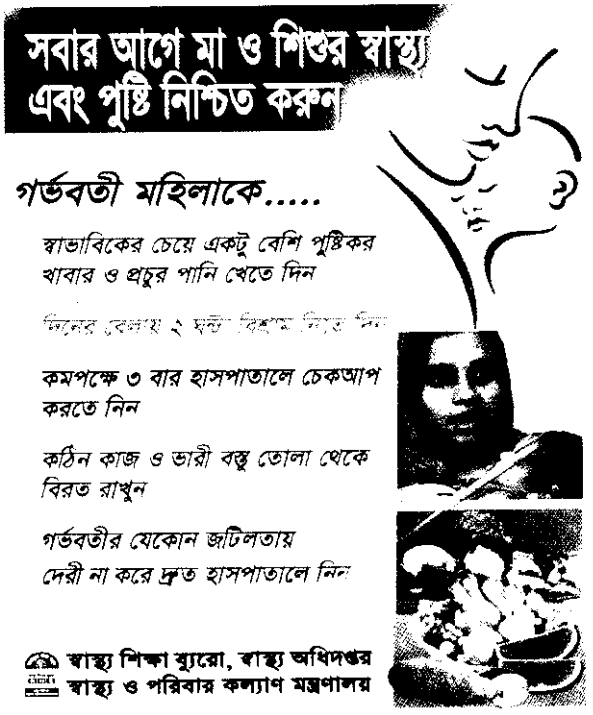

Reference :

Health Bulletin 2016, Published by Management Information System, Directorate General of Health Services, Mohakhali, Dhaka 1212

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Survey 2011, conducted by Bangladesh Bureau of Statistics, Agaogaon, Dhaka.

Key Findings of the Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013, conducted by Bangladesh Bureau of Statistics, Agaogaon, Dhaka.

Key Indicators on Report of Sample Vital Registration System, 2008-2012 conducted by Bangladesh Bureau of Statistics, Agaogaon, Dhaka.

Center for Social and Market Research (CSMR) 2015

Low Birth Weight Survey 2016

Bangladesh Urban Health Survey 2013 conducted by NIPORT, Bangladesh, MEASURE Evaluation, UNC-Chapel Hill, USA, USAIDS & ICDDR,B

Bangladesh Health Facilities Survey 2014, conducted by NIPORT, Bangladesh, ACPR, Dhaka, Bangladesh & ICF International, Rockville, Maryland, USA

Mapping Study and Size Estimation of Key Populations in Bangladesh for HIV Programs (2015-2016), conducted by National AIDS/STD Control Programme, Save the Children and UNAIDS, Bangladesh

Bangladesh Maternal Mortality Survey 2010 Report, NIPORT, Bangladesh, MEASURE Evaluation, UNC-Chapel Hill, USA, USAIDS & ICDDR,B

Sample Vital Registration System 2015, conducted by Bangladesh Bureau of Statistics.

Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013 Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division

Bangladesh Demographic and Health Survey 2014, NIPORT, Bangladesh, MEASURE Evaluation, UNC-Chapel Hill, USA & ICDDR,B